যৌবনের গান

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দাম পাঁচসিকা

প্রকাশক
শ্রীঅনিলবান্ধব মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—বৈদ্যবাটী যুবক-সমিতি
সেওড়াফুলি ; হুগলী

প্রাপ্তিস্থান
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্‌স
৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

আমার

মানস-গুরু

শ্রীরবীন্দ্রনাথের

শ্রীচরণে

আরজী

ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লিখছি—যদিও কবি হবার চেষ্টা কখনো করি-নি। এতদিন পরে আমার কতকগুলি কবিতা গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হ'ল ব'লেও কেউ যেন না ঠাউরে বসেন যে, অকস্মাৎ আমার মনে কবি হবার দুরাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে। বাঙ্‌লা দেশে কবিতা যেমন সুলভ, কবি তেম্‌নি দুর্লভ এবং এই দুর্লভ উপাধিটির দিকে আজ পর্য্যন্ত লুব্ধ দৃষ্টিতে চাইতে আমি ভরসা করি না। তবু এই কবিতার বই প্রকাশিত হ'ল কেন? এজন্যে জবাবদিহি করবেন বৈদ্যবাটি যুবক-সমিতির প্রধান পাণ্ডা ও আমার সাহিত্য-রসিক বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়। অতএব এই কবিতাগুলি যাঁদের ভালো লাগবে না, তাঁরা যেন মুক্তকণ্ঠে হরিদাস-বাবুকেই গালাগালি দেন।

ব'লে রাখা দরকার, এই বইয়ে এমন কতকগুলি কবিতা আছে, যা আমার বাল্য-রচনা।

প্রচ্ছদ-পটের পরিকল্পনা করেছেন, খ্যাতনামা চিত্রকর, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়, বি-এস-সি। ইতি

কলিকাতা
২১, পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন
চৈত্র, ১৩৩০

হেমেন্দ্রকুমার রায়

লেখার ফর্দ্দ

যৌবনের
গান

আলো-বীণা

ফুল-ফুটানো আলোর বীণা
শুনেচ ?
কিরণ-তারে যতির গতি
গুণেচ ?
ঝম্‌ঝলানো আলোর জালা,
চন্‌মনে ও স্বরের মালা !
সেই মালাতেই পরীর স্বপন
বুনেচ ?
প্রাণের কাণে আলোর বীণা
শুনেচ ?

উষার কোলে পূর্ব্বতে কি
উঠচে ও ?
সাত-রঙা ঐ আলোর সুরই
ছুট্‌চে গো !
কমলদলের পাতায় পাতায়
(জলবালার গানের খাতায়),
আলোর স্বরলিপি, মরি,
ফুট্‌চে গো !
গায়ক রবি শয্যা থেকে
উঠ্‌চে গো !

*

দুপুর-বেলায় আলোক-দেবের
তানপুরায়,
দাউ-দাউ-দাউ সুরের শিখা
প্রাণ পুড়ায় ।
রুদ্র-বীণার দীপক-রাগে
বিশ্ব-হিয়ায় আগুন লাগে—
ঝিনিকে তার সবুজ লতার
জান্ ফুরায় !
মূর্চ্ছনা কি শুন্‌ছ না রে
তানপুরায় !

সন্ধ্যা-মেঘে বাজ্‌চে আলোর
মন্দিরা,
গান ধরেচে পরলোকের
বন্দীরা !
সূর্য্য গেল অন্ধ হয়ে,
ডুবল হাসির ছন্দ লয়ে—
সঙ্গে গেল অরুণ-রাগের
ছন্দীরা।
শোন্ পুরবীর দুঃখ-তালের
মন্দিরা।

*

ঝিম্‌ঝিমিয়ে ঝিমায় কালো
রাতিয়া,
চিত্ত হা রে, আন্ধিয়ারে
তাতিয়া।
ভাঙা-মেঘের গোপন চাঁদে,
বুক-চাপা ঐ কি সুর কাঁদে,
এলিয়ে প'ড়ে যায় যে ভিজে
ছাতিয়া,
কোন্ সুদূরের বেহাগ-ভরা
রাতিয়া।

এম্‌নি ক'রে আলোর বীণা
বাজ্‌চে গো !
হাস্‌চে আহা, নাচ্‌চে আহা,
কাঁদ্‌চে গো !
শোনো, গভীর মর্ম্মকোষে,
দীপ্ত বীণার যন্ত্রী ব'সে,
তন্ত্রীতে সে সুর খেলিয়ে
যাচ্চে গো—
আলোর পরে আলোর ধ্বনি
বাজ্‌চে গো !

মানস-প্রিয়া

ও তার, চোখ-ভরা ঐ সবুজ রঙে ছড়াল মোর মন-
ওরে, ঘর-পালানো মন রে আমার মন !
দেখ, ঐ যে তৃণ, ঐ যে লতা, ঐ যে গহন-বন—
আহা দোল-দোলানো ঘন-শ্যামল বন !
ও যে আমার প্রাণের লেহ,
কোন্ দরদীর্ বুকের স্নেহ !

জানি, ওর কাছেতে বিকিয়ে যাবে সাতটি রাজার ধন—
ও যে, ধরার ধূলায় স্বর্গ-খসা ধন !
ও রূপ, ছেঁড়া-কাঁথার ব্যথা ঘুচায়, দুখীর সুখ-স্বপন !
ওগো, আপন-ভোলা কবির শ্যাম-স্বপন !

*

হোথা, সকাল-বেলায় সূর্য্য ছোঁড়ে আলোর কুঙ্কুমই—
দেখ, আর কিছু নয়—আলোর কুঙ্কুমই !
আবার, পূর্ণিমাতে জোছ্না বাজায় ঝিঁঝির ঝুম্‌ঝুমি—
মরি, ঝিম্‌কি-ঝিমি ঝিঁঝির ঝুম্‌ঝুমি !
তৃণ-লতার মুঞ্জরীতে,
পুঞ্জ-ফুলের কুঞ্জটিতে,
কত, গুঞ্জরিছে ভৃঙ্গ-অলি গন্ধ-রঙ চুমি—
ও কোন্, রঙ্গময়ীর অঙ্গতল চুমি !
মধু সঙ্গীতেরি ছন্দানন্দ-বন্দনের ভূমি—
এযে, সপ্ত-স্বরের নর্ত্তনের ভূমি !

*

শোনো, এইখানেতেই তোমার সাথে জম্‌বে আমার গান—
সখি, তোমার সুরে সুর-মিলানো গান !
তোমার, শষ্প-বাঁশীর পুষ্পরাশির-দল-খোলানো তান—
সে যে, কূল-ভুলানো ভুল-ছুটানো তান !
এস আমার অচিন্ প্রিয়া,
আজ যে তোমায় চাইচে হিয়া,

সুখে, রংমহলের শ্যাম-সায়রে করব রূপ-স্নান !
সবুজ সুরের সুরায় সাঁতার দিয়ে স্নান !
তুমি একটিবার আজ মূর্ত্তি ধরো, চল্‌বে না আর মান—
রাখো, ওগো অ-ধর, মিথ্যা অভিমান !

বীণার গান

সুর বেঁধেছি বীণায়, ওগো দখিন হাওয়ার তানে,
হাল্‌কা আমার গানের ভেতর কেউ পাবেনা মানে !
শিশুর হাসি, সন্ধ্যাতারা,
গোলাপ যেমন অর্থহারা
তেম্‌নি আমার সুরের ধারা
বুকের মধ্যিখানে,—
ও মোর, দখিন হাওয়ার তানে !

*

সুর বেঁধেছি বীণায়, তাতে নেইকো নয়ন-বারি,
মন যে আমার হাসির দোসর, দুখের কি ধার ধারি ?
স্রোতের মালা রঙ্গে ভাসে,
দোদুল নদীর নৃত্য-রাসে,

তেম্‌নি মাতি স্নিগ্ধ হাসে,
মন করি না ভারি,—
বীণে নেইকো নয়ন-বারি !

*

সুর বেঁধেছি বীণায়, তারে বাজ্‌বে আজ কানাড়া।
অচিন-প্রিয়া, আমার আছে কে আর তোমা-ছাড়া ?
তারার বাঁশীর কাঁপন-তালে,
উঠ্‌চে কুহু আমের ডালে,
তেম্‌নি আমি গান শোনালে
জাগ্‌বে তোমার সাড়া,
সখি, বাজ্‌বে আজ কানাড়া !

*

সুর বেঁধেছি বীণায়, সুধু একলা শোনো তুমি !
সবুজ কবির মানস-লোকে নেই গো মরুভূমি !
গুন্‌গুনিয়ে গায়ক অলি,
শিউরে তোলে কমল-কলি,
তেম্‌নি প্রেমে গেয়ে চলি
অধর-কুসুম চুমি,—
বধূ, একলা শোনো তুমি !

স্বপন-পাখীর সুর

স্বপন-পাখী, স্বপন-পাখী, চাঁদের আলোয় নয়ন খোলো,
না-শোনা কোন্ সুরের শীষে তন্দ্রা-সায়র চল্‌কে তোলো,
আজ্‌কে তুমি ঘুমকে ভোলো।
নীলের কোলে ছায়াপথে
চালিয়েছি মোর মনোরথে,
আশপাশে তার ফুট্‌চে কত তারার কুসুম থোলো থোলো,
স্বপন-পুরের দরজা কোথায়, বোলো তুমি আমায় বোলো—
চাঁদের আলোয় নয়ন খোলো!

*

ধরার পথে পথিক্ হয়ে চরণ তো আর চল্‌চে নাকো,
চারদিকে হায় ছুট্‌চে আঁধি, আশার পিদিম জ্বল্‌চেনাকো—
মনের গুমোট্ গল্‌চেনাকো।
কেবল ধূলো, কেবল ধোঁয়া,
সুখ নেই ভাই সিকি পোয়া!
মরুর তাপে তরু-লতায় শ্যামের ফসল ফল্‌চেনাকো—
কোথায় যাব—কদ্দূরে আর? কেউ তো খুলে বল্‌চেনাকো,
আর যে চরণ চল্‌চেনাকো।

*

বক্ষে ছিল গানের ভাষা, চক্ষে ছিল ভোরের আলো,
ওষ্ঠে ছিল হাসির বাসা, প্রেম-প্রীতিতে মন ভুলালো—
এসেছিনু বাস্‌তে ভালো।

বারংবারই তরুণ ফাগুন,
জ্বালিয়েছিল চিত্তে আগুন,
আজ্‌কে সে-সব অতীত্‌ কথা, আজ্‌কে দেখি কেবল কালো—
কেবল হা-হা, কেবল ফাঁকা, কেবল আমার সব ফুরালো!
—নিবে গেছে অরুণ-আলো!

*

জীবন্ত এক 'মমি'র মতন চুপটি ক'রে ব'সে আছি,
কল্পনারি রূপকথাতে আজ্‌কে কেবল আমি বাঁচি—
স্মৃতির মাঝে সুখকে যাচি!
মনে মনেই বুন্‌চি স্বপন,—
নতুন শশী, নতুন তপন—
ধরায় থেকেও নেইকো ধরায়, আকাশ আমার কাছাকাছি,
বুকের ওপর দুল্‌চে সুধু ঝরা-সুরের মাল্যগাছি—
তাকেই নিয়ে বেঁচে আছি।

*

ঝরা-সুরের শিথিল মালা কেউ নিলেনা হাতে ক'রে,
আমার হিয়ার অশ্রু-শ্বাসে সুরগুলি যে আছে ভ'রে—
নেই অতিথি ঘরের দোরে।
স্বপন-পাখী, স্বপন-পাখী!
তাই তো আমি তোমায় ডাকি,
আলোক-পুরের পুলক-সুরের মোহন লহর পড়ুক ঝ'রে,
সেই সুরেতে সুর মিলিয়ে গাঁথ্‌ব মালা রঙিন ডোরে—
টাট্‌কা সুরে নতুন ক'রে।

অজানার বাণী

এক যে বাউল ডাক্ দিলে গো মেঘ-সীমানা হ'তে,
নিস্থত্ রাতের বিজন সভায়, চাঁদের আলোর স্রোতে
শরৎ-হাওয়া হাত বুলিয়ে,
দিচ্ছে যখন চোখ ঢুলিয়ে,
জগৎ যখন ঘুমিয়ে আছে ধ্যানের মৌনব্রতে,
ডাক্ এল গো মেঘের ওপার হ'তে।

*

ফুলবাগানের গন্ধবিভোল ঘাস-বিছানো ভূঁয়ে,
একটি টেরে চুপ্টি ক'রে একলা আমি শুয়ে।
পুকুর-ঘাটের রাণায় রাণায়
জোছ্না হীরার ছুরি যাণায়,
কমল-বধূ শিউরে ওঠে ঝল্মলে জল ছুঁয়ে,
আর, এধারে একলা আমি শুয়ে।

*

রসের রাসে আকুল হলেম, চেয়ে চাঁদের পানে,
যে-ভাষায় মন কইচে কথা, হয়নাকো তার মানে!
নয়ন-চকোর মেলচে ডানা,
উড়্বে কোথায়, নেই ঠিকানা,
হারিয়ে ফেলে সকল দিশা পূর্ণিমার এই বানে—
পলক-হারা চেয়ে চাঁদের পানে।

এমন সময় উঠল বেজে আকাশ-পারের বাণী!
মেঘের ফাঁকে দেখ্‌চি যে কার সুরঙ্গী হাতছানি!
জাগ্‌ছে যেথা শুকতারকা,—
কল্পলোকের প্রেম-দ্বারকা,
স্বপ্নদেবীর ওষ্ঠে কাঁপে রক্ত হাসিখানি,—
ডাক্‌চে সেথায় আকাশ-পারের-বাণী!

*

বাউল, ওগো বাউল, তুমি ডাক্‌চ এ কোন্ সুরে?
তান-ভরা তোর গান শুনে ভাই, প্রাণ কোন মোর ঝুরে!
যাই ভেসে যাই মনোরথে,
আলোক-পুরীর ছায়াপথে,
ধরার ছবি মায়ার মত মিলিয়ে যে যায় দূরে,—
অচিন বাউল, গাইচ এ কোন সুরে!

ঋতুর পালা

গ্রীষ্ম

তৃষ্ণা-ভরা গ্রীষ্ম!
বৈশ্বানরের শিষ্য!
প্রান্তরেতে,
নৃত্যে মেতে

বিশ্ব করে নিঃস্ব !
তৃষ্ণাভরা গ্রীষ্ম !

তপ্ত ধূলায় হৃষ্ট !
অগ্নি-ঝড়ে স্পষ্ট !
রুদ্র-রাগে
ক্ষুদ্র ভাগে,—
যোদ্ধা, সে নয় ক্লিষ্ট ;
তপ্ত-ধূলায় হৃষ্ট !

*

রক্ত-রাঙা, দৃপ্ত !
মৃত্যু-ব্রতে লিপ্ত !
পৃথ্বি-গৃহে
বিদ্রোহী হে !
শক্ত, অটল, ক্ষিপ্ত—
রক্ত-রাঙা, দৃপ্ত !

*

সূর্য্য-চিতা জ্বল্‌চে,,
ব্যোম-নীলিমা গল্‌চে
বৃক্ষ যত,
দুঃখে নত,

অগ্নি-নেশায় টল্‌চে।
সূর্য্য-চিতা জ্বল্‌চে।

*

ক্ষেত্র তাপে জীর্ণ—
অগ্নি-বাণে দীর্ণ।
পন্থ ধূ-ধূ,
শূন্য সুধু,
পুষ্করিণী শীর্ণ।
ক্ষেত্র তাপে জীর্ণ!

*

মূর্ত্ত মরু চক্ষে,
মুর্চ্ছা জাগে লক্ষ্যে!
কল্পনারি
শান্তিবারি
শুষ্ক হা-হা, বক্ষে—
মূর্ত্ত মরু চক্ষে!

*

সৃষ্টি বাঁচাও, বৃষ্টি!
স্নিগ্ধ-সজল-দৃষ্টি!
উৎস খোলাও,
তেষ্টা ভোলাও,—
সিক্ত, শীতল, মিষ্টি!
সৃষ্টি বাঁচাও, বৃষ্টি!

বর্ষা

অন্তরে গুরু-গুরু,
কম্পন হোলো সুরু,
নেত্র সে চেয়ে চেয়ে
 যারে এত খুঁজ্‌চে,
হিন্দোলা তুলে বনে,
নন্দিতা এল মনে,
ছন্দিত চিত আজি
 অনুভবে বুঝ্‌চে !
ডম্বরু-পাখোয়াজে,
অম্বরে ধ্বনি বাজে,
কজ্জল- তুলি দিয়ে
 মেঘে আঁকা চিত্র,
চঞ্চল আসে সাজি,
বিদ্রোহী হয়ে আজি,
বজ্রকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
 মেঘে করে ছিদ্র !
উৎসবে ধরা ভ'রে,
সূর্য্যকে কাণা ক'রে,
অগ্নিতে মুহু-মুহু
 রচে শত সর্প,

উচ্ছলি ঝরণাতে
উচ্ছ্বাসে সুখে মাতে,
উল্লাসে ভেঙে দিলে
নিদাঘেরি দর্প !
নির্জ্জন মাঠে-বাটে,
পান্থরা নাহি হাঁটে,
উজ্জ্বল শ্যামলেতে
বনভূমি কান্ত,
বর্ষণ-গাথা ছাড়া,
পল্লীতে নাহি সাড়া,
শূন্যেতে ডানা মেলে
চাতকেরা শান্ত।
পুষ্পিত কেয়া-কাশে,
শুভ্র কি হাস ভাসে,
নৃত্যতি কত শিখী
নব-ধারা-ছন্দে,
প্রান্তরে পবনেতে,
বন্যা যে ওঠে মেতে,
উন্মনা হোলো হিয়া
ভিজে-মাটি-গন্ধে।
কুঞ্জেতে কবি জাগে,
উৎসাহে, অনুরাগে—

পুঞ্জিত মেঘ-ছায়া
হৃদয়েতে ধর্‌তে ;
বর্ষা গো প্রিয়তমা !
সুন্দরী, মনোরমা !
কাব্যেরি হেম-ঝারি
যুগে যুগে মর্ত্ত্যে।

শরৎ

শরৎ-ভোরে মরত ভ'রে
মন ভুলিয়ে
চপল
আসে।
বাদল-মেঘে থামিয়ে মাদল
বন দুলিয়ে
শ্যামল
শ্বাসে
অকাশ-ভরা নীলের ধারায়,
নিমেশ-হারা নয়ন হারায়,

শিশির-ধোয়া ফুলের চারায়
আঁকছে কে ওই
কান্ত
ছবি।
জাগ্‌চে ধীরে উদয়-পাড়ায়
আলোয়-অথই
শান্ত
রবি।

*

কেয়াফুলের নিশান ওড়ে,
ভুর্‌ভূরে তার
গন্ধ-
রেণু।
হাল্‌কা বায়ে শিউলি ঝরে
ফুর্‌ফুরে তার
ছন্দ-
বেণু।
জল্‌কে-যাওয়া চুট্‌কী বাজে—
ঝল্‌কে সবুজ ঘাসের সাজে,
কল্‌কে-ফুলের গেলাস-খাঁজে
চল্‌কে কিরণ
উপ্‌চে
ওঠে।

তীরে-নীরে নিখিল মাঝে
সুখের হিরণ
রূপ যে
ফোটে !

*

রূপ-সায়রে ঢল্ নেমেছে
প্রাণে প্রাণে
জানা-
শোনা।
সোনার-দানা ছড়িয়ে ও কার
ধানে ধানে
আনা-
গোনা।
ওগো অচিন, তোমার বাঁশী,—
মেঠো-গানের মৌন হাসি,
ভোর-স্বপনের সুর উছাসি
বোবা-কালার
চিত্ত
রসায়।
ঘর-ভোলা মোর মন উদাসী
কমল-বালার
নৃত্য-
সভায়।

হেমন্ত

ঝির্-ঝির্ ঝির্ নতুন শিশির
ঝর্‌চে বুকে হিমেল নিশির!
নীল-সায়রের মুক্তো-ঝরা,
স্বপ্নে দেখে সুপ্ত ধরা।
লাল-ভেরাণ্ডার জঙ্গলেতে,
জোনাক-ঝিঁঝির দঙ্গলেতে—
হেমন্তরি মন্ত্র জাগে,
সন্ধ্যামণির নেত্র-আগে।

*

অল্প-ভেজা ভোরের বেলা,
সজ্‌নে-গাছে মুকুল-মেলা।
জামালকোটা বেড়ার পাশে,
শিউলিগুলি ঝ'রেও হাসে।
ধানের ক্ষেতে দোল-দোলানি,
কনক-চূড়ার সোনার বাণী!
লুকিয়ে অলি মৌচাকেতে,
ভাবচে বেরুই কোন্ ফাঁকেতে!

*

শীতের স্যাঙাৎ হিম-ঋতু রে,
যৌবনেরি মন ভীতু রে!

শীত চলেছে গো ঠক্‌ঠকিয়ে,
রূপ-রং নেয় সব ঠকিয়ে !
ঘাস-বিছানো বনের মাটি—
শিশির পাতে শীতলপাটি !
প্রথম ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা,
পদ্ম-দিঘির বক্ষে লিখা ।

*

আর্ত্ত ধরার দীর্ঘশ্বাসে,
ঠাণ্ডা হাওয়ার দম্‌কা আসে ।
চিত্ত-ব্যথার গোপন তাপে,
ফুলপরীদের পাখ্‌না কাঁপে !
ঝাপ্‌সা হোলো তারার আলো,
জোছ্‌না-হাসির কাল ফুরালো ;
কবির বাঁশীর রন্ধ্র-মাঝে,
বাষ্প-কাতর ছন্দ বাজে !

৩

ঠক্‌-ঠক্‌ কম্পন, খক্‌ খক্‌ সর্দ্দি,
শাঁই-শাঁই হাঁপকাশ—শীত ঐ আস্‌চে !
হায় মোর চিত্তের সব সুখ গোর দি,
আজ শীত-দৈত্যের কন্‌-কন্‌ শ্বাস যে !

ঐ ছ্যাখ্ চন্দ্র পাণ্ডুর শঙ্কায়,
আজ তার উজ্জ্বল কৈ সেই দীপ্তি ?
ধূম্রের আবছায় ছায় আজ গঙ্গায়,
ঢেউদের বক্ষে ঠাণ্ডার ছিপ্‌টি !

*

উদ্যান-কুঞ্জে নেই প্রেম-বন্দন,
মুখ চুপ ভোম্‌রার ঘুম-ঘুম স্বপ্নেই !
ঝর্‌-ঝর্‌ পল্লব ; অস্ফুট ক্রন্দন
দীন-হীন বৃক্ষের ;—মর্ম্মর রব নেই !

শ্যাম-রূপ লুপ্ত—ভূঁই আজ নগ্ন,
হিম হিম মৃত্যুই দিন-রাত জাগচে !
দক্ষিণ স্তব্ধ,—বীণ তার ভগ্ন,
চক্কর কুঁচ্‌কে সাপ, সেও ভাগচে !

*

দুঃখের মূর্চ্ছায় জোছ্‌নার রাত্রি,
টল্‌-টল্‌ অশ্রু পৃথ্বীর চক্ষে,
ফাল্গুন—বন্ধু ! নন্দন-যাত্রী !
উচ্ছ্বাস-ছন্দে খোল্‌ দ্বার কক্ষে !

বসন্ত

এসেচে, বসন্ত ঐ ধরায় রঙের ঝর্ণা খুলে,
ভেসেচে, আবছায়া সব শীত-কুয়াশার ওড়না তুলে !
আকাশ ঐ, নীল-মাখানো !
বাতাস ঐ, দিল-জাগানো !
বনেতে, শ্যামের খেলা, ফুলের মেলা, স্বপন-ভরা !
মনেতে, হাস্য-রঙিন প্রেমের ফসল বপন-করা !

*

ওরে আয়, মোর দুলালী, আজ আঁধারে কঠিন যাওয়া !
তোরে চায়, চাঁদের আলো, বকুল-মুকুল, দখিন-হাওয়া !
বুকে সই, সাজ রেখনা,
মুখে ওই, লাজ এঁকনা,
সজনী, লজ্জা-সরম ভীরুর ধরম ভুল্‌তে হবে !
রজনী, রূপের নেশায় মধুর ক'রে তুল্‌তে হবে।

*

মরি ও, কোন্ বনেতে শোন্ কাণেতে কোকিল ডাকে,
তোরি ও, মন জাগাতে ভর্‌চে রাতে অখিলটাকে !
ওকি গো, কাঁপচ হেন ?
সখী গো, ভাবচ কেন ?
ললনা, মাস যে ফাগুন, প্রাণ যে আগুন চন্দ্রকরে !
বলনা, কেমন ক'রে চল্‌ব ওরে বন্ধ ঘরে ?

*

পিয়া তোর, চরণ-তলে চাঁদ নাচিয়ে যায় গো নদী !
হিয়া মোর, বুঝবে তবে—প্রাণের বাঁশী গায় গো যদি !
শয়নে, জাগবে, বধূ !
নয়নে রাখবে মধু !
শ্রবণে, মলয়-বাতাস পড়বে মিলন-কাব্য-গাথা !
ভবনে, আজ যাবনা,—যে যা বলুক্, ভাববনা তা !

চাঁদের আলো

আজকে আমার মনের বীণায়
চাঁদের হাসির সুর—
আহা, ছন্দে-পরিপূর !
হাসির সপ্ত-স্বরে গো,
শোনো বিশ্ব ভরে গো,
আকাশ-বাতাস আকুল ক'রে
যায় সে অনেকদূর—
ঢোকে, তারার অন্তঃপুর !

*

নীল-গগনের মহারাজা !
নও তুমি নও চুপ,
কথা, কইচে তোমার রূপ !
ও যার নয়কো কালা কাণ,
সে যে শুনচে তোমার গান,

জোছ্‌না-শিখা জ্বালায় ও তার
চিত্তবেদীর ধূপ,
ওগো, দীপ্তিলোকের ভূপ !

*

মনের গোপন ফুলবাগানে
ঘুমিয়ে ছিল ফুল—
কত জুঁই-বেলা-বকুল !
তোমার আলত পরশে,
তারা জাগল হরষে,
পাপড়ি ছুঁয়ে এলিয়ে পড়ে
আলোর এলোচুল—
দোলে, দোদুল্-দুল্-দুল্ !

*

আলো, আমার আলো, আমার
উজ্জ্বল-মনোহর,—
তুমি বিশ্বকবির বর !
কাঁদি দুখের পাহারায়,
তবু জীবন-সাহারায়
দৃষ্টিপাতে সৃষ্টি কর
দীপ্তি-সরোবর,
ওগো স্বর্গ যাদুকর !

কালোর মাঝে আলোর বাণী
আতুর তুনিয়ায়,
ধীরে স্বপন-গুণী গায়।
ভবে চন্দ্রাবলীতে,
হবে তন্দ্রা দলিতে, *
তুখের বুকে সুখের নূপুর
আয়রে শুনি আয়,—
এমন মোহন পূর্ণিমায়!

বাদলের বেদনা

মন যে কেমন করে ওগো,
মন যে কেমন করে!
বৃষ্টি-মাখা ভিজে বাতাস
ঢুক্‌চে আমার ঘরে,—
আমার মন যে কেমন করে!
ভিজে বাতাস্, ভিজে বাতাস!
কোন্ দরদে প্রাণকে মাতাস্,
তোর বন-দোলানো কাজ-ভোলানো
মেঘ-রাগিণীর স্বরে,
আমার মন যে কেমন করে!

মেঘেরা সব কাহার চিতার
ভস্ম গায়ে মাখে,
আকাশের ঐ নীলকমলে
আড়ালেতে ঢাকে।
যে দিকে চাই ঝাপসা যে চোখ,
গাঁয়ের পথে নেই কোন লোক,
চিলুর আলো জ্ব'লে নেবে
বাঁকা নদীর চরে,
আমার মন যে কেমন করে!

*

সাঁঝের আঁধার জমাট্ হয়ে
উঠল তিলে তিলে,
হাঁসের সারি, বকেরা আর
নেইকো ঝিলে-বিলে।
ক্ষেতের জলে, ধানে শীষে,
একসা হয়ে গেছে মিশে,
গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে
কাঁদ্‌চে কাহার তরে,
আমার মন যে কেমন করে!

*

তাদের কথা ভাবচি কেবল
পালিয়ে গেছে যারা,

এখান থেকে নিয়ে ছুটি
কোথায় হোলো হারা!
একলা ঘরে ব'সে আজি,
দেখচি খুলে স্মৃতির সাজি,
নিঃশ্বাসেতে বুকের তলা
উঠচে ভ'রে ভ'রে,
আমার মন যে কেমন করে!

বিনিময়

শেষ-বেলার এই লাল আলোতে প্রাণরে আমার প্রাণ
কী গাহিবি গান?
কোন্ পূরবীর, কোন্ ইমনে তুল্‌বি তরল তান?
ছুঁড়বি সুরের বাণ?
সন্ধ্যা-তারার সুদূর বাঁশীর রন্ধ্র ভরবি কি?
কুন্দফুলের গন্ধ-ব্যথার ছন্দ ধর্‌বি কি?

*

ইঙ্গিতে কার গাছের ফাঁকে ফুট্‌ল চাঁদের মুখ—
সোনাতে টুকটুক্।
ঘোম্‌টা যেন খুল্‌বে গো কার, ভাব্‌চে পাগল বুক—
উল্লাসে ধুক্‌পুক্!

যেম্‌নি তোমার চোখদুটিকে দেখ্‌তে পাবে গো,
চন্দ্র-দীপের জোস্না-শিখা উস্‌কে যাবে গো!

*

জানো বধূ, তোমার তরেই আমার যত সুর—
পুলক-পরিপূর?
বাউল হয়ে পেরিয়ে সে যায় মেঘের অন্তপুর,
—আরো অনেক দূর!
ক্লান্ত হয়ে ফেরে যখন, জড়ায় পা-দুটি—
মন-ধরা ঐ আল্‌তা-পরা মোহন ফাঁদ উটি—

*

শোনো সখি, গাইব আমি গলিয়ে উতল মন,
দুলিয়ে সবুজ বন!
আমার গানের বিনিময়ে তোমার অধর পণ,
ঐ সাতটি রাজার ধন!
নিঝুম রাতে থামিয়ে দিয়ে আমার বাঁরোয়া—
তোমার পাশে বস্‌ব, মাথায় আলোর চাঁদোয়া!

গান-হারা

ফাল্গুনে আজ পড়চে তরল গান ঝরি,
মনে সাধ যায়, নতুন দিনের তান ধরি!
গাইতে গিয়ে গান না আসে,
হায়রে কেবল কান্না ভাসে,

বংশীর সব রন্ধ্রগুলি বন্ধ ভাই !
নাই স্থর তার, নাই রাগিণী, ছন্দ নাই !

*

হায় সজনী, মোর দখিণা যায় বিফল,
নয়নদুটি অশ্রুজলে হিম-শীতল।
রুদ্ধ-গীতের বেদন লেগে
চিত্তে ওঠে তুফান জেগে—
কেমন ক'রে তোমায় বল স্থর শোনাই ?
ভাষা নেই মোর, নেই গো গানের মূর্চ্ছনাই !

*

বাজিয়ে নূপুর ঐ মাধবীর যাত্রা শোন্ !
মন, তুই স্থধু চুপ ক'রে তার মাত্রা গোণ !
বোবার স্বপন বোবার বুকে,
লুকিয়ে থাকে ব্যাকুল দুখে,
ফাল্গুনেরি তাল গুণে সে কাল কাটায়,
স্বরলিপির আঁক্ কাটে না হাল-খাতায়।

*

থাক্ বাঁশরী, মনের মাঝে ঘুমিয়ে থাক্,
ধীর দখিণার ঝরা-স্থর তুই জমিয়ে রাখ্ !
হয়তো শীতের শিশিরগুলি,
ভিজিয়ে দেবে রন্ধ্র খুলি—
ধরিস্ তখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় তপ্ত গান,
তৃপ্ত হবে ব্যর্থ যত আর্ত্ত প্রাণ !

বসন্ত-বিদায়

হায় মাধবী, চল্‌লি কোথায় কোন্ দূরে ?
শ্যাম-কাননের মূর্চ্ছনায়,
শেষ-বিদায়ের সুর শোনায়,
বন্ধু আমার, তোর তরে যে মন ঝুরে !

*

কিরণ-বাঁশী শুন্‌চে শুয়ে আজ ধরা !
মঞ্জু আজও কুঞ্জবন,
পুঞ্জ-অলির গুঞ্জরণ,—
বল্‌চে শোনো—'ঘুম ভেঙে সব সাজ্ ত্বরা' !

*

যৌবনে মোর আজও রঙিন ফুল ফোটে,
আজও সখীর চোক দুটি,
আন্‌চে পরী-লোক লুটি,
শুকোয়-নি তার আজও তাজা গুল্ ঠোঁটে !

*

আজও কোকিল যায়-নি ভুলে গান-ধরা !
নীল-গগনের জোছ্‌নাতে,
নয়ন-চকোর রোজ্ মাতে,
দখিন হাওয়া হয়-নি আজও প্রাণ মরা !

এম্‌নি ক'রে চিত্তে কি ভাই বাজ হানে ?
বাসন্তী লো, সুন্দরী !
স্বপন-বাগের মুঞ্জরী !
ধর্‌লি বেহাগ আজ সকালের মাঝখানে !

তোর বিরহে পুষ্প হাসি দেখ্ হারায় !
রুদ্র-ভেরী বৈশাখে,
ভৈরবেতে ঐ হাঁকে !
যন্ত্রী কাঁদে, তন্ত্রী ছেঁড়ে একতারায় !

ইষ্টদেবী

আয় কবিতা, প্রাণের সাথী, ফুলের মালা দুলিয়ে আয়,
আয়রে আমার হাসির পাখী, ধরার ধুলো ভুলিয়ে আয় !
বাজুক্ তোমার ছন্দ-নূপুর, সন্ধ্যা-রাতি, সকাল-দুপুর,
সাম্‌নে আমার রূপ-স্বরগের বন্ধ দুয়ার খুলিয়ে আয়,
পুলক-দোলা দুলিয়ে আয়।

আল্‌সে-কুঁড়ের খাম্‌খেয়ালে তোর সাথে মোর পরিচয়,
লক্ষ্মী-প্যাচার ডাক্ শুনিনি, চিত্ত তবু গরিব নয় !
ছেঁড়া কাঁথায় সোণার স্বপন, তোর প্রসাদে করচি বপন,

কাঙালে ভাই কর্‌লি রাজা, কুবের-পুরী তার আলয়—
ভাগ্যে হোলো পরিচয়!

*

সওদাগরির ধার ধারি না, রাজপথেরও নই পথিক,
পয়সা-টাকার কর্‌তে হিসেব যায় যে হয়ে সব বেঠিক!
ছুখের খোঁটা ঢের সয়েচি, সবাই জানে ভূত হয়েচি,
রইব তবু জড়িয়ে তোমায়, যতই লোকে বল্‌বে ধিক্,
সোজা-পথের নই পথিক!

*

প্রেম তো আমার নয়কো তরল, মন জানে তা প্রাণ জানে,
বিশ্বলোকের দৃশ্যপটে মূর্ত্তি তোমার সব্‌খানে।
মরুতে তুই শ্যামল আশা, বোবার মুখে তুই যে ভাষা,
ঝঞ্ঝামাঝে কাব্যগীতি উঠ্‌চে ফুটে তোর গানে,
কেউ না জানুক্, প্রাণ জানে।

* * *

দখিন হাওয়ার গন্ধভরা মধুর মধুর শ্বাস যে তোর,
পাপ্‌ড়ি-ঠোঁটে জোছ্‌না-হাসি ছায় সরিয়ে অমার ঘোর।
উষার আলোয় নয়ন অমল, চরণ ছুটি জ্যান্ত কমল,
ঐ প্রতিমার সাধন ক'রে দুঃখ-শোকে দিচ্চি গোর—
গোলাম হয়ে রই বিভোর।

রাত-জাগা

হায়গো সখি, এমন রাতে
ঘুমিওনা গো, ঘুমিও না!
কোনমতেই চোখ বোঁজা নয়—
আমিও না গো, তুমিও না!
তোমার দুটি চপল আঁখি,
ঘুমিয়ে বুঝি দেবে ফাঁকি?
ওজর-টোজর মিথ্যে তোলা!
আমায় তুমি ভুলিও না!
—ঘুমিওনা গো, ঘুমিওনা!

*

ধরণী আজ অবাক হয়ে
চন্দ্রালোকের মন্তরে,
দখিন হাওয়ায় ঝর্‌চে কুসুম
নিস্থত্ রাতের অন্তরে।
গাইছে কোকিল কবির মত,
কানন আঁকা ছবির মত,
আড়াল থেকে বাজ্‌চে নদীর
অশ্রুজল যন্ত্র রে।
—চন্দ্রালোকের মন্তরে!

*

ঘুমোলে আজ ঠকৃতে হবে,
তাই তো আঁখি ঢুল্‌চে না,
তাই তো তোমার কণ্ঠ-ঘেরা
এই বাহুপাশ খুল্‌চে না!
জোছ্‌না-ঝরা মাঠের 'পরে,
রূপকথা যে মূর্ত্তি ধরে!
—ওকি! দেখি, অভিমানে
ঠোঁটদুটি তো ফুল্‌চে না?
—আমার আঁখি ঢুলচে না!

*

চোখে চোখে চোখ মিলিয়ে
নীরব কথা কইব গো!
যতই চটো, যতই কাঁদো—
মুখটি বুঁজে সইব গো!
কবির সাথে হ'লে বিয়ে,
এমন বিপদ হবেই প্রিয়ে!
ফুট্‌লে গোলাপ, হাস্‌লে শশী,-
জেগেই মোরা রইব গো!
—নীরব কথা কইব গো!

যাত্রা

দখিন হাওয়ার ঘূর্ণি-পাকে,
মুখ থেকে সই, ঘোম্‌টা যদি খ'সেই থাকে,
খসুক্‌ না !
দিন ভেবে ঐ পূর্ণিমাকে—
একটি অলি মুখে যদি ব'সেই থাকে,
বসুক্‌ না !
আমার চোখে তোমার চোখে,
মিল্‌লে কি আর বল্‌বে লোকে ?
প্রেম-মধুতে চিত্ত যদি র'সেই থাকে,
রসুক্‌ না !
ঘোম্‌টা যদি খ'সেই থাকে খসুক্‌ না !

*

নীল আকাশের রঙ্গালয়ে,
মেঘ-নিঝরে ঝর্‌চে যত চন্দ্রালোকের
বিন্দুরা ;
যায় গো উতল গঙ্গা ব'য়ে—
জোর-জোয়ারে তটের তলে ভাঙ্‌চে কত
ইন্দুরা !
চলল তরী আপনি ভেসে,
স্বপ্নে-দেখা অচিন দেশে,

তীরের পথিক গাইচে কোথায় তন্দ্রা-লোকের
সিন্ধুড়া,
ঝর্‌চে মেঘে চন্দ্রালোকের বিন্দুরা।

*

বজ্র যদি খড়্গ হানে,
জাগিয়ে তোলে ঝড়-তুফানে,—ভেসেই তরী
চলুক গো!
যাচ্চি প্রেমের স্বর্গ-পানে,—
হৃদয় আজি বাচাল হ'য়ে, যা-খুসি তার
বলুক্ গো!
তুমি যখন বুকের কাছে,
আর কি আমার ভাব্‌না আছে!
তোমার দুটি নয়ন-তারা সাম্‌নে আমার
জ্বলুক্ গো!
ভাস্‌ল যদি, ভেসেই তরী চলুক্ গো!

সাঁওতালী গান

("সারা দিন সারা রাতি বাজালেরে মাদাড়িও,
এখোন বোলে যাব—যাব।")

আজ সারা-খন বাজিয়ে মাদল, নাচিয়ে বাদল,
এখন বুঝি পালিয়ে যাবে?

কয়লা-কালো মেঘের মতন, আমারো মন,
হায়গো সখা, কালিয়ে যাবে ?
আমার পায়ে ঘুঙুর মাতে,
মাদল বাজে তোমার হাতে,
দ্রিম্‌কি-দ্রিমির ঝিন্‌কি-ঝিনির, শব্দে নিশির,
হৃদয় ওগো—হৃদয় দোলে !
এখন তুমি ঘর যেতে চাও, মনকে কাঁদাও,
—এতই কি ভাই নিদয় হ'লে ?

*

কোন্ মহুয়া বনের মাথায়, পাতায় পাতায়,
দেয়ার কাঁপন লাগলে পরে,
এই যে আমার মন উদাসী, যায় উছাসি,—
রাখবে কে তায় আগ্‌লে ঘরে !
ময়ূর যখন তুল্‌বে কেকা,
জলদ-তালের আড়াঠেকা,—
একটুখানি দিনের আলো, মেখে কালো,
মিলিয়ে যাবে সন্ধ্যা-তলে,
রইব আমি একলা ঘরে, কেমন ক'রে,
বুকের গীতি বন্ধ্যা হ'লে ?

*

মুছ্‌বে যখন মেঘের ছবি, উঠবে রবি
শরৎ-হাওয়ার মিষ্টি ভোরে ;—

রাতের চুলে তারার ফুলে, লহর তুলে
পড়বে আলোর বিষ্টি ঝ'রে ;
তখন তোমার মাদল গো হায়,
আমায় ভুলে বাজবে কোথায়,
চুপটি-করা ঘুঙুরগুলি, বাঁধন খুলি,
নীরব শোকে শুন্‌বে সে বোল,—
আস্‌বে কখন্ অমার আঁধার, মন গো আমার
তখন সে-দিন গুণবে কেবল !

আবেদন

তুজনে আজ একলা হলুম ! বনের দোলায় সবুজ দোলে,
একটা-তুটো গানের পাখী আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে !
আল্‌তা-মাখা পায়ের তলায়,
তুর্ব্বাদলের ঘুম ভেঙে যায়,
থাক্‌লে গোপন মনের কথা, আজ্‌কে তুমি আমায় বোলো,
তার আগে ভাই একটি কথা,—ঘোম্‌টা খোলো,ঘোমটা খোলো !

*

নদীর বুকে লুকিয়ে-থাকা জলপরীদের গানের সভা,
তুই তীরে তার ফুলের আসর—জুঁই, চামেলী, পারুল, জবা !
তোমার বুকের অঞ্চলেতে,
বাতাস যে চায় মুর্চ্ছা যেতে,

নই আমিও ভালো মানুষ—এইটুকু সই সম্‌ঝে চোলো,
আর তো আমার সইচেনা তর্ -ঘোম্‌টা খোলো,ঘোমটা খোলো

*

জ্যোৎস্না-রঙে ডুবিয়ে তুলি চন্দ্র কি আজ নক্‌সা করে,
পূর্ণিমা শোন্ বাজায় বীণা মনের ভেতর স্বপ্ন-স্বরে !
হোয়ো না ভাই জ্যান্ত পাষাণ,
অশ্রুজলে প্রেমের ভাসান
আজ দিওনা ! আজ্‌কে খালি চোখের ভাষায় মাতিয়ে তোলো,
ওগো আমার ভালোবাসা !—ঘোম্‌টা খোলো, ঘোমটা খোলো !

পূর্ণিমার সাধ

তমাল বনে চাঁদ উঠেচে, ধানের ক্ষেতে আলো,
কে পরেচে গলায় মালা, কে বেসেচে ভালো !
মনের কথা মূর্ত্তি ধ'রে,
বেরিয়েচে আজ বিশ্ব ভ'রে,
চাঁদের আলোর শিখাতে আজ মনের পিদিম জ্বালো

*

বাজিয়ে বাঁশী বনের পথে কোন্ পথিক ও চলে,
উছ্‌লে ওঠে সুরের রাশি বিভোল হিয়ার তলে !

এই জীবনের খুঁটিনাটি,
মান-অভিমান, কান্নাকাটি
ভাবিস্-নে আজ,—ভরিস্ নে চোখ মিথ্যে নয়ন-জলে !

*

রূপের ছবি বুকটি সখি, আতুড় ক'রে রাখো,
হৃদকমলে আজ্‌কে খালি চাঁদের আলো মাখো !
সাধুরা সব মুদুন আঁখি,
একলা আমি তাকিয়ে থাকি,
নগ্ন-রূপের লগ্ন যে আজ, লজ্জা কোরোনাকো !

চাউনি

নদীর পথে জল্‌কে যেতে আপদ বড় পায়ে পায়ে,
দুষ্ট, ছোঁড়া লুকিয়ে আছে শ্যামল বনের ছায়ে ছায়ে !
দুই চোখে তার চাউনি বাঁকা,
অবাক-হয়ে-তাকিয়ে-থাকা,
তাল-তমালের ভিড় যেখানে মিশিয়ে গেছে গায়ে গায়ে—
বিপদ ভারি পায়ে পায়ে !

*

মুখ ফিরিয়ে কম্‌নে যাব, নয়ন যে তার সঙ্গে চলে,
দিনের শেষে যখন মেঘে কোন্ এয়োতির সিঁদুর জলে !

চাউনি যেন কাতর ব্যথায়
আমার তুটি পায়ে লতায়,—
হোঁচট্ খেয়ে মর্ব কিলো শেষকালে ঐ ঘাটের তলে ?
অবোধ নয়ন সঙ্গে চলে।

*

তেপান্তরের বাতাস বাজায় মেঠো সুরের মিষ্টি বাঁশী,
রাঙা আলোয় নদীর জলে আল্তা-গোলা হাসির রাশি।
কোকিলগুলোর টিট্‌কিরিতে,
সবুজ পাতার গিট্‌কিরিতে,
কে যেন দেয় জড়িয়ে গলায় বিনি-সুতোর সোহাগ-ফাঁশি—
বাতাস বাজায় মেঠো বাঁশী।

সইলো, তোরা বল্‌তে পারিস্, এমন ক'রে তাকায় কেন ?
কেই বা তারে দিব্যি দিলে, বোবার মত রইতে হেন ?
মনের কথা থাক্‌লে বুকে,
বল্‌লে পরেই যায় তো চুকে !
ধুক্‌পুকিয়ে মরিনে আর, হাঁপ ছেড়ে ভাই বাঁচি যেন !
মিথ্যে স্থধুই তাকায় কেন ?

শ্যাম্‌লা মেয়ে

দখিন-পাড়ার শ্যাম্‌লা মেয়ের কাজ্‌লা চোখে দুষ্টু চাওয়া!
বিকেল হ'লে কল্‌সী কাঁকে এই পথে তার নিত্যি যাওয়া!
ভোম্‌রা-পেড়ে আঁচলখানি,
ফের্ত্তা দিয়ে মাজায় টানি,
'মাথা-ঘষা'র গন্ধেতে যায় উস্‌খুসিয়ে দখিন হাওয়া—
দুই চোখে তার দুষ্টু চাওয়া!

*

স্যাঙাত, ও ভাই স্যাঙাত! আমার আঁতের ভেতর হচ্চে কি যে
কেমন ক'রে বুঝিয়ে বলি, বুঝ্‌চি কি ছাই আমিই নিজে!
কলাইশুটি-ক্ষেতের কোণে,
লুকিয়ে থাকি বাব্‌লা বনে,
একদিন তার কান্নাই হ'লে চোখের জলে যাই যে ভিজে,
—আঁতের ভেতর হচ্ছে কি যে!

*

ঢং ক'রে সে যায় চ'লে আর মুচ্‌কে হাসে, কয়না কিছু—
আমি কি ভাই নই মনিষ্যি, আমি কি ভাই এতই নীচু?
কোমর-ভাঙা চলনে তার,
হায় গুঁড়িয়ে বুকটা আমার,
সাধ যায় হায় ধর্ণা দিতে দৌড়ে গিয়ে পিছু-পিছু,
—মুচ্‌কে হাসে, কয়না কিছু!

মলয় বাতাস ফুঁ দিয়ে এই প্রাণের ভেতর আগুন জ্বালায়,
মৌমাছিরা ফুলের ঠোঁটে চুমু খেয়ে উড়ে পালায়!
'বৌ কথা কও' বল্‌চে পাখী,
কাঁদ্‌চে তারও আতুর আঁখি,
হোলীখেলার আবির জমে সূয্যিমামার সোনার থালায়,
—ফাগুন-বাতাস আগুন জ্বালায়।

*

আজকে আমি গাঁথ্‌চি মালা, বুক বেঁধে ভয়-ভাবনা ভুলে।
যা-হয় হবে!—কইব কথা, আস্‌বে যখন নদীর কূলে।
মুখ তুলে তার চোখে চেয়ে
বল্‌ব আমি—"শ্যাম্‌লা মেয়ে!
মোর মালাটি নেবে কি ভাই, রাখ্‌বে তোমার খোঁপায় তুলে?"
—গাঁথ্‌চি মালা বনের ফুলে।

ডাক্

বনের ভেতর মাদল বাজায় কে?
মনেতে মোর মন-ময়ূরীর
মন যে নাচায় রে!
টল্‌চে বাউল তালের মাথা,
দুল্‌চে মউল-শালের পাতা,

আজ্‌কে আঁখি,
উড়োন-পাখী
রয়না খাঁচায় যে!
ও-ভাই, মাদল বাজায় কে?

*

ঐ শোনো গো, বাঁশের বাঁশরী!
এই অবেলায় বস্‌ল বুঝি
রাসের আসরই!
সুর-ভরা ঐ অলস রসে,
কাঁখ-জোড়া এই কলস খসে,
জল্‌কে যাওয়া,
ঘর্‌কে চাওয়া,
সব যে পাসরি!
ডাকে, বাঁশের বাঁশরী!

পায়ের ঘুঙুর আন্‌ গো, তোরা আন্‌!
বুকের তলায় ছায় যে সাড়া
প্রাণ গো, আকুল প্রাণ!
ফুল্‌কো ফুলের গন্ধ-মালায়,
সাজিয়ে দে মোর অঙ্গ-ডালায়,
নাম ধ'রে শোন্‌,
ডাক্‌চে পীতম,

গাইচে ওকি গান—

নূপুর আন্ গো সখি, আন্ !

*

পর্‌ব আমি, পর্‌ব নাচের সাজ

বুনো বঁধুর ডাক্ শুনেচি,

রইল ঘরের কাজ !

লুকিয়ে কোথায় বংশীধারী,

চাইচে প্রাণের অংশীদারি,

সুরের ধারায়

চিত্ত হারায়,

পালিয়ে যে যায় লাজ !

আমি পরব নাচের সাজ !

নারী

নারী কেমন,—শুন্‌বে তুমি ?

—মন্ত্র-পড়া কুহক-মায়া !

নন্দনেরি পূর্ব্ব-স্বোয়াদ !

মূর্ত্ত যেন নরক-ছায়া !

নেইকো এমন মধুর আশীষ,

নেইকো এমন অভিশাপও,—
নেইকো এমন পুণ্য-জ্যোতি,
নেইকো এমন ঘৃণ্য পাপও !

*

এক হাতে তার কমল-কলি,
আর এক হাতে মাকাল রাঙা,
একদিকে তার সৃষ্টি তরুণ,
আর-একদিকে কেবল ভাঙা !
পুলকে তার কবির স্বপন,
কোপেতে কি ঝঞ্ঝা ছোটে,
সোহাগে তার স্বর্গে ওঠায়,
ঘৃণাতে সব পঙ্কে লোটে ।

*

দাস্তে নরম মাটির মতন,
বিদ্রোহেতে বন্যা-হেন,
কারুণ্যে সে ভরা নদী,
নিষ্ঠুরতায় পাথর যেন ।
আঁখিতে তার ভোরের আলো,
অলকে তার রাতের কারা,
হাস্যেতে তার জ্যোৎস্না জাগে,
অশ্রুতে তার বাদল-ধারা ।

নিশ্বাসে বয় ফুলেল বাতাস,
চিত্ত হা-হা মরুভূমি,
শিয়রে তার অসীম আকাশ,
চরণ আছে পাতাল চুমি।
ঘরেতে মন কয়েদ যখন,
নয়ন তখন বাইরে আসে,
মুখে যখন আশার বাণী,
বুক যে ফাটে দীর্ঘশ্বাসে।

*

পদ্য খানিক্, গদ্য খানিক্,—
কি বিচিত্র তুমি নারী!
সংসারেতে ধরাও আগুন,
ফিরেই ঢালো স্নিগ্ধ বারি;
মিষ্টি-তেঁতো, পাষাণ-মাখন,
রৌদ্র-ছায়া একসা ক'রে,
বিশ্ব-কারু গড়্‌লে তোমায়,
পাঠিয়ে দিলে নরের ঘরে।

*

রূপ-সায়রে ভাসিয়ে তরী,
পাচ্ছিনাকো হালে পানী,
সারা-জীবন দেখেও তোমায়,
গোলকধাঁধাই ব'লে জানি।

হও মানবী, হও দানবী,
হও সরলা, হও হেঁয়ালি,—
তবু তোমায় বাস্‌ব ভালো,
আমরা পুরুষ প্রেম-খেয়ালি !

*

আমরা তোমার প্রেম-খেয়ালি,
বাস্‌তে ভালো এসেচি গো,
বাস্‌তে ভালো ভালোবাসি,
তাইতো ভালো বেসেচি গো !
আনো তুমি চিতার দাহ,
আনো শান্তিজলের ঝরা,
কান্না-হাসির দোদুল দোলায়
দাও দুলিয়ে নিখিল ধরা ।

রিক্সার গান

(রিক্সাওয়ালার ঘণ্টাধ্বনি-ছন্দে)

বাবুদের আদরের রাজধানী কল্‌কাতা,
ধূলো আর কাদাতে আছে তার কোল পাতা
ছোটে ঐ ঘোড়গাড়ী, ধোঁয়া-ভরা টাক্সি—
গরিবের প্রাণ-কাড়া তেড়ে-ধরা আঁক্‌সী !

কোন পথ খুব সোজা, নাহি তার সীমানা,
কোন পথ বাঁকা সাপ, পাওয়া ভার ঠিকানা।
কোন পথ তেল-ঢালা, গাড়ী ছোটে হড়্কে,
কোথাও বা ঢিল-খোয়া কাটে চোটে গোড়্কে।
তার মাঝে আমি যাই—খেটে খেটে মুখ চুণ—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুণু-ঠুনু ঠুন্ ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

*

ঠিক ভরা তুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে রদ্দুর,—
জান্ গেল—বাবুগো! আরো যাব কদ্দুর?
আকাশেতে আংরা, বাতাসেতে ফিন্‌কি—
তাতা পথ লাল চাটু—ভাজা চলে নিম্‌কি!
দেখ, পায়ে ফোস্কা, ঘামে গা স্যাঁৎসেতে,
আর যে গো পারি না, গতর যে ন্যাৎনেতে!
তেষ্টাতে ফাটে আঁৎ—বুকে জ্বলে হল্‌কা,
কাছে মোর কেহ নাই, মুখে বলে—জল খা'!
রোদ পুড়ে দেহ কাঠ, মাথা মোর পাকা ঝুন্—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

*

যাই বাবু, যাই বাবু—কেন আর তাড়া দাও—
নই আমি গরু-মোষ, যতই গো তাড়া দাও।

ভুলোনা, চড়েচ মানুষের ঘাড়েতে,
বে-দমে ছোটা দায় এই ভাঙা হাড়েতে,
আমারো প্রাণ আছে তোমারি মত হায়,
দুঃখেতে ঝরে লোর, সন্দেহ নাহি তায়।
কত পাপ করেচি ও-জন্মে কে-জানে,
গোলামের গোলামী করি তাই এখানে।
কেন মা, মারো-নি আঁতুড়ে দিয়ে নুন?—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুণু-ঠুনু ঠুন্ ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

*

এল মোটে চিৎপুর—যেতে হবে হাওড়া,
ছুটি আর মনে হয়—মেয়ে সবে মা-ওড়া!
কখন্ বা খাবে সে, বেজে গেল একটা,
উপায় তো নেই কিছু—খালি যে গো ট্যাঁকটা!
বাবুকে নামিয়ে পাব ঠিক ছ'আনা,
দানা-পানি তারপর, আর কারে বওয়া না!
আরেকটু কাঁদ্ বাছা—বাবা তোর যাবে ঘর,
হেথা নেই দরদী, এরা যে রে সব পর!
পিঠ ছেড়ে নাম্‌বে না, ছুটে যদি হই খুন—
রুণু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্, রুনু-ঠুনু ঠুন্-ঠুন্—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্!

এখানেও হাসে চাঁদ, জোছনারি রাত্রি !
ময়দানে যেতে চায় খুসি-ভারি যাত্রী !
মাঠ-ভরা চাঁদিনী—স্বরগের দেয়ালী—
পিঠে মোর ছাড়ে তান মরতের খেয়ালী !
আসে গো দখিনা, মুখে পড়ে হুস্‌হুস্‌,
খিল-খোলা দিল ওরে সুখে করে উস্‌খুস্‌ !
ফাগুনীর জাগে গান, আপনি ফোটে ফুল,
যখ্‌নি চাগে প্রাণ, তখনি ছোটে ভুল !
হায় আমি হীন মুটে, কল্‌জেতে ধরা ঘুণ্‌—
রুণু-ঠুনু ঠুন্‌ ঠুন্‌, রুণু-ঠুনু ঠুন্‌-ঠুন্‌—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্‌ !

*

আমাদের প্রাণ কিরে, একেবারে ফ্যাল্‌না,
কাঙাল সে বুঝি গো খেলাঘরে খ্যালনা ?
সবে কয়, দয়াময় ভগবান—ভগবান !
তাই বুঝি গরীবের ছাতি কর খান্‌-খান্‌ ?
অপরাধ, টাকা নেই—তাই ব'লে 'দয়াময়' !
কুবেরের বুটজুতো পৃষ্ঠে কি এত সয় ?
ধনীরই ভাঁড় ভরো মোসাহেব-রূপে হে !
তাই কেহ সওয়ারী—কেউ ঘোড়া দু-পেয়ে !
হুঁসিয়ার ! ডাইনে যা' ! ঘণ্টা বাজে ঐ শুন্‌—
রুণু-ঠুনু ঠুন্‌-ঠুন্‌, রুণু ঠুনু ঠুন্‌-ঠুন্‌—
কখনো ঢিমে-তাল, কখনো বা তাল দুন্‌ !

রাত্রির ধ্বনি

(খণ্ডগিরির ডাক-বাংলোয়—ঘোর দুর্য্যোগে)

ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্-ঝিম্, ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্-ঝিম্ !
থম্-থম্ ছম্-ছম্, পিদ্দিম টিম্-টিম্ !
উস্‌খুস্ চিত্ত—ধুক্‌পুক্-ধুক্‌পুক্ !
যক্ষ্মার লাল চোখ—থক্‌থক্ খুক্‌খুক্ !
আর সব ছাঁৎ-ছাঁৎ, স্যাঁৎ-স্যাঁৎ, হিম-হিম,
ঢাক্ মুখ, বোঁজ্ চোখ— ঝিম্-ঝিম্ ঝিম্-ঝিম্ !

চুপ চুপ ! ঐ শোন্—রম্-ঝম্ রম্-ঝম্ !
ঝঞ্ঝার ঝন্-ঝন্,—চার্‌ধার্ গম্-গম্ !



বাদ্‌লার ঝুপ সী—ঝর্-ঝর্ ঝুপ-ঝুপ !
চক্ষে ঘুম-ঘুম—বক্ষের তাল থুব !
ঝুন্-ঝুন্-ঝুম্-ঝুম্, ঝিল্লীর ঝুম্‌ঝুম্ !
বিজ্‌লী ঝিক্‌মিক্ ! অগ্নির কুঙ্কুম !
জল খায় ঘোর রাত্—চক্-চক্ সুপ্ সুপ্ !
সিক্ত পৃথ্বী—ঝর্‌ঝর্, ঝুপ্ ঝুপ্ !

চুপ্ চুপ্ ! ঐ শোন্—রম্‌ঝম্ রম্‌ঝম্ !
ঝঞ্ঝার ঝন্-ঝন্—চারধার গম্‌গম্ !

হুদ্দাড় ভাঙে দ্বার—ঝড় দেয় ঝাপ্‌টা !
বাঁশ-ডাল টল্‌টল্—ফোঁশ্ ফোঁশ্ সাপ টা !
লট্‌পট্ প্যাঁচার, ঝট্‌পট্ বাদুড়,
চীৎকার ঐ কার—শব হয় আদুড় !
তছ্‌নছ্ সব গাছ ! স্তম্ভিত্ রাত্‌টা !
উদ্দাম ধুম্‌ধাম্—ঝড় দেয় ঝাপ্‌টা !

চুপ্ চুপ্ ! ঐ শোন্—রম্‌ঝম্ রম্‌ঝম্ !
ঝঙ্কার ঝন্ ঝন্—চারধার গম্‌গম্ !

*

কিচ্‌কিচ্ পিক সব—বন্যার কল্-কল্ !
অট্ট হাস্‌চে ভূত-প্রেত খল্‌খল্ !
হত্যার হৈ-হৈ, হুল্লোড়, হাড়-তাল,
দাউ-দাউ চিল্লু ! আন্ মাস্—ঝাড়্ ছাল্ !
কুক্কুর ঘেউ-ঘেউ—ব্যাঘ্রের দলবল—
ঝর্ণার ঝর্ঝর—বন্যার কল্-কল্ !

চুপ চুপ্ ! ঐ শোন্—রম্‌ঝম্ রম্‌ঝম্ !
ঝঙ্কার ঝন্‌ঝন্—চার্‌ধার গম্‌গম্ !

*

বিছনায় আইঢাই—জান্ যায়, জান্ যায় !
ক্রন্দন হায় হায়—আন্ধার-আবছায় !

ভয়-ভয় সব দিক, এই দিক, ওই দিক—
কে ধায়, কে চায়, কে গায়, নেই ঠিক !
কৈ চাঁদ - কৈ, কৈ,—আয় ভোর, আয় আয়
প্রাণটা হিম্‌সিম্‌– জান্‌ যায়, জান্‌ যায় !

চুপ্‌ চুপ ! ঐ শোন্‌—রম্‌ঝম্‌ রম্‌ঝম্‌ !
ঝঙ্কার ঝন্‌-ঝন্‌—চারধার গম্‌গম্‌ !

? ? ?

কারা টিকির সঙিন্‌ উঁচিয়ে সোজা কর্‌চে বচন-যুদ্ধ ঘোর ?
কাদের কালো-পৈতের গন্ধেতে নাক কর্‌তে হয় গো রুদ্ধ মোর ?
কাদের ওপর-হাতে ভূতের কবচ, গলায় সোনার আম্‌ড়াটি ?
কারা আর্য্য ব'লে লম্ফ মারে ধূম্র হ'লেও চাম্‌ড়াটি ?
কারা বাক্যে বলে—"জগৎ মায়া, হওহে পরমহংস-বর !"
কিন্তু কার্য্যে করে রাত্রি-দিবা বৃদ্ধি কেবল বংশধর ?

তাদের নামের কথায় কাজ কি বাপু, শেষটা হবে মানহানি ?
তবে বাংলাদেশেই সাকিন তাদের,—নয় বিলাতের আমদানি !

*

কাদের কালা-পানির লাগলে ছিটে গোবর-পানাই পানীয় ?
কারা টিক্‌টিকি আর হাঁচির ছড়ায় বলে "শাস্ত্র-বাণী ও" ?

কারা   গরুর মূত্র খেয়ে রে বাপ, ল্যাজ ধ'রে তার স্বর্গ যায় ?
এবং   জড়কে দিয়ে ফুলের মালা, জীবকে মারে খড়্গ ঘায় ?
কাদের   গুপ্তগৃহে হচ্ছে জবাই "পক্ষী" ধ'রে কঁ্যাক্-ক'রে—
কিন্তু   প্রকাশ্যেতে করলে তাহা, অম্‌নি বাবা একঘরে !

তাদের   নামের কথায় কাজ কি বাপু, শেষটা হবে মানহানি ?
তবে   বাংলাদেশেই সাকিন তাদের,—নয় বিলাতের আমদানি !

*

কারা   আপিস-ঘরে কেঁচোর মতন, নেপোলিয়ন অন্দরে ?
কাদের   ধর্ম্মমতে পত্নী কেবল পুত্র-বিয়ন-যন্ত্র রে ?
কারা   অন্তঃপুরে মদ্দা মশার পড়লে ছায়া মূর্চ্ছ যায় ?
কারা   নারীর হাতে দেখলে পুঁথি, ঐক্যতানে কুচ্ছ গায় ?
কারা   কল্পনাতে বান্দা ব'নে বন্দে নারীর প্রতিমায়—
কিন্তু   জ্যান্তে তাঁরে দলন ক'রে নির্যাতনে ব্রতী হায় !

তাদের   নামের কথায় কাজ কি বাপু, শেষটা হবে মানহানি ?
তবে   বাংলাদেশেই সাকিন তাদের,— নয় বিলাতের আমদানি !

*

কারা   এমন ভাষায় স্তোত্র রচে অর্থ যাহার জানেই না ?
কারা   দেশের বাইরে জগৎ আছে, এমন কথাও মানেই না ?
কারা   জন্মপাপীর গলায় সুতো দেখ্‌লে করে নমস্কার ?
কারা   জীর্ণ-পচার ভক্ত হয়ে চায়না তাজা সংস্কার ?
কাদের   পাচ্ছে পূজো চিড়িয়াখানার ভূচর-খেচর ইত্যাদি ?
এবং   দেবাঙ্গনে বারাঙ্গনা রঙ্গে করে নৃত্যাদি ?

তাদের নামের কথায় কাজ কি বাপু, শেষটা হবে মানহানি ?
তবে বাংলাদেশেই সাকিন তাদের,—নয় বিলাতের আমদানি !



কারা বিষ্ঠা-মলিন গঙ্গাজলেও ভাবচে অমল পবিত্র ?
কারা সত্তরেতেও ভার্য্যা এনে জ্যান্ত রাখে চরিত্র ?
কাদের হেঁসেল-ঘরেও কুকুর-বেড়াল বেড়ায় ঘুমায় সর্ব্বদাই—
কিন্তু নিম্নজাতির নরের ছায়া ছুঁলেও গর্ব্ব খর্ব্ব, ভাই !
কারা জাল-দলিলে চালিয়ে দিতে মান্‌চে মানত মন্দিরে ?
কারা লক্ষ পাপেও তীর্থে ম'রে নয় নরকের বন্দী রে ?

তাদের নামের কথায় কাজ কি বাপু, শেষটা হবে মানহানি ?
তবে বাংলাদেশেই সাকিন তাদের,—নয় বিলাতের আম্‌দানি !



কাদের মাতালগুলো শাক্ত হয়ে শক্তি-পূজার অগ্রণী ?
এবং নেশার রাজা শৈব সাজা গাঁজাখোরের লক্ষণই ?
কাদের বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণবী পায় মাত্র ফেলে পাঁচশিকা ?
কাদের 'সব-ছাড়া' ঐ 'সন্ন্যাসে'তেও সওদাগরীর আঁচ লিখা ?
কাদের গুণ-কথনে হাঁপিয়ে যাবেন বৃদ্ধ ব্যাস আর বাল্মীকি—
তাদের নামটা ক'রে নাশব শেষে ইহ-পরকালটি কি ?

তাদের নামের কথায় কাজ কি বাপু, শেষটা হবে মানহানি ?
তবে বাংলাদেশেই সাকিন তাদের,—নয় বিলাতের আম্‌দানি !



শ্রীশ্রীপৈতাকথামৃত

হে উপবীত, প্রণাম করি, অথ তোমার কথা স্বরু,
আমরা তোমার দাম্‌ড়া চ্যালা, পৈতে, তুমি মোদের গুরু!
লেপ্টে আছ কণ্ঠে তুমি, তাইতো মোদের মান্‌চে জগৎ,
চাটুতে চরণ খাচ্চে আছাড়, দক্ষিণাটাও আন্‌চে নগৎ!
বিদ্যেটি যার হয় না সাকার মার্‌লে পেটে বৃহৎ বোমা,
তাদের তুমি দাও তরিয়ে, দেখলে বল্‌তে হয় যে—ওমা!

পইতে, তোমার কইতে কথা, ঐযে চোখে বইচে বারি,
হে সনাতন, তোমার পতন রইতে জীবন সইতে নারি।

*

গলায় তোমায় জড়িয়ে যত জাত-উড়িয়া হাঁড়ী-মুচি,
বাংলাদেশে বামুন সেজে রান্না চড়ায় হয়ে শুচী।
দুষ্ট যদি রুষ্ট হয়ে কর্‌তে আসে জুতো-পেটা,
পৈতে তখন কর্‌লে জাহির, সাম্‌লাবে তার গুঁতো কেটা?
ক'গাছা এই সূতোর ডগায় ঝুল্‌চে হিঁদুর ধর্ম্মটি হে!
নব্যগুলো বুঝতে নারে তবু তোমার মর্ম্মটি হে!

পইতে, তোমার কইতে কথা, ঐযে চোখে বইচে বারি,
হে সনাতন, তোমার পতন রইতে জীবন সইতে নারি!

*

রামবিহঙ্গ জবাই ক'রে, ঝোলে যে তার মার্‌চি চুমুক,
স্থানবিশেষে যাচ্চি এবং মস্ত-নদে হচ্ছি শুশুক,

পিরু-মিয়ার আস্তানাতে খাচ্চি কাবাব দিনে-রাতে,
গো-ত্বক দিয়ে তৈরি কলের জলেতেও যে যায় না জাত এ,
সে-সব খালি তোমার গুণেই, ভাগ্যে তুমি গলার মালা,
ধর্ম্ম তো তাই থাকবে গোটা, এড়িয়ে যাব নরক-জ্বালা!

পইতে, তোমার কইতে কথা, ঐযে চোখে বইচে বারি,
হে সনাতন, তোমার পতন রইতে জীবন সইতে নারি!
*
মূল্য তোমার নয় অতুল্য, নওকো তুমি পান্না-মাণিক,
সৃষ্টি তোমার মাত্র নিয়ে লাটাই থেকে সূত্র খানিক।
ঘর্ম্মে তুমি কৃষ্ণ হ'লেও যাওনা বাবা ধোপার বাড়ী,
পস্তাতে হয় সস্তা ব'লে বন্ধু যখন তোমায় ছাড়ি।
তাইত দেখি লভ্‌তে তোমায় সব জাতেতেই মাতামাতি,
অশূদ্র হয় ক্ষুদ্ররা সব তোমার কৃপায় রাতারাতি।

পইতে, তোমার কইতে কথা, ঐযে চোখে বইচে বারি,
হে সনাতন, তোমার পতন রইতে জীবন সইতে নারি!
*
দেখিয়ে তোমায় ভিক্ষে মাগি লক্ষ্মীবাহন ধনীর ধামে,
দেখিয়ে তোমায় পায়ের ধুলো ছড়াই জোরে ডাইনে-বামে!
দেখিয়ে তোমায় আদায় করি বোকার ছানা-রাব্‌ড়ী যত,
দেখিয়ে তোমায় দিচ্চি সবে নির্ভয়েতে দাব্‌ড়ী কত!
দেখিয়ে তোমায় বামন হলেও বামুন মোরা উচ্চে উঠি,
দেখিয়ে তোমায় মর্ত্ত্য-মাঝেই ধিন্‌তা নেচে স্বর্গ লুঠি!

পইতে, তোমার কইতে কথা, ঐযে চোখে বইচে বারি,
হে সনাতন, তোমার পতন রইতে জীবন সইতে নারি !

*

শ্যামের বাঁশী উই খেয়েচে, উর্ব্বশী আর উড়্‌চেনাকো,
নারদমুনির ঢেঁকি গেছে, সুদর্শন আর ঘুরচেনাকো,
দুর্য্যোধনের উরু গেছে—সূর্পনখার কর্ণ-নাসা,
হনুমানের ল্যাজটি গেছে, শুকিয়ে গেছে কর্ম্মনাশা !
দশ আননে খান্‌না চুমু মন্দোদরীর লঙ্কাপতি,—
হিঁদুর কেবল পৈতে বেঁচে,—পৈতে-বিনা নেইকো গতি !

পইতে, তোমার কইতে কথা, ঐযে চোখে বইচে বারি,
হে সনাতন, তোমার পতন রইতে জীবন সইতে নারি !

অথ আবিষ্কার-বর্ণন

অনেক ভেবে অনেক চিন্তে করেচি খুব আবিষ্কার হে !
হিন্দু কেন অক্কা পায়-নি, জেনেচি ঠিক হদিস তার হে !
ধরায় ছিল কতই ধর্ম্ম, তুলেচে আজ পটল সবে,
এখনো ঢের ধর্ম্ম আছে,—নয়কো তারাও অটল ভবে !
ক্রীশ্চান বল, জৈন বল, বৌদ্ধ এবং মোগল-পাঠান,
হিন্দুর মত কারুর তো নেই সনাতনের অচল কাঠাম !

হিন্দু জ্যেষ্ঠ, হিন্দু শ্রেষ্ঠ, হিন্দু বৃদ্ধ পিতামহ,
হিন্দু চালাক! জাগো হিন্দু,—পুরাণ, চণ্ডী, গীতা লহ!

*

হিন্দু কেন তিষ্ঠে আজো দেখিয়ে কলা যম-রাজাকে?
কণ্ঠ টিপে মারতে কেন পার্‌লেনা কেউ তোমরা তাকে?
সিগার ফুঁকে ম্লেচ্ছ হয়ে ধাপ্পা মেরে দাও উড়িয়ে,—
টিকি ছেঁটে হাস্য কর, শাস্ত্র-পুঁথি দাও পুড়িয়ে,—
হিন্দু এখন জ্যান্ত যেমন রইবে তেমন তদ্দিন ধ'রে—
জঠরে তার খ্যাঁটের অভাব থাকবেনাকো যদ্দিন ওরে!
হিন্দু জ্যেষ্ঠ, হিন্দু শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

*

পেটের খ্যাঁটে পৃষ্ঠেতে সয়,—কে বধে আর হিন্দুকে হে?
হিন্দু সুখে মাখবে ফলার, নিন্দে যখন নিন্দুকেতে!
বিশ্বে বহুৎ ধর্ম্ম আছে, নেইকো এমন আহার্য্যটা,
সব ধরমের আস্তানাতেই শক্ত হুঁ-হুঁ, আহার জোটা!
চার্চ্চে এবং মস্‌জিদেতে কিংবা ধর সঙ্ঘারামে,
ভজন-শেষে ভাজা-ভুজির ভোজন কে দ্যায় গঙ্গারামে?
হিন্দু জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি:—

*

ভক্তগুলি শাক্ত-রূপে হর্ষে টেনে মদ্য-সুধা,
মা'র প্রসাদী বৎস-পাঁঠায় তৃপ্ত করে সদ্য ক্ষুধা!

আমিষ-ভাগ্যে ফোক্কা যাহার, তার রসনাও ক্ষুণ্ণ নহে—
শ্রীদামোদর দেছেন উদর, তাও কি বাবা, শূন্য রহে ?
যেখানে যাও—গয়া, কাশী, শ্রীক্ষেত্র আর বৃন্দাবনে—
দেব-ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত, অসম্ভব এ চিন্তা মনে।
হিন্দু জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি :—

*

সাকার-বাদের এই সুবিধে—নিরাকারে ভোগ জোটে না,
জাগো নির্ব্বোধ—ও বিধর্ম্মী! চোখে দেখেও চোখ ফোটে না ?
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বা লক্ষ্মী-বাণী, পাষাণ-কালী,
খান্ বা না খান্—করেন মোদের পেটের মুস্কিল আসান খালি!
এঁদের আবার নিন্দে করা ? ড্যাম ইট্—এ যে হীন কুকর্ম্ম!
জন্মে জন্মে হিন্দু হবই,—জয় সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম!
হিন্দু জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি :—

*

অপক্ক সেই পাঁঠার ঝোলেই শক্তি চলে সন্তরিয়া,
শ্রীবৎস-ঝোল হজম ক'রেই শাক্ত বলবন্ত-হিয়া!
বাবাজীদের বোম্বে-ভুঁড়ি লম্বে-আড়ে কম্‌বে কেন ?
কীর্ত্তনান্তে মাল্‌পো-পায়েস ঐ ভুঁড়িতেই জম্‌বে জেন!
আসুক্ নব্য, আসুক্ ম্লেচ্ছ এবং পাদ্‌রী সদলবলে,
মাল্‌পো-পাঁঠা চিরঞ্জীব! শত্রু তলাক্ অতল-তলে।
হিন্দু জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি :—

যে দিন হেথায় বছর-বিউনি শ্রীছাগ-মাতা বন্ধ্যা হবে,—
যে দিন ভারত-ধেনুর বাঁটে দুগ্ধধারা মন্দা ববে—
যে দিন মাখন-ছানার শোকে নাদুস-ভুঁড়ি রবেনা কার—
যে দিন ক্ষেতে ফলবে না ফল—ঠাকুরের ভোগ হবে না আর—
সেই দিন বটে ব্যাপার সঙিন্—তার আগে সব শঙ্কা ভোলো !
এখন মাভৈ, বল 'ভোগ কই'— হিন্দুর লব-ডঙ্কা তোলো !

হিন্দু জ্যেষ্ঠ, হিন্দু শ্রেষ্ঠ, হিন্দু বৃদ্ধ পিতামহ,
হিন্দু চালাক ! জাগো হিন্দু,—পুরাণ, চণ্ডী, গীতা লহ !

টিকি-গীতা

খিটিমিটি কেন বাবা, দেখ্‌চ টাকে টিকিটি,
অমনি যাদু হয় কি আদায় পয়সা, টাকা, সিকিটি ?
সাদায়-কালোয় চুল-মেশানো, যেন গঙ্গা-যমুনা,
তৈল ঢেলে মুটিয়ে-তোলা হিন্দুত্বের এই নমুনা !
হেরলে এঁরে মুসড়ে পড়ে লাউ-কুমড়োর বোঁটা হে,
টিকির নামে মুখ্যু তবু দিচ্ছে কিনা খোঁটা হে !

তেজের শলা, আর্কফলা ! ছ্যাখাও কলা নাস্তিকে,
আয় চ'লে আয় টিকির চ্যালা, ভক্তি দিবি যাস্তি কে ?

রূপের টিকুলি ছিলে টিকি, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে,
কলিকালেই কলিকাতায় পড়চ কিছু ফাঁপরে!
তোমার পরম শত্রু কাঁচি, ডাক্ দিয়ে ছিঃ, সবাই তায়,
কসাই হয়ে করচে কিনা তোমায় টেনে জবাই হায়!
যে নরাধম এ কাজ করে, হাতখানা তার খ'সে যাক,—
অঁৎখানা তার ধ্বসে গিয়ে চোখদুটো তার ব'সে যাক্!

তেজের শলা, আর্কফলা! দ্যাখাও কলা নাস্তিকে,
আয় চ'লে আয় টিকির চ্যালা, ভক্তি দিবি যাস্তি কে?

*

কারুর আছে চশ্‌মা নাকে এবং পায়ে লপেটা,
কারুর ট্যাঁকে আন্‌চে টাকা বিয়ের দ্বারা ক'-বেটা,
কারুর শ্বশুর তত্ত্বে পাঠায় ঢাকাই কাপড় চাদর হে!
কারুর জোটে রূপসী স্ত্রীর রঙিন্ ঠোঁটের আদর হে!
কারুর আছে চণ্ডু-চরস কিংবা সরস বোতল গো!
মোদের আছে কেবল টিকি,—কোরোনা তায় কোতল গো!

তেজের শলা, আর্কফলা! দ্যাখাও কলা নাস্তিকে,
আয় চ'লে আয় টিকির চ্যালা, ভক্তি দিবি যাস্তি কে?

*

অনেক কষ্টে টিকিয়ে রাখা মোদের টিকির গুচ্ছটি,
শনির নজর পড়লে তাতেও চক্ষে হেরি কুজ্ঝটি!

ইলেক্‌ট্রিকের মেসিন এটি ঝুল্‌চে মাথায় আস্ত, হুঁ !
—হেঁচ্চো অহো !—ম্লেচ্ছ কিনা এরেই করে খাস্ত, উ !
হাফ্যাসানে কেশটি ছেঁটেও শিখার গোছা অক্ষত,
টিকি-হারার সঙ্গে আড়ি—কর্‌ব না ভাই সখ্য তো !

তেজের শলা, আর্কফলা ! দ্যাখাও কলা নাস্তিকে,
আয় চলে আয় টিকির চ্যালা, ভক্তি দিবি যাস্তি কে ?

*

টিকির আছে গভীর অর্থ, কে রাখে তার খবর রে,
পরকালে আর্কফলা সাক্ষ্য দেবে জবর রে।
স্বর্গে ঝোলে ওজনদাঁড়ী দেখতে নরের পুণ্য-পাপ.
বড়, মেজ, ছোট শিখার হবে সেথায় পরিমাপ !
টিকির ওজন যতই ভারি, ততই বেশী পুণ্য-ভার,
টিকির টিকিট নেইকো যাহার, চিত্ত হবে ক্ষুণ্ন তার !

তেজের শলা, আর্কফলা ! দ্যাখাও কলা নাস্তিকে,
আয় চ'লে আয় টিকির চ্যালা, ভক্তি দিবি যাস্তি কে ?

*

টিকি, টিকি, টিকি, টিকি, টিকি, টিকি, টিকি হে !
স্বর্গ তুমি, মোক্ষ তুমি, ধর্ম্ম তুমি ঠিকই হে !
প্রভু, তুমি থাক্‌লে সহায় কর্‌তে পারি খুন-জখম,
আত্ম চুরি, জাত্ম চুরি, জোচ্চুরি আর সব-রকম !

তোমায় পুষে যাচ্ছি ত'রে ক'রেও দিনে ডাকাতি,
তোমার পাকে যমের দণ্ড ভাঙ্‌ব যেন পাঁকাটি !

*

তেজের শলা, আর্কফলা ! খ্যাখাও কলা নাস্তিকে,
আয় চ'লে আয় টিকির চ্যালা, ভক্তি দিবি যাস্তি কে ?

লক্ষ্মীছাড়ার পাঠশালা

আয় কে তোরা ভর্ত্তি হবি লক্ষ্মীছাড়ার পাঠশালায়,
শীতকালেতে লোক সেখানে জান্‌লা ভেঙে কাঠ জ্বালায় !
মাষ্টারেরা নেয়না পড়া, উল্টে করে হট্টগোল,
লক্ষ্মীপ্যাচা উড়িয়ে দিয়ে আকৃকুটেদের অট্টরোল !
নেইকো পুঁথির আলাই-বালাই,
মন করেনা পালাই-পালাই,
লম্বা কথার আড্ডা সেটা,—কেউ বলেনা ছোট্ট বোল !

*

ভাঙন-মুখো খুসির নেশায় মত্ত হয়ে নৃত্য কর্‌ !
শ্মশান-পতির লয়-গাজনে নির্ভয়ে সব চিত্ত ভর্‌ !
অযাত্রাকে লগ্ন ক'রে ঘর ছেড়ে চল্‌ বার-বেলায়,
ঘোঁট্ পাকালে দিস্‌ খেদিয়ে চার-জাতের ঐ চার চেলায় !

জাত বিচারে হয় কে মানুষ ?
মিথ্যে ভাবের তুচ্ছ ফানুষ,
উর্দ্ধপথে উড়্‌লে কি রে স্বর্গ নড়ে তার ঠেলায় ?

*

শ্রী-শীতলার বাহন ধ'রে পৈতা বাঁধো তার গলায়,
পক্ষ পেলেও ঢের যে তফাৎ পক্ষী এবং আরসোলায় !
জন্মগুণে হয় কে বামুন ? চায় প্রণামী ফন্দীবাজ ?
গণ্ডী-বুড়োর ফাল্‌তো কথায় পরবে কে ভাই বন্দী-সাজ ?
নেই আমাদের উপাধি আর
শাস্ত্র-পাঁজির কুব্যাধি-ভার,
উল্টো-পথে ভেল্কী ছোটাই,—উল্কা-সাথে সন্ধি আজ !

*

পাড়ার যত ডাংপিটেরা নাম লেখে যে ইস্কুলে,
সেইখানেতে খোস-মেজাজে বল্লা মনের দিস্ খুলে !
অলক্ষীকের রক্ষী যারা, মরুর বুকে খাল কাটায়,
শাস্ত্র তাদের বিশ্বধারা—নয় লেখা সে তাল-পাতায় !
বুঝচে তারা শিখ্‌চে খাসা,
তরুণ যুগের উদার ভাষা—
উদয়-লোকের কাব্য যখন ফুটচে মেঘের হাল-খাতায় !

*

লক্ষ্মীপূজোয় দিন কাটিয়ে করলে তো ঢের স্বস্ত্যয়ন,
বুঝলে তো ভাই, লক্ষ্মী কারুর উন্নতিতে ব্যস্ত নন !

ভোর-বেলাতে প্যাঁচার সেবায় মিথ্যে কেন খায় ধোঁকা ?
টাট্‌কা রোদের স্বাদ নিবি তো ওধার থেকে আয় বোকা !
অন্ধ গুহার গর্ভ ছেড়ে,
গঙ্গা যখন বেরোয় তেড়ে,—
যন্ত্র এবং তন্ত্র দিয়ে আর কি তারে যায় রোখা ?

*

মন্ত্র-জপার ক্ষণ গিয়েচে, হয়না কিছু ঝাড়-ফুঁকে।
বিমল উষা সইবে না আর তিমির-রাতের ভার বুকে !
নির্য্যাতিতের রক্তে রাঙা পূর্ব্বে প্রাতঃসন্ধ্যাতে,
সূর্য্য-করের তূর্য্য বাজে, মূর্চ্ছনাতে মন মাতে।
বন্যা জাগে বিশ্ব-প্রাণে,
নিদ্রা-হরণ দৃশ্য আনে,—
লক্ষ্মীছাড়া ! বিদ্রোহী হ'—তীব্র জ্যোতির ঝঞ্ঝাতে !

শাক্তের গান

মুখ তোলো গো পুঁথির পোড়ো, চশ্‌মাখানা সরিয়ে ফেল,
মনটা যে হায় কণ্ঠাগত, শক্ত চাপে ডরিয়ে গেল !
জীবনটা তো বেত্রধারী গুরুর হাতে তৈরি নহে—
বিচিত্র সে স্বাধীন-গতি, মানবতার বৈরী নহে !

শৌর্য্যহীনের বিদ্যা রে ভাই, ব্যর্থ ধরার কর্ম্মশালায়,
মান্‌লে কেবল পুঁথির শাসন পালায় পুরুষ-ধর্ম্ম পালায়!
শৈলচূড়ে ঐ যে পাঠান লাফিয়ে বেড়ায় উচ্চশিরে—
ক্ষেপ্‌লে যারা লুফ্‌তে পারে ধূমকেতুরি পুচ্ছ ছিঁড়ে,
পুঁথির কথা কয় না যারা, যায়-নি কভু পাঠশালাতে—
অবাধ চিত্ত নয়কো বদ্ধ বিদ্যাচুঞ্চুর আটচালাতে—
সূক্ষ্মমতে মূর্খ বটে,—কিন্তু সবল পুরুষ ওরা,
জানেইনাকো পর্‌দেশীদের পায়ের জুতো বুরুশ-করা,
স্বাধীনতার কর্‌চে পূজো পেতে প্রাণের তক্ত তারা,
চক্ষে তাদের শৌর্য্য-শিখা, বক্ষে তাতল রক্তধারা!

আমরা হেথায় জট্‌লা ক'রে কেতাব-পড়াই কর্‌ছি বড়,
পঞ্জরেতে খাচ্ছি খোঁচা, পিঞ্জরেতে হ'চ্ছি জড়ো।
কপ্‌চে উঠি এ-বি-সি-ডি, নামের লেজুড় এমে-বি-এ,
হাঁস্‌ফাসিয়ে ধর্‌চি ট্রামে দু পা হেঁটেই ঘেমে গিয়ে।
একটি আনার মাল কিনে, ধিক্‌, দিচ্ছি দুনো মুটের ভাড়া,
'বাপ্‌রে" ব'লে পালাই ছুটে পেলেই গোরার বুটের সাড়া
মা-বৌ-মেয়ের অপমানে দাঁড়িয়ে থাকি ছবির মত,
হাস্যমুখে দাস্য করি, মর্ম্মে নিয়ে গভীর ক্ষত।
নেই ভরসা প্রাণে বটে, নেইকো বটে শক্তি হাতে,
কথায় কিন্তু কেল্লা ফতে, তুব্‌ড়ী ছোটাই বক্তৃতাতে!

যৌবন হায় আসে এবং পালায় কখন্ যায় না ধরা,
মিথ্যে কেন জ্যান্তে-মরার স্বরাজ লাভের বায়না করা ?
'ধর্ম্ম এবং ব্রহ্ম কভু বীর্য্যহীনের লভ্য নহে'—
শাস্ত্রকারের সত্য বাণী—বাক্যটি এ নব্য নহে।
বাল্য গেলেই জীর্ণ জরায় তুচ্ছ জীবন ভগ্ন যাহার,
বিদ্যা-রত্ন, স্বরাজ-রত্ন ভোগের আশা স্বপ্ন তাহার !
যৌবনেরি জয়পতাকা উড়্‌চে ধরায় প্রাণের তোড়ে,
জীর্ণ যা, তা যাবেই ভেসে কর্ম্মনাশার বানের জোরে।
দেহের দিকে চাইবে না যে, মন কাণা তার হবেই হবে,
কর্ম্মপথে ক্লিন্নমুখে পশ্চাতে সে রবেই রবে।
মনের বাসা দেহের শাখায়, ভাঙ্‌লে দেহ মন সে কোথায়,
দেহের সাধন ভুল্‌লে পরে সবাই যাবে ধ্বংসে গো হায় !

জাগ্রত হও, জাগ্রত হও,—জাগ্রতে হে ঘুমন্তরা !
কি ফল ব'সে খাঁচার কোণে, বিফল বুলি কূজন-করা ?
শুন্‌চনা কি বজ্র হাঁকে বৈশাখীর ঐ ঝড়ের তালে,
এখন তুমি পড়্‌ছ পুঁথি—আগুন লাগে খড়ের চালে !
জাগো আমার দেশের আত্মা, শক্তি-পূজার সন্ধিখণে,
গ্রন্থকীটের আখ্‌ড়াতে আর রেখনাকো বন্দী মনে।
জীবণ-রণে সবল জেতে, পুঁথিই তোমার বল্‌চে তো তা—
ঐ দেখনা বিশ্বমাঝে শক্তি-শিখা জল্‌চে হোথা !

ব্যায়াম নহে নিন্দনীয়—শৌর্য্যলাভের পদ্ধতি সে—
ঘুচিয়ে দেবে জীবন-ঘাতক জরার দেওয়া সন্ত বিষে।
শক্তি চোখে, শক্তি মুখে,—শক্ত কর শীর্ণ দেহ,
শক্তি হাতে, শক্তি বুকে,—ভাঙ্ বিলাসের জীর্ণ গেহ!
শক্তি সাধো দেশের ছেলে, বক্ষ হবে দরাজ তবে,
প্রবল বাহুর লৌহটানে পাবেই পাবে স্বরাজ সবে।
শক্তি সাধো দেশের মেয়ে,—শক্তিরূপে দাঁড়াও হেসে—
ভীরু প্রাণের দুরু-দুরু হীন ভাবনা তাড়াও এসে।
শক্তি-হোমে দাও আহুতি সব দীনতা শঙ্কাগুলো,
বাঁচার মতন বাঁচ্‌তে শেখ,—তবেই জয়ের ডঙ্কা তুলো!
"হীন বাঙালী, বুটের চোটে হচ্ছে রোজই ছিন্নছাতি—
লাথি খেয়েও পড়্‌ছে কেতাব—এম্‌নি তারা ঘৃণ্য জাতি!
এম্‌নি তারা ঘৃণ্য জাতি—অপমানেও নিদ্রা-দড়,—
মান দিয়ে প্রাণ রেখে করে পুঁথিগত বিদ্যা বড়!"
এমন কথা শুন্‌তে না হয়—এর চেয়ে যে মরণ শ্রেয়—
পিঁপ্‌ড়ে ক্ষুদে, মাড়িয়ে দিলে কাম্‌ড়ে দেবে চরণ সেও!
মার খেয়ে যে মার্‌তে পারে—মর্‌বে জেনেও পালায়নাকো—
অধীন হলেও মনিব তাহার ক্রোধের আগুন জ্বালায়নাকো।
দেশ গিয়েচে—কর্‌বে কি আর, তা ব'লে পা চাট্‌বে কেন?
এক বাঁধনের উপর কেন নতুন বাঁধন বাঁধ্‌বে হেন?
বাঙালী নয় ভেড়ার ছানা—ব্যাঘ্রভূমের মরদ্ সে যে—
প্রমাণ কর, প্রমাণ কর,—উঠুক্ তোমার দরদ বেজে!

শক্তি ধর্ম্ম, শক্তি মোক্ষ, শক্তি কাম্য —আর-কিছু নয়—
সাধবে যে এই বীরের সাধন, তার কি কভু ঘাড় নীচু হয় ?
বীর্য্যবানের বিশ্বসভায় বিজয়-মাল্য গ্রহণ কর—
দৃপ্ত প্রাণের দীপ্ত তেজে সব কলঙ্ক দহন কর।

ঝঞ্ঝা-ধ্রুপদ

ঝোড়ো-হাওয়া, ঝোড়ো-হাওয়া! জাগাও তোমার প্রলাপ-ভাষায়,
আমার ঘরে বন্ধু এস—আকুল আমি তোমার আশায়!
ছোট্ট-বুকের আরাম-ব্যথা
থাক্ বা না থাক্—তুচ্ছ কথা!
পত্র-পুঁথি ছিঁড়ে-খুঁড়ে,
'লু' চালিয়ে ফেলো ছুঁড়ে,—
মনকে আমার নাও টেনে নাও উধাও তোমার সঙ্গী ক'রে,
যেথায় খুসি যাও নিয়ে যাও, মাতাও হাজার ভঙ্গীভরে!!



জীবন-মরণ গোলাম তোমার জগৎজোড়া নাগর-দোলায়,
বিষামৃতে একসা ক'রে রেখেছ গো ডাগর ঝোলায়!
থামিয়ে দিয়ে প্যান্প্যানানি,
সংসারেরি ঘ্যান্ঘ্যানানি,

ঝঞ্চনা আর ঝঞ্চাবাতে,
ক্ষিপ্ত তোমার মন জানাতে,
একঘেয়ে এই জীবন-স্রোতে হে বিচিত্র! জাগো—জাগো!
মলয়-গানের তান ডুবিয়ে ভয়াল, করাল! ওঠো—রাগো!

*

ঝড় যে আমার জাঁতের ঠাকুর, ঝড় যে ওগো স্যাঙাত আমার,
ঝড় যে আনে স্বাধীনতা—পাখোয়াজে বাজিয়ে ধামার!
বিশ্বে যত ময়লা- লি,
জ'মে আছে কালী-ঝুলি,
বিশ্বে যত ঝরা-ঝুনো,
ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে বুনো—
হা-হা-হা-হা পাগ্‌লা হাসে পট্‌পটাপট্‌ হাততালিতে,
ধব্‌ধবে ঐ নরম আলো ঘুট্‌ঘুটে হয় বৈকালীতে!

*

মেঘের জটা যাচ্ছে খুলে, ঝট্‌কা বাজায় ঝল্লরী গো,
বিলাসীদের আরাম-বাগে ছিঁড়্‌ছে ফুলের বল্লরী গো!
জন্মে কভু হয়-নি নীচু,
দয়া-মায়া চায় না কিছু,
মিন্‌মিনে যার করুণ গাথা,
যায় লুটিয়ে তাহার মাথা—
হঠাৎ এসে হট্টগোলে হুড়্‌মুড়িয়ে দুড়্‌দুড়িয়ে—
ঘরমুখো সব কুণো প্যাঁচার ঘর ভেঙে কোণ দেয় গুঁড়িয়ে!

সাহারাতে 'সিমুম' সাজে—বালির সিন্ধু যেথায় ধূ-ধূ !
বালির ধারায় কুল্‌কুচো তার, দিচ্ছে দেদার হুম্‌কি শুধু !
চীন-সাগরে 'টাইফুনে'তে,
জট্‌লা করে লাখ্ খুনেতে,
ঘোরণ-পাকে হ্যাঁচ্‌কা-টানে --
জাহাজ টানে পাতাল-পানে—
ধ্বংস যত হয় ততই—মৃত্যু যত নৃত্য তাথই—
কান্না শুনে হাস্য করে—ক্ষেপে ওঠে চিত্ত ততই !

*

ঝড়ের মোড়ল ! শক্তি দাও গো, লাঞ্ছিতদের দেহের শিরায় !
ফ্রান্স্‌-মাঝারে যে ঝড় সুরু, চল্‌ছে এখন ঐ রুসিয়ায় !
গরিব যত শ্রমীর বুকে,
তোমার ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে,
দ্র-জনে রুদ্র করে,
মান্য আনে শূদ্র-তরে,—
অত্যাচারী ভূঁইয়া-রাজা কুলীন-ধনী পালায় তখন—
'নিম্ন-জাতি' চাষা তাঁতি ফুলিয়ে ছাতি আগায় যখন।

*

বুদ্ধ নিমাই খৃষ্ট রূপে বাত্যা প্রেমের তুল্‌লে তুমি,
সব-তেয়াগী প্রেমের তোড়ে ভাসিয়ে দিলে মর্ত্ত্য-ভূমি।
দ্যাখালে প্রেম কঠোর চরম,
অর্থে-কামে হয় না নরম,

বিপুল প্রাণের অবাধ ঝড়ে,
ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ে,—
লক্ষ যুগের বক্ষ-ভরা মিথ্যা যত পুঞ্জ-করা,—
দৃপ্তবেগে লুপ্ত ক'রে—স্নিগ্ধ করে দিগ্ধ ধরা।

*

তৈরি তোমার আপন হাতে কালাপাহাড়, নেপোলিয়ঁা—
দরাজ যাদের বুকের পাটা—যায় প্রাচীনে পায় দলিয়া।
কাল-বোশেখীর মেঘের মত,
মূর্ত্তিমন্ত বেগের মত,
লক্ষ মানবকের ভিড়ে,
সীমার বাঁধন ফেল্‌লে ছিঁড়ে,—
বামন তাদের নিন্দা করে, ক্ষুদ্র তাদের বলে 'দানব'—
নিন্দা-খ্যাতি সমান তাদের—বিদ্রোহী যে মহামানব!

*

জীর্ণ প্রাণের দীর্ণ বাসা—নড়্‌বোড়ে সব পাতার কুঁড়ে,
তাণ্ডবেরি চক্রে তব হে নটবর! যায় গো উড়ে!
জ্যান্ত-মড়ার শ্মশান-মাঝে,
তোমার ভীষণ বিষাণ বাজে,
হে মহাদেব! অতীত্‌-ভোলা!
বর্ত্তমানের দোলাও দোলা,—
নূতন সৃজন হবে ব'লে পুরাতনে ধ্বংস হানো,
ব্যর্থ জরার কবল থেকে যৌবনেরি অংশ আনো!

পথ-পাগলের গান

পাগল ভোলা, ঝড়ের দোলা দুলিয়ে দিয়ে নৃত্য করো,
কাল-বোশেখীর মেঘ-মাদলের তাল-বেতালে চিত্ত ভরো !
এমন ক'রে ঘরের কোণে রইতে নারি—রইতে নারি,
মুস্‌ড়ে প'ড়ে জীবন-বোঝা পিঠের 'পরে বইতে নারি !
বাইরে বাজে বিশ্ব-বাঁশী, আলোর সুরে রন্ধ্র ভ'রে,
মুক্ত-বায়ুর ছন্দে মেতে সবাই আজ আনন্দ করে !
আকাশ ওদের হাতের মুঠোয়, পাতাল ওদের লীলার গেহ,
ওদের কুহক-ছোঁয়ার গুণে জ্যান্ত হয় যে শিলার দেহ।
ওদের কাছে থির চপলা, লক্ষ্মী বাঁধা ওদের ঘরে,
অন্ধকারের কান্না শুধুই জমাট্ আছে মোদের তরে !
ওদের পায়ের সোপান হয়ে প'ড়ে আছে এই বসুধা,
আমরা আছি জড়ের মত,—নেইকো তৃষা, নেইকো ক্ষুধা !
গ্রহে গ্রহে দিচ্ছে খবর, যাচ্ছে ওরা চন্দ্রলোকে,
আমরা সবাই খাঁচার পাখী, মোদের গীতি বন্ধ শোকে !

*

মোদের হৃদয় বেদান্তেরি "জগৎ-মায়া"-সূত্র-ভরা,
সে-সব ওরা হেসেই ওড়ায়, ভোগ-অমৃতের পুত্র ওরা।
শাস্ত্র নিয়ে আমরা লড়ি, ওরা লড়ে অস্ত্র নিয়ে,
অস্ত্র দেখেই শস্ত্র ছেড়ে পড়ি গলায় বস্ত্র দিয়ে !

ভোগের কোলে ব'সে তবু ত্যাগের বুলি মুখে ছোটে,
কিন্তু চ্যাঁচাই ভ্যাড়ার মতন দুঃখ যখন বুকে ফোটে।
ভক্ত-বিটেল নয়কো ওরা, নেইকো ওদের ও-রোগ-জানা,
হরিনামের ঝুলির ফাঁকে দেয়না উঁকি মোরগ-ছানা!
পষ্ট বলে "চাই দুনিয়া! আমরা মানুষ—তরুণ মানুষ!
কল্পলোকের গগন-পারে উড়িয়ে দেব অরুণ-ফানুষ!"
যৌবনেরি জয়-গীতিকা ওদের নবীন বক্ষে জাগে—
জ্যোৎস্না-পুরীর দীপ্ত আলো বিনিদ্র সব চক্ষে লাগে।

*

এ জগতে দৃষ্টি তুলে কে দেখে ভাই কার বেদনা?
নিজেই ওঠো—পর-মুখো গো! খাঁচার কোণে আর থেকোনা!
দেশের খাঁচা, সমাজ-খাঁচা, জাতির খাঁচা চূর্ণ করো,
রুদ্র ঝড়ের তীব্র শ্বাসে চিত্ত সবার তূর্ণ ভরো।
যাত্রী যত যাচ্ছে চ'লে, ভেঙে সকল গণ্ডী ওরে—
আমরা কেবল নাড়ছি টিকি মনু-গীতা-চণ্ডী প'ড়ে!
বিশ্বে এখন নতুন বিধান, শাস্ত্র কাজে লাগবেনা গো,
দুর্ভিক্ষ আর মড়ক ব্যাধি মন্ত্রগুণে ভাগবেনা গো!
যৌবন কাহার ঘুমিয়ে আছে—
জাগিয়ে তোলো, জাগিয়ে তোলো—
ঘর-ছাড়া ঐ বিশ্ব-পথে আগিয়ে চলো, আগিয়ে চলো!
হায়গো কুণো, ভয় পেয়োনা, মনকে বোঝাও মাভৈ দিয়া,
বুকের দুয়ার ভেঙে তোমাব পাগল নাচুক তাথৈ-থিয়া!

পাগল নাচুক্—পাগল নাচুক্, যুক্তি-তর্ক উড়িয়ে দিয়ে,—
পাগল নাচুক্—শাস্ত্র-ফাস্ত্র, পত্র-পুঁথি পুড়িয়ে দিয়ে,
পাগল নাচুক্—শিবের চ্যালা, ঘুচিয়ে দিয়ে ভয়-ভাবনা,—
আমরা যুবক—পথের পাগল, ঘরের কোণের জয় গাবনা।
আমরা যুবক—শক্তি-পাগল, আগল ভেঙে ছুট্‌ব যত—
আমরা যুবক—ছুটব এবং গণ্ডী-বাঁধন টুট্‌ব তত!
আমরা যুবক—মোদের পথে সন্থ-ওঠা তপন জাগে,
আমরা ক্ষ্যাপা শিবের চ্যালা, মোদের দেখে মরণ ভাগে।

*

পাগল ভোলা, ঝড়ের দোলা দুলিয়ে দিয়ে নৃত্য করো,
কাল-বোশেখীর মেঘ-মাদলের তাল-বেতালে চিত্ত ভরো।

কালাপাহাড়ের উদ্বোধন

কালাপাহাড়!··· ··· ঘুমিয়ে নাকি?··· ··· পাশ ফেরো ভাই,
চোখ খোলো,
ঝাঁং-চাপা ঐ আংরাটাতে জ্বালিয়ে আগুন ফের তোলো!
পথ-বিপথে তাল-বেতালে ঝড়-ঝাপটের শাঁখ বাজাও,
লক্ষ যুগের অন্ধকারে রক্ত-শিখার দীপ সাজাও!
মন-বুড়োদের পাঁজ্‌রা ছিঁড়ে খেল্‌তে থাকো ডাং-গুলি,
বেরিয়ে পড় ধ্বংস-নদে বান-ক্ষ্যাপানো তান তুলি!

বেরিয়ে পড় বেপরোয়া!
পথের তুমি—নও ঘরোয়া!
চণ্ড মরুর উষ্ণ তৃষায় শান্তি-স্বপন আজ ভোলো,
মৃত্যু-সখা, চোখ খোলো!

*

ভণ্ডগুলোর গণ্ডগোলে আবার গেছে দেশ ছেয়ে,
মানুষগুলো গুব্‌রে-পোকা, বাঁচচে গরুর 'নাদ্' খেয়ে!
বুক-ভরা সব সয়তানি, আর দিচ্ছে মুখে 'বোল হরি,'
নিমাই-চ্যালা কুঁক্‌ড়ো খেয়ে নাচ্‌চে গেয়ে খোল ধরি,
জাতির পাঁতি তৈরি ক'রে পৈতে-টিকি বর্ত্তমান,
মানবতার কণ্ঠ চেপে ধর্ম্মে ত্যাখায় মর্ত্তমান!
আমরা তবু সব সহি গো,
চিত্ত নহে বিদ্রোহী গো,
কাঁদ্‌চে মাতা, কাঁদচে জায়া, কাঁদ্‌চে ঘরে বোন্-মেয়ে,
ভণ্ডামি এই দেশ ছেয়ে।

*

নব্যগুলো সভ্য হয়ে বাংলা-রীতি ত্যায় ভাসান্।
কল্‌কাতাতে আনচে তারা লণ্ডনেরি হাল-ফ্যাসান!
সায়েব সেজেও হায় তবুও সায়েব দেখেই লম্বা হন্,
বাপ্পারা সব 'পাপ্পা' ব'লে বাপকে করে সম্ভাষণ!
মঞ্চে চ'ড়ে ইঙ্গ-বোলে হয় স্বদেশী বক্তিমা,
অন্দরেতে চন্দ্রমুখে ফুটচে 'রুজে'র রক্তিমা!

দোটানার এই বিষম টানে,
যাচ্ছি কোথায়—কেই বা জানে!
কোন্ দরদী বুঝবে ব্যথা, বুক যে ওদের সব পাষাণ,
দেশকে ধ'রেই ছ্যায় ভাসান্!

*

আজ্‌কে আবার নতুন-গড়া জগন্নাথের মন্দিরে,
ধর্ম্ম মোদের কর্ম্ম মোদের মর্ম্ম মোদের বন্দী রে!
আমরা সবাই ঠায় দাঁড়িয়ে,—মৌন শিলার পুত্তলী,
পুরুত মোদের রাখ্‌চে তুলে, কিংবা ফেলে উত্তোলি'!
গণ্ডীদেবের রথ চলেচে কাঁপচে সারা দেশখানা,
তার চাকাতে বুক পেতে ঐ জ্যান্ত মানুষ হয় দানা!
জীবের হাতে জড়ের সেবা,
হায়, প্রহসন বুঝবে কেবা?
মুক্ত রাগের ছন্দ জাগায় নেইকো এমন ছন্দী রে,
গণ্ডীদেবের মন্দিরে।

*

কালাপাহাড়! আর-একটিবার জাগবেনা কি হাঁক্ তুলে?
শিকল-দেবের বিকল পুরুত সকল গীতা যাক্ ভুলে!
তাক্ থেকে ঐ পুতুলগুলোয় হিঁচ্‌ড়ে টেনে নাক কাটো,
পৈতেগুলো দাও পুড়িয়ে, আর্কফলা সাফ্ ছাঁটো,
গোবর-গণেশ সমাজপতির দাও থামিয়ে লাফ-মারা,
একঘেয়ে এই সুর গুলিয়ে জাগো হে বীর, খাপ্‌ছাড়া!

বিপ্লবেরি তপ্ত স্রোতে,
তৃপ্ত কর রক্ত-ব্রতে,
শক্ত হাতে বাংলা-বুকের দাও গো নাগের পাক খুলে,
আকাশভেদী হাঁক তুলে !

*

দীপ্ত রবির নাট্যশালায় আস্‌বে তোমার পক্ষে জয়,
অন্ধকারের এই প্রবাহ আর কত দিন চ
পোড়ো জমির জংলা চারা সাফ্‌ ক'রে দাও খড়্গ-ঘায়,
তবেই আবার নূতন ক'রে জাগ্‌বে সবুজ স্বর্গ তায় !
মিথ্যাচারের হত্যাকারী !—নওকো তুমি নীচ খুনী,
ফলিয়ে তোলো তরুণ আশা, আবার নতুন বীজ বুনি' !
বদ্ধ জলা যাক্‌ গে ম'রে,
শুষ্ক মালা যাক্‌-গে ঝ'রে,
বস্তাপচা সস্তা জীবন মৃত্যু-ঝড়ে হোক-গে লয়,
বিদ্রোহেরি পক্ষে জয় !

বেতাল, তোমায় যে যা বলুক্‌—করুক্‌ যতই নিন্দা হে
বয়েই গেল ! নৃত্য কর ধিন্‌তা-ধিনা ধিন্‌তা হে !
তবলা-বাঁয়া বন্ধ হ'লেও
তোমার নাচের ছন্দ চলে,—

অবাধ স্বাধীন পায়ের গতি,—নেইকো তোমার চিন্তা হে !
বেতাল, তোমায় কেউ ডাকে না—কেবল করে নিন্দা হে !

*

দাদ্‌রা-তালের চটুল বোলে বাজিয়ে চল ধামারে,
ওস্তাদেরা চম্‌কে বলে, "অতি গাড়োল, চামার এ !
নেইকো যতি, নেইকো মাত্রা,
হচ্ছে গানের গঙ্গা-যাত্রা,
কোত্থেকে এ আন্‌ল ধ'রে—মাতাল, চাষা, কামারে !"
পরজ-পিলুর চটুল সুরে বাজাও তুমি ধামারে !

*

নূতনেরি শিষ্য তুমি—তুমি যে খামখেয়ালি !
জ্বল্‌চে প্রাণে নিতুই-নব সুরের আলোর দেয়ালি ।
বাঁধা-গতে পাওনা বাধা,
ছাঁদা-কথায় খাও না ধাঁধা,
শিশু তুমি, বুড়ো কিন্তু তোমায় ভাবে হেঁয়ালি !
অরুণ-যুগের তরুণ চ্যালা—বেতাল, তুমি খেয়ালি !

*

ঝঞ্ঝা যেমন, বন্যা যেমন, সিন্ধু যেমন বেতালা,—
বিচিত্র হে তেম্‌নি তুমি, বুঝ্‌বে কি তা, যে কালা !
সনাতনের চোখ-রাঙানি,
নয়কো তোমার মন-ভাঙানি,
বাঁ-হাতেতে ঠুংরি ধরো—ডাইনে ঢিমে তেতালা !
সবুজ যারা তোমার সাথী,—তোমার মতই বেতালা !

মড়ার মুলুক

গভীর গভীর ভারত-জলধি হা হা ক'রে তীরে লুটায়ে পড়ে,
রহিয়া রহিয়া কাঁদে হিমালয়, নিঃশ্বসি ঘোর তুষার-ঝড়ে !
পশ্চিমে হের, আহত রবির ঝুরিছে প্রাণের শোণিত-ধারা,
পূরবের দ্বার খুলিবে না শশী, আসিবে না হায় অযুত তারা।
শ্মশান-সভায় কারা শুয়ে আছে—কে তোরা, কে তোরা,
দু-আঁখি ঢেকে ?
শব-সাধনার শাক্ত কোথায় ? শোনো, শোনো, দ্বারে
যেতেছি ডেকে।
জীবন চাই গো, জীবন চাই !
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি সুধু—মানুষ নাই !

*

নাচিছে মশানে কালী-কপালিনী—জলো-জলো জলে খড়্গ তাঁর,
এস তান্ত্রিক ! শুনাও মন্ত্র, চণ্ডীকে দাও অর্ঘ-ভার !
জননী যাদের রমণী হ'লেও দানব-দলনী শক্তিময়ী,
পুত্রেরা তাঁর বেঁচে-ম'রে হা-হা—চিত্তে তাদের ভক্তি কই ?
কাহারা আনিবে মাথার মুকুট, কাহারা গাঁথিবে ফুলের মালা,
কাহারা বুনিবে নূতন বসন, কাহারা বহিবে পূজার থালা ?
জীবন চাই গো, জীবন চাই !
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি সুধু—মানুষ নাই !

ভারতে এখন আছে বটে মেষ, আছে বটে গাধা, শৃগাল-দল,
তার মাঝে কোথা সারাদিন খুঁজে, জ্যান্ত মানুষ পাইবি বল্!
নিতি-নিতি হেথা রাজনীতি নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করে শকুন-কাক,
বড় বড় কথা শুনি চারিভিতে, ভরিল না তবু প্রাণের ফাঁক!
অন্ধ-যুগেতে গান্ধী আছেন—অমানুষ মাঝে মানুষ একা,
কে গো আছ আর তাঁহার দোসর,থাক যদি কেউ দাও গো দেখা!
জীবন চাই গো, জীবন চাই!
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি সুধু—মানুষ নাই!

*

জেগেছে রুসিয়া, রাজার গোলামী, প্রজার সেলামী ঘুচেছে আজ,
জেগেছে ফরাসী—নূতন তুর্কী, পরেছে মাথায় যশের তাজ!
জেগেছে জাপান—সবুজ যুগের তরুণ সাধক তুলেছে শির,
জেগেছে চীনের যত পীত ছেলে, ভুবন-আসরে করেছে ভিড়!
পৃথিবী জেগেছে—আমরা জাগি-নি, জাগা'র লগন যায় গো যায়,
হৃদয়-গঙ্গা বহাতে হেথায়, নব-ভগীরথ! আয় গো আয়!
জীবন চাই রে, জীবন চাই!
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি সুধু—মানুষ নাই!

দেওয়ালী

হা-ভাখ্, জলে সাধের দীপালি !
বজ্র-রাগের মূর্ত্ত শিখা, দীপান্বিতার বক্ষে লিখা,
খেম্‌টা-তালে নয়কো পিলু, পরজ, ভূপালি,—
অগ্নি-কলার সঙ্গে মোদের আজকে মিতালি !

*

জন্মে দীপক সূর্য্য-নয়নে !
শূন্য ব্যোমের দীপদানেতে, সপ্তলোকের সব-খানেতে,
রক্ত-চিতার হাস্য জাগায় উগ্র অয়নে,
অগ্নিহোত্রে মত্ত গায়ক উল্কা-চয়নে !

*

বন্দী সে সুর অঙ্গে আমারি,
শিরায় শিরায় শোণিত-ধারায়, পাঁজ্‌রা-হাড়ে, আতের কারায়,
রুদ্র-রাগের তাণ্ডবেতে বাজ্‌চে ধামারই,—
আত্মাকে মোর চাঙ্গা করে তীব্র ঘা মারি !

*

উদ্ভাসিত কেন দীপের মুখ ?
তপ্ত যে তোর প্রাণের জ্বালা, সাজিয়েছে এই প্রভার মালা,
ঝড়-দানবের ক্রুদ্ধ শ্বাসে দম্‌বেনাকো বুক,
অন্ধকারে হজম ক'রে যায় মিটে তার ভুখ !

আজ দীপালী, জাগ্রত হ' মন !
মর্ম্ম-গীতি মুক্তি পেয়ে, বন্যা তুলে যাচ্চে ধেয়ে,
তন্দ্রধারক ! আজ কি থাকে নিদ্রিত অমন ?
স্বর-তুফানে ঝাঁপিয়ে ও তোর ঘুমকে কর্ দমন।

*

জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্‌চে আলোর ঝাড় !
দেশ-ভরা সব কালোয় গ্রাসি, তান ধরেচে আলোর বাঁশী,
গিট্‌কিরিতে যায় ছুটে যায় অসাড়তার জাড়,—
ও ভোলা মন ! ত্যাথ্‌রে জীবন, ছাড়্‌না স্বপন-আড় !

*

আগুন, আগুন ! ধ্যানের সাধন মোর !
দিগ্বিজয়ী হে নৃপতি ! পাতালপুরে দাও দীপতি,
অত্যাচারের গোলামখানায় পোড়াও বাঁধন-ডোর,—
আয় আঁধারের খিন্ন প্রজা, ভোল্ রে কাঁদন তোর !

*

বহ্নি-সারং বাজচে, ছুটে আয় !
সাগ্নিকেরি উষ্ণ গীতি, ভস্ম করে রুগ্ন স্মৃতি,
অনল-কটা মেঘের জটা অভ্র লুটে যায়,—
জ্বালামুখীর সুরের ঘটা সদ্য ফুটে তায় !

*

তাথৈ নাচে শঙ্করীর চরণ !
শব সাধনার রাত্রি মাঝে, বীরাচারীর স্তোত্র বাজে,

খড়্গ-ঝরা রক্ত-ধারায় মগ্ন হয় মরণ,
তন্ত্রসারের মন্ত্র তোরা মর্ম্মে কর্ স্মরণ।

*

গায় কাপালিক শক্তি-গীতা রে!
অট্টহাসি হাস্‌চে শ্যামা, কণ্ঠ থেকে রোদন থামা,
কুণ্ডলিনী সর্পী যেন হয়না মৃতা রে,
ভৈরবের ঐ মাভৈ রবেই চণ্ডী প্রীতা রে!

*

দীপালি হো! উজল দীপালি!
তুচ্ছ যত দুর্ব্বলতা, দৈন্য-ভীতির ক্লিন্ন কথা,
চিত্ত-ডালি উপুড় ক'রে শিখায় দি ঢালি,
আর, দীপকের দীপন-তালে নৃত্যে দি তালি!

শ্মশানবাসীর আবেদন

নির্য্যাতনের দেবতা তুমি, শঙ্খ তোমার ডাকৃচে আজ,
চক্ষে আমার নিদ্রা ছোটে, পড়্‌চে খ'সে তন্দ্রা-সাজ!
আমরা জেগে ঘুমিয়ে আছি ছেঁড়া-কাঁথার শয্যাতে,
অজ্ঞানতা লিপ্ত আছে অস্থি এবং মজ্জাতে!
স্বপ্ন মোদের সঙ্গী আছে, তন্ত্র আছে রূপকথা—
শাস্ত্র আছে কল্পনা আর মন্ত্র আছে মূর্খতা!

এপাশে যেই পড়ছে লাথি, ওপাশ ফিরে শুচ্চি ফের,
বাড়ীর ভেতর ঢুকলে ডাকাত ভাঙ্‌চেনাকো ঘুমের জের !
রাত্রি,কালো ধাত্রী মোদের, আত্মা মোদের স্বপ্নচর,
সুদূর থেকে ডাক্‌চে মিছে বিদেশী ঐ সূর্য্যকর !
বিশ্ব দ্বারে অতিথ্‌ হ'লে ভিক্ষে পাবে শূন্য সে,
গণ্ডী মোদের পূজোর ঠাকুর, বিশ্বে হবে ক্ষুণ্ণ সে !
পৈতে মোদের গলায়-দড়ি, কণ্ঠে মরণ-ফাঁস পরায়,
মগজ ফুঁড়ে টিকির আঁটি কেবল বুদ্ধি নাশ করায় !
সিন্দবাদের বুড়োর মতন সমাজপতি স্কন্ধপর,
দুই চোখে তার দৃষ্টি পশুর, শ্বাস যে পুতিগন্ধকর !

মোদের নাকি স্বদেশ আছে ? আছেন নাকি দেশমাতা ?
এম্‌নি কথাই বলচে বটে রাজনীতিকের হালখাতা !
কিন্তু দেশের দৃশ্য সুধু ঝড়ের আঁধি, বন্যাদায়,
অন্নাভাবে মড়ক হাসে, কাঁদচে মা-বৌ-কন্যা হায় !
শূন্য ক্ষেতে উড়্‌চে ধূলো, তড়াগ-নদীর বুক খালি,
চারধারে তার মড়ার মাথা,—মৃত্যু ব্যাধির হাততালি !
অজন্মাতে মর্‌চে চাষা, নয় তবু নয় খাজ্‌না-মাপ,
মশাইরা সব কশাই হয়ে সাজেন দীনের ধর্ম্মবাপ !
অনেক কোটি জীবের দলে 'মানুষ' মোটে জনকতক,
বাকি সবাই 'নিম্ন-জাতি',—ম'লেই বাঁচি—ডাক্ ঘাতক !

স্বদেশ আমার, স্বদেশ তোমার,—এই কি রে তার চিত্রপট ?
বক্ষেতে যার বেড়িয়ে বেড়ায় চোর-জোচ্চোর, লক্ষ শঠ!
নেতারা সব প্রতি-জনেই বাজিয়ে বগল বল্‌তে চান—
'উদ্ধারিতে দেশমাতাকে মাত্র আমি বর্ত্তমান !'
ধাপ্পাবাজির মঠ খুলে ঐ তুল্‌চে চাঁদা লেকচারে,
পকেট কিন্তু ছ্যাঁদায় ভরা,—দেশের নেতা সব পারে !
হত্যাকারীর চেয়েও নীচু, জীবিকা যার স্বদেশপ্রেম,
কষলে পরে দেখবে ঝুটো ভাবচ যাকে সাঁচ্চা হেম !
জানি জানি প্রাণ আছে গো, প্রাণ আছে গো বিন্দুকয়,
ইন্দু চাপা কিন্তু অমায়,—বিন্দু কয় কি সিন্ধু হয় ?
মায়ের ছেলে ডাইনি-খেকো, রন্ধ্রে শনি বিত্তমান,
সয়তানিতে প্রাণ হলো ক্ষীণ—ফুটতে নারে হৃষ্ট গান !

নির্য্যাতনের দেব্‌তা ওগো, নির্য্যাতনের দেব্‌তা গো !
শ্মশান-ভূমের চিতার ধূমে বিকটরূপে আজ জাগো !
জগদ্ধাত্রী চাইনে মোরা, অন্নপূর্ণা চাইনা আজ,
এই মশানে শান্ত রূপের বিদ্রূপেতে নাই মা কাজ !
জাগ করালী শ্মশান-কালি—অট্টহাসের বজ্ররব !
জড় যদি হয় জ্যান্ত মাগো, কর্‌বে তারা সহ্য সব !
অঞ্চলে তোর ঝঞ্ঝা দোলে, কুন্তলে তোর প্রলয়-মেঘ,
বিদ্যুতেতে খড়্গ গড়া, গতিতে তোর বন্যা-বেগ !

ভূমিকম্পের চরণ-ছন্দে কর্ মা নৃত্য তাথৈ-থৈ,
'ধ্বংসতে হয় জন্ম প্রাণের'—শুন্‌চি যেন মাভৈ ঐ !
সাগর-বুকে মরণ ল'ভেও গঙ্গা কি প্রাণশূন্য হয় ?
বদ্ধ নদী পূর্ণ হ'লেও নয় তা জীবন-পূর্ণ নয় !
যে দেহে নেই প্রাণের সাড়া সে দেহ তো শবদেহই,
যে দেশে নেই শক্তি-বাণী, জ্যান্ত সেথায় নয় কেহই !
জীবন আনে চঞ্চলতা, জন্ম আনে মৃত্যুতে,
তীব্র কি ঐ দীপ্তি প্রাণের মৃত্যু-ভরা বিদ্যুতে !
চণ্ডিকা গো, ভৈরবী মা ! নির্য্যাতনের মূর্ত্ত রূপ !
আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তোলো, আজ্‌কে যারা শান্ত চুপ !
জাগিয়ে তোলো, জাগিয়ে তোলো,স্বপ্নচরের ঘুম-গেহ,
জাগিয়ে তোলো পায়ের চাপে নিসাড় হয়ে যার দেহ !
জাগিয়ে তোলো বাত্যা-শ্বাসে মৌন দেশের দিগ্বিদিক,
জাগিয়ে তোলো হুহুঙ্কারে খাঁচার যত স্তব্ধ পিক !
জাগিয়ে তোলো শ্মশান-ধামে শব-সাধনার মন্ত্র ঘোর,
জাগিয়ে তোলো যা-কিছু মা, শক্তি আছে রক্তে মোর !
জাগিয়ে তোলো এই হৃদয়ে মিথ্যা পাপে সুপ্ত যা,
জাগিয়ে তোলো এই জীবনে গণ্ডী-চাপে লুপ্ত যা !
জাগিয়ে তোলো যৌবনে যা জরার মতন মৃতপ্রায়,
জাগিয়ে তোলো,জাগিয়ে তোলো,জাগিয়ে তোলো খড়্গ-ঘায় !
ভয় পেয়ে লোক কাঁদ্‌বে বটে,—নীরবতায় জীবন তাও !
বুঝ্‌ব তবু সাড় আছে গো,—অশান্তি-গীত আজ শোনাও !

মনের ক্ষেতে ফসল ফলাক্ নির্য্যাতনের যন্ত্রণা,
জানুক্ সবাই এই দেহটা স্বপ্ন-দেখার যন্ত্র না!
শান্ত সুরের কান্ত কবি, গান তোর ভাই বন্ধ কর্,
অন্ধকারের কণ্ঠ চেপে দীপক-রাগের ছন্দ ধর্!
দীপক-রাগের ছন্দ হো হো! মন-ক্ষ্যাপানো পাগলা তাল!
পাত্রে ঢালো অগ্নি-সুরা, দীপ্তিহারা হোক্ মাতাল!
আগুন ফেরি করতে কবি! রাজপথেতে আয় নেমে,
বকুল-বনের কোকিল-শ্যামা স্বর শুনে তোর যাক্ থেমে!

দরিদ্রের জাগরণ

গরীবের ছেলে, গরীবের ছেলে, ছেঁড়া কাঁথা তোর ফেলে দে ছুঁড়ে,
চেয়ে ছাখ্ আজ মেলি শতদল সোনালী কমল উদয়-চূড়ে!
ভুবনের মাঝে দুই জাতি আছে, নাই নাই আর জাতির পাঁতি,—
ধনী ও গরীব ;—যারা লাথি মারে, আর যারা খায় তাদের লাথি!
চিরকাল ধ'রে ধূলো মেখে গায়, লাথিতে হোলো না অরুচি কি রে?
বাঙালী-ঘরের কাঙালী বেচারা! উঠে ব'সে মোছ্ নয়ন-নীরে!
জগতে জেগেছে গরীব আজ!
গরীবের ভাতে হাত ছায় যারা, তাদের মাথায় পড়ুক বাজ্!

রুশিয়ায় ঢাখ্ জেগেছে গরীব, কোথা জমিদার, কোথায় প্রজা ?
রাজা-প্রজা সব একসা হয়েছে, মাঝে সীমা-রেখা যায় না বোঝা !
কত শতাব্দী করেছে সহ্য ধনীর চাবুকে কত-না মার,
আজ তারা সবে ধনীর সমান, নেই ভেদাভেদ যাতনা আর !
ধনী ত্যায় নাই নিজে কিছু ছেড়ে, ভালোবেসে দীনে বলেনি 'মিতা',
গুঁতোর চোটেতে হ'য়ে গেচে ঢিট্, গরীবের জোর বুঝেচে কি তা !
জাগো বাংলার দুঃখী ছেলে !
সিন্ধুতে যদি বন্যা জাগে রে, সাধ্য কাহার পিছনে ঠেলে !

*

গরীবের কি গো নেই ভগবান্, চিত্ত কি তার আত্মা-হারা ?
ধনীর মতই বক্ষে কি নেই তপ্ত-লোহিত রক্ত-ধারা ?
নাই কি তাদের ভালোবাসা প্রেম, নাই কি হৃদয়ে কামনা শত ?
এই ধরণীর রসধারা পিয়ে ফোটেনি কি তারা ফুলের মত ?
রোগে মরে তারা, অনাহারে মরে, বেঁচে ম'রে থাকে জড়ের প্রায়,
দারিদ্র্য যেন মহাপাপ ওরে—যৌবনে তারা মৃত্যু চায় !
ধনী কেন বলে 'আমারি সব' ?
দীন কেন হায় ভিখারীর মত করে জোড় করে আর্ত্ত-রব ?

*

ধনীর অন্ন কারা খেটে আনে ? সে ওই ক্ষেতের গরীব চাষা !
কর্ম্মী কাহারা, শিল্পী কাহারা, শ্রমিক কাহারা,—দেশের আশা ?
দীন গড়ে বাড়ী, ধনী বাস করে ; দীন বোনে বাস, ধনীরা পরে ,
অজন্মাতেও দীন প্রজা তবু কেঁদে টাকা ঢালে রাজার ঘরে !

প্রকৃতির দান সকলে সমান, পৃথিবীর এই সবুজ মাটি,—
কার অধিকারে ধনী দাবি করে, কার ক্ষমতায় আগুলে ঘাঁটি ?
অকেজো, নিঠুর গর্ব্বী ধনী !
দীন যদি বসে কাজ ছেড়ে দিয়ে, ম'রে যাবি তোরা প্রমাদ গণি' !

*

ঘুমপুরে আজ ভেঙে গেছে ঘুম, ছোঁয়া দিয়ে গেছে সোনার কাটি ;
যুগে যুগে জমা প্রাণের আবেগ বোমারি মতন গিয়েছে ফাটি' !
গরীবের জোর বুঝেছে গরীব, মিছে ভয়ে পিছে যাবে না স'রে,
ভোরের আলোতে খোলা রাজপথে, মুখোমুখি দেখি সাধু ও চোরে !
দীন বলে ডেকে—'কর্ম্মী যে-জন, কর্ম্মফলেতে দাবি তো তারি !
কার কত বল দ্যাখা যাক্ যুঝে, দেখি ধনী-সনে পারি কি হারি !
হাতে হাতে ধার শুধিতে হবে !
যা আছে পাওনা দিলে ষোলোআনা, ধনী পাবে আজ ছাড়ান্ তবে !

*

শোনো, শোনো হো-হো ! বিশ্ব জুড়িয়া ক্ষুব্ধ দীনের যুদ্ধগান !
জাগো বাংলার দুঃখী গরীব ! ধর, ধর ত্বরা ঐক্যতান !
কেবা জমিদার, কেবা প্রজা তার, কেবা প্রভু আর গোলাম কেবা ?
তোরা যে মানুষ, তোরা যে শ্রমিক, কেন অলসের করিবি সেবা ?
কপালের ঘাম চরণে ফেলিয়া যা পাবি সে তোর,—ধনীর নয়,
ধনী যদি পারে নিজে খেটে খাক্,—যোগ্য হবে যে, তাহারি জয় !
বিশ্ব-সভায় জিতেছে দীন !
বাঙালী গরীব ! তুমিও সজীব, থেক না থেক না বাক্যহীন !

জাগৃহি

বাংলা দেশের শ্যাম্‌লা মেয়ে, গা তোলো গো চোখ মেল’ !
পাতাল-পুরীর গর্ভ ছেড়ে আলোক-পুরীর দোর ঠেল’ !
জাগো আমার স্ত্রী-জননী ! জাগো আমার বোন-মেয়ে !
দেখ্‌চনা কি আলোর কমল ফুট্‌চে কাদের মুখ চেয়ে ?
ঘরছাড়া ঐ রোদ-পাথারে ভাসাও মানস-হংস গো !
নীল আকাশে তোমাদেরও সমান আছে অংশ গো !
ঐ যে অবাধ দখিন-হাওয়া জাগায় বনের মর্ম্মরে,
পুরুষ কেন একলা কেবল রাখ্‌বে দখল তার পরে ?
শ্যামল তৃণের গাল্‌চে-ঢাকা উধাও মাঠের চারধারে,
শিকল-খোলা মহোৎসবের জাগচে উদার বার্ত্তা রে !
শৈল-নদী পাগল-বেগে আগল ভেঙে যায় চ’লে—
ঐ শোনোনা, মুক্তি-ভীতে ডাক্‌চে ধারা ‘আয়’ ব’লে !

*

বাংলা দেশের শ্যাম্‌লা মেয়ে ! ঘুমিওনা আর ঘুমিওনা,
গাম্‌লা-মুখো আম্‌লাগুলোয় মাম্‌লা তোমার শুনিও না !
জাগ্‌বে যদি নিজেই জাগো, নিজের পায়ে ভর্ দিয়ে,
নিজের কাজ কি হয়গো কভু স্বার্থপর সব পর দিয়ে ?
‘দেব্‌তা’ ব’লে বিকোন্ যিনি, তুমি যে তাঁর দেবদাসী,
চরণ-সেবা বন্ধ হ’লে যায় যে মুছে তাঁর হাসি !

এমন মানুষ ক'জন আছে—প্রভুত্বতে নেইকো লোভ ?
প্রজা হ'লে রাজার সমান, রাজার তাতে হয় না ক্ষোভ ?
বুকচাপা ঐ পাথর সরাও—দাও ভেঙে ঐ তিমির-বাঁধ,
ঘোম্‌টা দিয়ে, পরকে দূষে মিছেই কর আর্ত্তনাদ !
সূর্য্য-করের সোনার-কাঠি সাম্‌নে তোমার জ্বল্‌চে যে—
'জাগত হও—জাগ্রত হও'—বল্‌চে তারা বল্‌চে যে !



বাংলা দেশের শ্যাম্‌লা মেয়ে ! শুন্‌চনা কি যুগের ডাক্ ?
ঐ ডাকেতেই সুর মিলিয়ে বাজাও তোমার বিজয়শাঁখ !
তোমরা সতী শক্তিমতী, যেথায় থাকো—যদ্দিনই,
এই জাতেতেই জন্মেছিলেন চিত্রাঙ্গদা, পদ্মিনী !
'আর্কের জোয়ান', দুর্গাবতী, চাঁদবিবি আর লক্ষ্মীবাই—
ধন্য করেন যে জাত ওগো, দুঃখ নাই তার শঙ্কা নাই !
অতীত কালের হাথসেপ্‌সোথ্, সেমিরামিস, রিজিয়া—
তাঁদের মাথায় কে গিয়েছে বসাতে কর জিজিয়া ?
প্রাচীন রোমের বীরাঙ্গনা গায়ের জোরেই জেগেছে,
সাম্‌নে তাদের মহাসভার যোদ্ধারাও সব ভেগেছে !
দশমহাবিদ্যা দেখে স্বয়ং শিবই মূর্চ্ছা যান—
তোমরা 'ভীরু অবল জাতি'—যাও ভুলে এ কুৎসা-গান !



বাংলা দেশের শ্যাম্‌লা মেয়ে ! আজও শোনো এই ধরায়,
বিশ্ব-নারীর আত্মা জেগে যুদ্ধ-গীতে দিক্ ভরায় !

বিদ্যা-বুদ্ধি-শক্তিতে যে নারী এবং নর সমান,
প্রতীচ্যেতে সকল কাজে কর্‌চে তারা সপ্রমাণ!
খাচ্ছে নারী রুলের গুঁতো—পর্‌চে হাতে হাতকড়া—
তবু তারা যুঝচে সমান—তবু তাদের স্বর চড়া!
যাচ্ছে নারী যুদ্ধ-ক্ষেতে, উড়ো-রথে চড়চে ঐ,
সাঁত্‌রে চলে সাগর-পারে, সিংহ-শিকার কর্‌চে ঐ!
নেইকো নিয়ে গয়না-কাপড়, 'পাউডার' আর 'রুজের পেণ্ট',
হচ্ছে তারা হাকিম-হকিম, দ্বার খুলেছে 'পার্লামেণ্ট'!
বিনা-রণে একটু জমি দেয়নি ছেড়ে নরের দল,
নারী সেথায় স্বাধীন হোলো দেখিয়ে কেবল বাহুর বল!

*

বাংলা দেশের শ্যাম্‌লা মেয়ে! উঠুক তোমার চোখ রেঙে,
স্মার্ত্ত রঘু, মনুর বিধান পায়ের চাপে দাও ভেঙে!
গর্ত্তে বসে' হাঁপাক্ নারী—পুরুষ চলুক্ পথ দিয়ে,
কন্যা করুক্ একাদশী—বাপের কিন্তু সাত বিয়ে!
দস্যু এসে অঙ্গ ছুঁলেও নারীর বেলায় নেই ক্ষমা,
পুরুষ-প্রভুর লক্ষ পাপেও সমাজ-খাতায় নেই জমা!
নয়কো এ-সব বিধির বিধি, চল্‌বে না আর চল্‌বে না—
জোচ্চোরের এ ধাপ্পা শুনে নারীর হৃদয় টল্‌বে না!
স্বামীর ঘরে জাগো বধূ, বাপের ঘরে কন্যা গো!
দরজা খোলো—দরজা খোলো, আস্‌চে আলোর বন্যা গো!
তোমরা সবল, তোমরা স্বাধীন, তোমরা মানুষ—স্থির জেনো,
নারীর ভাগে হাত দেবে যে, তার শিরেতে বাজ হেনো!

কয়েদী

বনের বাঘা, বনের বাঘা! খাঁচায় পুরে বাঁধলে কে?
চিড়িয়াখানার সং সাজিয়ে, সুখেতে বাদ সাধলে কে?
জুলজুলিয়ে দেখচে চেয়ে,
হাততালি দেয় ছেলে-মেয়ে,
নলখাগড়ার দোদুল বনে নিঠুর ফাঁদ সে ফাঁদলে কে?
নিবিড় বনের স্বাধীন বাঘা! খাঁচায় ধরে' বাঁধলে কে?

*

বাঘা ছিল বনের দুলাল,—মাথায় ছিল নীলাকাশ,
থাবার তলায় কাঁটাও ছিল,—ছিল নরম দুর্ব্বাঘাস!
রাত-দুপুরে নদীর তটে,
মরণ-ধ্রুপদ কণ্ঠে রটে,
উঠ্‌ত পড়্‌ত ছুট্‌ত উধাও, ফেল্‌ত হু-হু ঝোড়ো শ্বাস!
বনের দুলাল ফির্‌ত বনে, মাথায় অসীম নীলাকাশ!

*

আজ্‌কে দেখি কুলুপ-দেওয়া খাঁচাটার ঐ তিন-দোরে,
কোটর-গত চক্ষু-দুটো—উদর অস্থি-লীন ওরে!
নেইকো খোলা-মাঠের বাতাস,
নেই আকাশে অসীম আভাস,
আছে সুধুই অন্ধকার আর গতির বাধা পিঞ্জরে!
মন-কাঁদানো তিন্‌টে কুলুপ লাগিয়ে গেছে তিন-দোরে!

সোঁদর-বনের সবুজ-স্বপন ভোলেনি ও—ভোলেনি !
চুপটি ক'রে আছে, কারণ খাঁচার দুয়ার খোলেনি।
বনের কথাই মনের কথা,
ভাবচে এবং পাচ্ছে ব্যথা,—
দেখচে চেয়ে,—ঝড়ের ঠাকুর মেঘের নিশান তোলেনি !
গভীর বনের শ্যামল স্বপন ভোলেনি ও—ভোলেনি !



উঠবে জ্বলে' চোখ-দুটো ওর—যে চোখ এখন ঘোলাটে,
ঝল্‌বে যেদিন আগুন-ত্রিশূল কালো মেঘের ললাটে !
খাঁচার মালিক ! শুন্‌বে তখন
বাঘার গলায় বাজের বচন,
হাঁক্‌বে যেদিন পাগ্‌লা ঝোড়ো,—ভাঙবে লোহার কবাটে,
—বনের বাঘা ভুল্‌বে দাগা, রইবে না চোখ ঘোলাটে !

এক যে

এক যে হাতী বাস করে ঐ রাজার আগারে,
তার সুমুখে কাঁপ্‌বে না আর বনের বাঘা রে !
বন্‌ভোজনে হয়না আহুত্‌,
দেব্‌তা এখন বুড়ো মাহুত,

খায় সুখেতে ভিখ্ মেগে সে ঘাসের ভাগা রে—
শিকলিতে আর পায়না দাগা রে !

এক যে ঈগল বাস করে ঐ খাঁচার 'দাঁড়া'তে,
প্রভাতে তার নিদ্ ছোটে না বনের সাড়াতে।
দেখ্‌চে না সে গিরির শিখর,
মাখ্‌চে না সে নির্ঝর-শীকর,
করচে না সে স্বাধীন-বিহার আকাশ-পাড়াতে,
পার্‌চে না সে ঘুমকে তাড়াতে।

*

এক যে অশথ্ বাস করে ঐ ছাদের কোটরে,
মেঘের মুখে ছায়না চুমু—এম্‌নি ছোট রে !
মর্‌চে ইঁটে কপাল ঠুকে,
কাত্‌রে কেঁদে অথির দুখে,
ঝড়ের রাজা যখন বলে—'স্যাঙাত, ওঠ রে !
কেন এমন ধূলোয় লোটো রে ?'

*

এক যে মানুষ বাস করে ঐ অতল পাতালে,
কাচ নিয়ে সে ভাব্‌চে বুঝি মাণিক হাতালে !
নেইকো জানা জগৎ-রীতি,
কয়েদ থাকাই তাহার নীতি,

নিজের হাতেই চারপাশে তাই পাঁচিল গাঁথালে—
আঁধার-নেশার না-ছোড় মাতাল এ!

*

এক যে হৃদয় বাস করে হীন দেহের আসরে,
মরণ-রাতের স্বপন ভাখে আলোক-বাসরে!
জীবন যখন গর্জে হাঁকে,
মিন্‌মিনে সে লুকিয়ে থাকে,
ঝাঁঝ্‌রা-ভাঙা পাঁজ্‌রা ঠেলে একটু না সরে—
জুতোর চাপে সব সে পাসরে!

প্রবাসী

স্বজন ছেড়ে হই প্রবাসী
হায় গো যখন দূর-বিদেশে,
বুক-ভরা মোর দৈন্য-রাশি
কাঁদায় করুণ সুর চিতে সে,
শ্রান্ত স্মৃতির মন্দ দোলে,
ক্লান্ত গীতির ছন্দ খোলে,
সন্ধ্যেবেলার অন্ধ ছায়া মর্ম্মে জাগায় তার কাহিনী,—
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী!

যখন দেখি, না-চেনা কোন্
ঘরের ভিতর সাঁঝের বাতি,
ঘুমের বুলি মানে না মন
পেরিয়ে গেলেও মাঝের রাতি ;
যখন শশী পূর্ব্বাকাশে
স্বপ্ন মাখায় দূর্ব্বা-ঘাসে ;—
খোকায় চুমু খায় গো যখন আজানা সব মা-ভগিনী,—
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী !

*

বিদেশী কোন্ গাঁয়ের বধূ
যখন পথে জল্‌কে চলে,
মধুর দখিন বায়ের মধু
মনকে রসে চল্‌কে তোলে,
চপল দুটি আঁখি-পাখী
চম্‌কে ওঠে থাকি' থাকি',
কলস-গলে কাঁকন দুটি বাজ্‌তে থাকে রিনিঝিনি,—
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী !

*

ইল্‌শেগুঁড়ির ছাট্-ছড়ানো
আসে যখন বাদল-বেলা,
সজল খেলা মাঠ-ভরানো,
বনে ছায়ার আঁচল ফেলা,

সোঁদা-মাটির গন্ধ-ঘোরে
ওঠে প্রাণের রন্ধ্র ভ'রে,
চোখে ভাসে কাশ-কেতকী, তাল-পুকুরের কমলিনী,—
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী!

*

দূর প্রবাসে দেখি যখন
ঘরের ছবি কল্পনাতে,
নীল-মাখানো সে কি গগন—
লিখ্‌চে জলদ গল্প যাতে!—
শিবালয়ের সোপান-তলে,
গঙ্গারি শ্বেত পরাণ গলে,
প্রাণ-ভোলানি ধান-দোলানি,—বন-বিহগীর সুর সোহিনী-
মনে পড়ে, বাংলা-দেশের মিষ্টি কোলের কী মোহিনী!

বঙ্কিম-তর্পণ

(কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনী)

বাঙালীর ছেলে! বাঙালীর মেয়ে! যে থাকো যেথায়—
শোনো গো আজ!
ভেদের তন্ত্র ভুলুক্ কণ্ঠ,—পর গো বন্ধু, পূজার সাজ!

কাঁটাল-পাড়ার প্রতি-ধূলিকণা যাঁহার চরণ-ছোঁয়াতে সোনা,
তর্পণে তাঁরি আহ্বান আসে, ভক্তিতে ভরো প্রাণের দোনা!
ভাষার সেবক! ভাবের সাধক! পূজার লগন ডাকে
তোমায়—
আজি আষাঢ়ের সজল বাতাসে স্মৃতির বরষা চিত্ত ছায়!
ঋষি বঙ্কিম—হে মহারথ!
মন্ত্র-কুহকে মুক্ত করেচ বঙ্গভাষার তীর্থপথ!

*

চির-পরাধীন, চির-পদ-লীন, চির-উদাসীন—ছিলাম হেয়,
মৃত-সাহিত্যে জীবন অর্পি তুমিই দেখালে—আমরা শ্রেয়!
তুমিই প্রথম শিখালে, বুঝালে,—জননী মোদের জন্মভূমি,
মা-বন্দনার গায়ত্রী নব আনন্দ-ভরে রচিলে তুমি!
মুখে দিলে ভাষা, বুকে দিলে আশা, বলিলে—"বাঙালী,
নহগো ছোট,
সারা-ভারতের প্রাণ-সরোবরে শতদল-সম ফুটিয়া ওঠ!"
গুরু বঙ্কিম- হে পুরোহিত!
ভাব-তপোবনে তরুণ প্রভাত শুনেচে তোমার সাধন-গীত!

*

আজো তব বাণী—মাতৃপূজাবাণী, নিখিল ভারত ভরিয়া
আছে,
শত জাতি-ধারা এক হয়ে গেছে তোমার দৈববাণীর কাছে।
যে-'রবি'র আলো ভারত ছাড়ায়ে যায় দূর-শ্বেত-সাগর-তীরে,
বুক-চাপা-মেঘ তুমি না সরালে,এত জল্-জল্ জ্বলিত কি রে?

নয়ন তোমার দেখেচে অতীত, অনাগত আর বর্ত্তমান,
কল্পনা দেয় আলো-আঁধারিতে কান্না-হাসির শ্রেষ্ঠ দান !
কবি বঙ্কিম—কল্পতরু !
মর্ত্ত্যেতে ঢেলে নন্দন-সুধা স্নিগ্ধ করেচ দগ্ধ মরু !

সঙ্গীতে তব বিশ্বপ্রেমের সাম্য-রাগিণী উচ্ছ্বসিত,
তন্ত্রীতে তব চন্দ্রালোকের তন্দ্রা-তানও ঝঙ্কারিত।
কখনো হয়েচ কুলিশ-কঠিন, কখনো হয়েচ ফুল-কোমল,
কখনো ঢেলেচ ক্রোধের অনল, কখনো ঢেলেচ চোখের জল !
যুগ-ধর্ম্মের নব-ঝঞ্ঝা'য় ভরেচ শঙ্খে ধ্রুপদ শত,
চিত্রপটেতে সম্রাট-সাথে দুঃখীর ছবি এঁকেচ কত !
ভাবের রাজ্যে হে মহারাজ !
ভক্ত আমরা, শিষ্য আমরা—ভুলি নি ভুলি-নি তোমাকে
আজ !

বীণাতে যে-সুর গিয়েচ শুনায়ে, সেই সুরে আজো আমরা
গাহি,
তোমার পরশে দাসের জীবনে জেগেচে চেতনা হৃদয়-দাহী !
অন্ধ আঁখিতে দৃষ্টি দিয়েচ,—সুপ্তি টুটিয়া সংজ্ঞা নব,
সমাজে এনেচ উদারতা তুমি—বিদ্রোহ, সেও সৃষ্টি তব !

হে মহামানব! বাঙালী-প্রধান! মরিয়া-অমর!
বিশাল-চেতা!
দীক্ষায় তব, শিক্ষায় তব বাঙালী আজিকে ভারত-নেতা!
বিপুল-প্রতিভা হে অবতার!
বাংলা-মায়ের কণ্ঠে তুমি যে যত্নে-সাজানো রত্ন-হার!

"আঠারোই মার্চ্চ"

কাজ্‌লা রাতের দীর্ঘশ্বাসে
ঘুর্‌ল আবার বর্ষ-চাকা,—
তন্দ্রা-লোভী মন রে আমার,
মুখ তুলে তুই উর্দ্ধে তাকা!
আজ্‌কে তরুণ চৈত্রমাসেও
মেঘ ভরেচে সকল গগন,
আঁধির তলায় কালোয় কালোয়
যায় তলিয়ে আলোর লগন।

*

বর্ষ গেল—বর্ষ গেল!
আবার এল সেদিন ফিরে,
নতুন যুগের ঠাকুরটিকে
রাখ্‌লে যেদিন পাঁচিল ঘিরে।

নতুন দিনের প্রাণের ঠাকুর!
তোমার পায়ে শিকলি বাজে,
আমরা চোখে লাগিয়ে ঠুলি
ব্যস্ত আছি মস্ত কাজে।

*

আমরা সবাই ব্যস্ত আছি
চাল্‌বাজি আর বক্তৃতাতে,
চর্‌কা নাকি 'খ্যাল্‌না শিশুর
নেইকো বিশেষ শক্তি তাতে!'
মণ্টেগুর ঐ মন্ত্রশালায়
শিং ভেঙে ফের ঢুক্‌তে হবে—
মাচার ওপর দাঁড়িয়ে আবার
খুব কসে তাল ঠুক্‌তে হবে!

*

নতুন যুগের প্রাণের ঠাকুর,
তোমার পায়ে শিকলি বাজে,
ভব্য মোরা সভ্য কিনা—
দিব্য বেড়াই নব্য সাজে!
কপ্‌নী-পরা গান্ধি প্রভু!
আত্মা তোমার দেখুক্ চেয়ে,
কী সহজেই ভুলচে তোমায়
দেশের ছেলে, দেশের মেয়ে!

চর্‌কা তেমন ঘুরচেনাকো,
টান্ কমেচে খদ্দরেতে,
হাল-ফ্যাসান আর নয় 'স্বদেশী,'
বুঝচে যত 'ভদ্দরেতে'।
বামুন যেমন ঘর গেল গো,
অম্‌নি লাঙল তুল্‌চে ধ'রে—
খাস্‌বিলিতী স্থতোর গোছা
কিন্‌চে এবং খুল্‌চে জোরে।

*

তরুণ-যুগের মূর্ত্ত অরুণ,
মিথ্যে হেথায় জন্ম নিলে,
কাদের তরে দুঃখ সয়ে
তপ্ত বুকের রক্ত দিলে?
আজ্‌কে তোমার ধ্যানের ছবি
বল্‌চে এরা 'ভুলের স্বপন',
হেলা-ফেলায় যায় শুকিয়ে
যে বীজ তুমি কর্‌লে বপন।

*

শুদ্ধচেতা বৃদ্ধ ওগো,
যুদ্ধ তোমার অহিংসাতে,
ভারতভূমি কর্‌লে শ্যামল
শান্ত তোমার নয়ন-পাতে।

শ্বেত-দীপের ঐ বরফ-হাওয়া
দ্বিগুণ বেগে বইচে আবার,
নিঃশ্বাসে তার লুকায় সবুজ,
না-হতে হায় বছর-কাবার।

●

অন্ধকূপের অন্দরেতে
চক্ষু তোমার অশ্রুভরা,
আপন দুখে নয় সে কাঁদন,
এ-কথা কি বুঝবে ওরা?
বর্ত্তমানের মহামানব!
চিত্ত তোমার দুঃখ-জেতা,
তোমার পায়ের ধূলোর সমান
একটা মানুষ নেইকো হেথা

*

নেই, নেই, নেই, নেইকো মানুষ—
ভারতে নেই মানবতা!
অঙ্গ এদের জ্যান্ত পাথর
জাগবে না তায় আকুলতা!
ভারতব্যাপী গোয়াল-ঘরে
হচ্ছে বিপুল দুগ্ধ-দোহন,
জাবর কেটে শুনচে সবাই
পোষ-মানানো মন্ত্র মোহন!

●

বর্ষ গেল—বর্ষ গেল !
আত্মা ও-কার বল্‌চে দুখে,—
"কে আছে গো মানুষ দেশে,
প্রাণ আছে গো কাহার বুকে ?
জাগো, জাগো—ঘুমন্তরা !
দেখবে আবার চন্দ্র-তারা,
জন্মভূমি ডাক্ দিয়েচে,
রইবে কারা কর্ম্মহারা ?"
গান্ধী-ঠাকুর বন্ধ কারায়,
মন্ত্র-সাধন করতে হবে,
না-হয় হবে শরীর-পতন,
মৌরসী কেউ নেয়-নি ভবে !
কোথায় সেবক—মায়ের সেবক !
দেশপ্রেম যার মর্ম্ম-মাঝে,
ভুল্‌বে না সে, ভুল্‌বে না সে—
গুরুর পায়ে শিকলি বাজে !

জয়-অকালী

জয় অকালী, জয় অকালী, জয় গোবিন্দের শিষ্য !
আজ ভারতের শ্যামল পটে আঁকলে একি দৃশ্য !
চাচ্ছে সবাই যেতে আগে,
কাট্‌তে কাঠ ঐ গুরুর বাগে,

মর্ম্মে ফোটে ভক্তি-কমল,
বক্ষে নাচে শক্তি সবল,
মরণ-ভীতি পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে হোলো লুপ্ত,
পাঞ্জাবেতে জাগ্‌ল আবার কোন্ কেশরী সুপ্ত !

*

মন্দিরেতে যোগীন্দ্রের ঐ নাচ্‌চে উপপত্নী !
জাতির রত্ন নিয়েই তো রে মোহান্ত সব রত্নী !
কপট গুরু পূজার ঘরে,
ভোগ-পেয়ালা ওষ্ঠে ধরে,
শিষ্যেরা সব কাঁদ্‌চে দ্বারে,
গর্ব্বে-কালা শুন্‌চে না রে,
রাজাও তাহার পক্ষ নিয়ে দেখ্‌চে শিঙার-সজ্জা,
বীরের জাতি সইবে কেন এমন হেয় লজ্জা ?

*

যাচ্ছে নারী, যাচ্ছে বালক, যাচ্ছে যুবা, বৃদ্ধ !
উদ্যত সব যষ্টিগুলো, তাও গো তাদের হৃষ্ট !
সৈন্যরা ঐ আগ্‌লে ঘাঁটি,
দম্‌দমাদম্ চালায় লাঠি,
খুল্‌চে টেনে শিখের-শিখা,
লিখ্‌চে শিরে শোণিত-লিখা,
মার্‌চে লাথি, ফেল্‌চে থানায়, অটল তবু চিত্ত—
ভক্ত-হিয়ার রক্ত-স্রোতে নির্য্যাতনের নৃত্য !

হৃষ্টপুষ্ট হ'চ্চে খেয়ে ভারত-গাভীর গব্য,
ওরাই প্রেমিক যীশুর চ্যালা, ওরাই নাকি সভ্য !
খুঁড়চে নরের রক্ত-পুকুর,
মানুষে দেয় লেলিয়ে কুকুর,
নারীর মুখেও চালিয়ে ঘুসি,
নিজ-বীরত্বে নিজেই খুসি,
শস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্রদের সঙ্গে করে যুদ্ধ—
অস্ত্রহীনের শক্তি দেখে ত্রস্ত এবং ক্রুদ্ধ !

*

ত্রৈলোক্য ঐ এগিয়ে আসে, গুরুর আর এক ভক্ত।
অস্ত্রাঘাতে চক্ষু গেল—রইল তবু শক্ত !
লাঠির চোটে ধূলোয় লোটে,
তবু রে বীর দাঁড়িয়ে ওঠে !
আট-আট বার পড়্‌ল ভূঁয়ে,
ফের যে আসে,—কা একগুঁয়ে !
আবার লাঠি—হারালো জ্ঞান ! বাজ্‌ল ব্রিটিশ-তূর্য্য !
হে ত্রৈলোক্য ! আজ্‌কে হ'লে হে বীর, ত্রিলোক-পূজ্য !

*

অকালী নয় হীন কাপুরুষ—অগ্নি-ভরা বক্ষ !
হাতের কৃপাণ খেল্‌না তাদের—শত্রুশিরেই লক্ষ্য !
মার খেয়ে যে মার্‌তে জানে,
ধড় থেকে প্রাণ কাড়্‌তে জানে,

রক্তে যারা হয় গো পাগল,
যায় ভেঙে যায় মায়ার আগল,
আহত আজ হস্ত তাদের যুদ্ধে তবু ক্ষান্ত !
বল্‌চে তারা "ন্যায়ের তরে আমরা প্রেমিক শান্ত" !

*

বদ্ধ কারার অন্ধকারে শুন্‌তে কি পাও গান্ধী ?
পশ্চিমেরি নাট্যশালায় উঠ্‌চে নূতন নান্দী !
বেসামাল সব দামাল ছেলে,
আজ যে এগোয় অস্ত্র ফেলে,
আঘাত খেয়েও সিংহ সুধীর !
ঠায় দাঁড়িয়ে দিচ্ছে রুধির !
ঐ "সৎনাম ওয়াহো গুরু"—রটচে গভীর মন্ত্র !
পঞ্চনদের কল্লোলেতে ফুটচে প্রেমের তন্ত্র !

*

জয় অকালী, জয় অকালী !—নমি গুরুর শিষ্যে !
বুক পেতে আজ যা দেখালে, অপূর্ব্ব তা বিশ্বে !
গুরুর দ্বারে দেখ্‌চে নেত্র,
নূতন যুগের কুরুক্ষেত্র,
হিংসুক আর প্রেমীর লড়াই,
প্রেম চলে ঐ উৎরে' চড়াই,
জগৎ-সভায় রচ্‌ল ভারত নূতন বেদের সূত্র !
জয় নানকের যোগ্য সেবক,—জয় অমৃতের পুত্র !

বন্যা-দায়ে

দেশে গিয়েচে কবেই চ'লে প্রেতের ডাঙা করচে ধূ-ধূ,
মানুষগুলো রইল বেঁচে, এটিই ছিল দুঃখ সুধু।
এই শ্মশানে থাকৃত যারা চিতার বুকে শয়ন করি,
তাদের স্মৃতি ঘুচিয়ে দিতে বন্যা জাগে ভয়ঙ্করী।

বন্যা জাগে ভয়ঙ্করী—ধরলে যে বেশ সর্ব্বনাশী—
মৃত্যু-বেণী এলিয়ে দিয়ে হাসলে বিকট অট্টহাসি!
বিপুল কেশের ঝাপটা খেয়ে লুপ্ত হোলো গ্রাম-নগরী,
দেশ জুড়ে আজ কান্না ওঠে, বন্যা ভাবে—কি রগড়ই!

বন্যা নাচে, বন্যা নাচে,—নাচের তালে কাঁপচে মাটি,
ভাসচে মানুষ, ভাসচে গরু, ভাসচে চালের খড়ের আঁটি!
বনবনিয়ে ঘোরণ-পাকে ফেনিয়ে উঠে এঁকে-বেঁকে—
যেন রে কোন্ সলিল-রূপা উন্মাদিনী চল্‌ল হেঁকে!

এম্‌নি ক'রে মরণ-দোলা দেয় দুলিয়ে বছর বছর,
দুর্ভিক্ষ আর মড়ক-ব্যাধি সঙ্গীরাও সব দিচ্ছে নজর!
বাংলা-মশান মাতিয়ে দিয়ে নাচন একি চল্‌ছে তাথৈ—
এমন কারেও দেখছিনা তো, এগিয়ে এসে বল্‌বে মাভৈ!

মাভৈ দেবার শক্তি কোথায়? চাঁদ-প্রতাপের বাংলাতে হায়,
আজকে খালি শক্তি আছে পুঁথি-পড়ায়, কলম-ঠেলায়!

যে বাঙালী পেরিয়ে সাগর হারিয়ে দিলে লঙ্কা-বাজে,
"হীন কাপুরুষ" ব'লেই আজি তাদের নামে ডঙ্কা বাজে !

দ'সের জাতি ! অস্তিমেতেও উঞ্ছ-সমান ভিক্ষা মাগে !
ভিক্ষা ক'রেও বাঁচ্‌বে ক'দিন ? অদৃষ্ট যে ঐ দাঁড়িয়ে আগে !
আজ বাদে কাল আবার যখন আস্‌বে মরণ আর এক বেশে,—
ভিক্ষা-ঝোলা ভর্‌বে কে ফের ? ফির্‌বি কাহার দ্বারদেশে ?

ভিক্ষা ক'রে কেউ বাঁচে-নি—মর্‌বি তোরা হাড়-ভিখিরী !
নোয় না যাদের উচ্চ মাথা, জীবন থাকে তাদের ঘিরি !
এই প্রকৃতি রাজ্য তাদের, বন্যা তাদের শাসন মানে,
বিজলী তাদের কাজের দাসী,—জলদ তাদের আসন আনে !

পাশেই তোদের রয়েছে চীন, মরদ তারা দৃঢ় জাতি !
লক্ষ লক্ষ পুরুষ-নারী জলেই আছে গৃহ পাতি।
হায় রে তোরা ডাঙায় থেকেও, ঠেকিয়ে জল রাখ্‌তে নারিস,
জলের জঠর যেমনি জাগর, অম্‌নি সুধুই কাঁদ্‌তে পারিস্‌ !

শুনে শুনে কান্না তোদের অশ্রু যে সব শুকিয়ে গেছে,
মুখ থেকে হায় সদয় কথা বুকের ভেতর লুকিয়ে গেছে !
সবাই যেথায় কর্‌ছে হা হা, কান্না সেথায় শুন্‌বে কে রে —
তার চেয়ে ঐ ঝাঁপিয়ে জলে, রোদন তোদের থামিয়ে দে রে !

বাঁচার মতন বাঁচ্‌লে পরে, পেতাম তবু সান্ত্বনা যে,
বঙ্গে এখন জীবন মানে মরণ-বাড়া লাঞ্ছনা যে !

চরণ ফেলে চল্‌তে গেলে বাজ্‌বে বিষম শিকলিগুলো—
কইলে কথা ফাট্‌বে পিলে, বুটের তলায় মাখ্‌বি ধূলো !

কঙ্কালেরি ছায়ার মতন বাঁচ্‌তে তোদের এতই মায়া !
নিজের পেটের ভাত জোটেনা,—ঘরে বছর-বিউনি জায়া !
শরীরগুলো ব্যাধির আলয়, নক্‌রি করাই কেবল পেশা,—
জ্যান্তে সবাই থাক্‌বি ম'রে,—হা-ধিক্‌, তবু প্রাণের নেশা !

দিন গুণে এই মৃত্যু-ভয়ে ব'সে থাকা পথের পাশে !
তার চেয়ে ভাই, নিজেই মরণ এগিয়ে যদি নিতে আসে—
রোগে-দুখে জীর্ণ হ'য়ে, বেঁচেই খাবির হেঁচ্‌কি খেয়ে
মরার চেয়ে,—মরণ ভালো একদিনেতেই বানের চেয়ে !

জীবন্মৃত থাকার ব্যথা একদিনেতেই মুছে যাবে—
পায়ের শিকল, প্রাণের আগল ক্ষণেক পরেই ঘুচে যাবে !
বন্যা এসে ভাঙবে না ঘর, ভিক্ষা নিতে হবে না আর—
দুষ্ট ব্যাধির ভর্‌বে না পেট, শিকার কোথাও রবে না তার।

শ্যামল বসন ভিজিয়ে কোথায় বঙ্গমাতা তলিয়ে যাবেন,
অতল জলের শীতল কোলে নয়ন মুদে শান্তি পাবেন ;
জান্‌বে না কেউ, দেখ্‌বে না কেউ, আস্‌বে না কেউ মার্‌তে লাথি,
স্মরণ ক'রে কাঁদবে কেবল সজল-নয়ন বাদল-রাত্তি।

আগুনের ফেরি

তোরা আগুন নিবি, আগুন নিবি, আগুন নিবি গো ?
কেউ কি তোরা আগুন নিবি গো ?
বলি বাংলা দেশের সখের বাবু, পটের বিবি গো !
কেউ কি তোরা আগুন নিবি গো ?
ভীরু চ্যাংড়া বুকের আংরাখাতে
ওরে, আংরা রেখে জাড়ের রাতে রে !
প্রাণের উষ্ণ-শ্বাসের উচ্ছ্বাসেতে উস্‌কে দিবি গো !
কেউ কি তোরা আগুন নিবি গো ?
আরে জ্যান্ত হাড়ে ভেল্কি লাগায়, মড়ায় করে ছাই,
ওহো, ঘুমন্তদের ঘর পুড়িয়ে ঘুম ভেঙে দ্যায় ভাই !
তোরা পাকিয়ে খাবি আগুন-ডেলা
হাতে হল্‌কা নিয়ে কর্‌বি খেলা রে !
ও তোর শীতলপাটি ফ্যাল্ গুটিয়ে তন্দ্রাজীবি গো !
কেউ কি তোরা আগুন নিবি গো ?

যৌবন-বন্যা

ঈশান-কোণে বিষাণ বাজে, ঝড়ের নিশান কে দেয় তুলে !
অনেক দিনের পরে আবার বান ডেকেছে নদীর কূলে !
দেখ্‌বি কেমন বানের নাচন,—কোণ ছেড়ে মন চল্‌না ছুটে,
তাল-বেতালে গান জমেছে, দে তাল বেতাল কর-পুটে,—

মরণ-পাকে জীবন-লীলা খেল্‌ছে জলের এলো চুলে—
বান ডেকেছে নদীর কূলে!
জীবন-ভীত জীবন্মৃত।
ক্যান্ রে অচল, ভরা-সাঁঝে?
জীবনটা যে গতির খেলা—
দে ছড়িয়ে ধরার মাঝে!
বান ডেকেছে, বান ডেকেছে! জড় মাটিতে প্রাণ জেগেছে!
যৌবনের ঐ জাগরণে জীর্ণ জরার জান্ যে গেছে!
যায় পুরাতন! আসে নূতন—ভাসিয়ে দিয়ে শুক্‌নো ফুলে,
বান ডেকেছে নদীর কূলে।

কাপালিকের ডাক্

শক্তি যে রে নৃত্য করে নিত্য তোর এ চিত্ত-মাঝারে,
মিথ্যা তারে ধর্‌তে গিয়ে মরিস্ খুঁজে বিশ্ব-বাজারে!
কর্‌লিনে ভাই আপন সাধন,
পর্‌লি যে তাই পতন-বাঁধন,
ধর্‌লি বৃথাই মরণ কাঁদন,
জীবন-যাচন সন্ধ্যা-আঁধারে!
শক্তি যে রে চিত্ত-মাঝারে!

অবল, তোকে দেখ্‌বে কে বল্‌? শোকে কেবল মর্‌বি তুই,
সবল যখন ফির্‌বে পথে মাথায় ছাতা ধর্‌বি তুই!
যাও ভুলে গো শ্যামের বাঁশী,
দাও খুলে গো কামের ফাঁশী,
নাও তুলে গো অস্থি-রাশি,—
তান্ত্রিকেরি আসন সাজা রে!
শক্তি যে রে চিত্ত-মাঝারে!

মলয়ের ঝট্‌কা

যাও ফিরে যাও মলয় হাওয়া, যাও ফিরে যাও নিজের দেশে,
ভুল করেচি আমরা অবোধ, ভুল করেচি ভালোবেসে।
কানন-আনন কাঁপিয়ে চুমায় উড়িও না আর ফুলের রেণু,
বাজিও না আর আম-বাগানে ঘুম-পাড়ানো মোহন বেণু,
শান্ত সুরে শ্রান্ত মোরা,—সিন্ধু-পারে যাও গো ভেসে,—
যাও ফিরে যাও নিজের দেশে।
কণ্ঠে যদি থাকে তোমার
অকুণ্ঠ এক গভীর গাথা,
রুদ্র তালে ক্ষুদ্র যাতে
তুল্‌বে ভূলুণ্ঠিত মাথা,—

শুনাও তবে সেই ঝোড়ো গান ক্ষ্যাপার বজ্র-বিষাণ কেড়ে,
ভাঙাও তবে শবের সুপ্তি, তাণ্ডবেতে নিশাস ছেড়ে,
খেলাও তবে আগুন-সাপে,—জাগ্রত হও সর্ব্বনেশে !
নৃত্য কর বঙ্গদেশে।

নিশির ডাকে

ঘুম আমাকে চুম্ দিয়েচে—ঘুম যে আসে, ঘুমাতে যাই !
হা হা,—
জীবন্মৃতের ঘুম্‌পুরীতে জেগেও কোন শান্তি তো নাই !
ঘুম-পাড়ানি মন্ত্র-পড়া, ঘুমন্ত সব জ্যান্ত-মড়া,—
হা হা,—
ঘুম-ঘুম-ঘুম আমারো চোখ—ঘুমকে ডেকে জুড়াবো তাই,
—ঘুম যে আসে, ঘুমাবো ভাই !
ওগো !
জাতি-সমাজ মর্‌চে কেঁদে, রাখ্‌চে না কেউ তার ঠিকানা,—
গঙ্গাজলের অথই তলে ঐ পাতালেই পাত্ বিছানা !
নয়তো সাজাই বক্ষ-চিতা, অগ্নি শোনাক্ অস্থি-গীতা,—
হা হা,—
মরণ-ঘুমে সব চুকিয়ে ভারত জুড়ে উড়াবো ছাই !
—ঘুম যে আসে, ঘুমাবো ভাই !

মেঘের সাড়ায়

মেঘ-ডমরু বাজ্‌চে যে রে—মর্ম্ম-মেঘে মূর্চ্ছনা !
ও ভোলা মন—প্রেম-বিভোলা ! কাব্য-পুঁথি মুড়্‌চ না !
বধূর হাসি, মধুর-বাঁশী,
নধর অধর, কুসুম-রাশি,
ডাগর নয়ন, বাহুর ফাঁশি,—
(মন রে আমার !)
ভুল্‌তে হবে—ভুল্‌তে হবে তুচ্ছ রসের সুর-শোনা !
ওরে, বক্ষ-মাঝে খুল্‌চে ফণা,
ফুল্‌চে অনল-নাগিণী,
ওহো, নিঃশ্বাসেতে জ্বল্‌চে ঝোড়ো,
তুল্‌চে পাগল-রাগিণী !
চিত্ত-নভে উঠ্‌চে আঁধি,
তর্জ্জনে তার কণ্ঠ সাধি,
অগ্নি দেখে মিথ্যা কাঁদি,—
(মন রে আমার !)
রশ্মিতে এর দীপ্ত হব—ভস্ম হয়ে পুড়্‌ব না !

অক্ষাবর গান

পেটের আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ, ফাগুন হাওয়ায় চল্‌বে না—
চল্‌বে না গো, চল্‌বে না!
ক্ষুধায় কাতর দেহটা হায়, চাঁদের সুধায় গল্‌বে না—
গল্‌বে না গো, গল্‌বে না!
বুঝতে কেন পার্‌চ না যে,
দুপুর-রোদেও কার্য্য আছে!
নইলে তো ভাই, ধানের ক্ষেতে সোনার ফসল ফল্‌বে না—
ফল্‌বে না গো, ফল্‌বে না!
অনেক কবি অনেক স্বপন ঘরে-ঘরেই বিলিয়ে যায়,
স্বপন, সে তো ঘুমের দোসর, জাগ্‌লে পরেই মিলিয়ে যায়;
সংসারেতে ওঠ্‌ রে জেগে,
প্রাণের ঝড়ে ছোট্‌ রে বেগে,
উল্কা-গতির হল্কা হেনে,—দৈব তোরে ছল্‌বে না—
ছল্‌বে না গো, ছল্‌বে না!

বুনো-পাখীর শীস্

ঘরের কোণে পথ খোঁজে ঐ, হা রে রে রে কোন্ বোকাটা!
পথ যে আছে বাইরে প'ড়ে, ঘরে যে ভাই আগল-আঁটা!
মুক্তি যেথায় সুপ্তি-ছাড়া,
গণ্ডী-পাঁচিল ছায়না তাড়া,
উৎরে গিয়ে জেলের ফাঁড়া, (ও ভোলা মন!)

বিশ্ব-বাটে চলবি যদি একটুখানি গতর খাটা !
ঘরে যে ভাই আগল-আঁটা !
শাক্য-নিমাই-খৃষ্ট তাঁরা পথের প্রেমেই ঘর-ভোলা গো,
তাই খসেচে চক্ষে তাঁদের অন্ধকারের পর্‌কোলা গো !
যে পথ গেছে বনটি ঘিরে,
যে পথ গেছে গিরির শিরে,
যে পথ গেছে সাগর-তীরে, (ও, ভোলা মন !)
সেই তীর্থপথের যাত্রী হ' রে,—ধাক্কা মেরে দর্‌জা ফাটা !
ঘরে যে ভাই আগল-আঁটা !

বাউলের গান

চুপ চুপ্ চুপ্ ! ডাক্‌চে নিশি, দিস্‌নে দিসনে দিস্‌নে সাড়া,
জান্‌লা-দুয়ার বন্ধ ক'রে পিঠ্ দিয়ে তুই—
ও ভাই, পিঠ্ দিয়ে তুই চেপে দাঁড়া।
ওযে ঘর ভুলিয়ে নিয়ে যাবে,
পথ ঘুলিয়ে দিয়ে যাবে (মরি হায় রে),
যৌবনেতেই মাথার ওপর তুল্‌বে ও তোর—
ও ভাই, তুল্‌বে ও তোর উঁচিয়ে খাঁড়া !
কোন্ সাগরের ওপার হ'তে এসেচে ও তোর কাছে,
ওর হাড়েতে দুষ্ট ভূতের ভেল্কিবাজির জোর আছে !

বাইরেতে কেউ নেইকো রে তোর,
মা যে আছেন ঘরের ভেতর (মরি হায় রে),
সেই অভয় চরণ কর্ রে স্মরণ, উৎরে যাবে—
ও ভাই, উৎরে যাবে আপনি ফাড়া,
দিস্‌নে দিস্‌নে দিস্‌নে সাড়া !

অথ 'ক্রিটিক'-কবি-সংবাদ

কাব্য প'ড়ে 'ক্রিকটি'-বাবু বলেন ক'রে হ্যা'য়,—
"সেই পুরাণো প্রেমের কথা ! মকরকেতুর দাস্য !
নিংড়ে-ঘেঁটে প্রেম হয়েচে তিক্ত যেন নিম-বন,
মোটেই তাতে মন বসে না, বরং ওঠে জৃম্ভন !
তিরিশ সালে খুল্‌বে যারা শিলাযুগের পাঁজি,
কোঁস্তা মেরে ভাগাও তাদের, কোমর বেঁধে আজই !
সাংঘাতিক এ প্রেম-জীবাণু, টাট্‌কা নহে কিচ্ছু,
বিচ্ছিরি সব কাব্যি লেখে মূর্খ, মশক, বিচ্ছু !
প্রেম-বাতিকে কলঙ্কিত বিংশতি 'সেঞ্চুরি',
সাধু সে-জন, প্রেম-কবিদের করবে যে 'পেন'-চুরি !"
সাবাস, তোফা ! সমালোচক, বাক্য তোমার খাঁটি,
আমিও নারাজ, মার্‌তে খোলে বাঁধি-গতের চাঁটি !

নতুন প্রণয়-রোগে বাতিল কব্‌রেজী সে মলম,
হাল-ফ্যাসানের বিধান দিতে বাগিয়ে ধরি কলম!
সাম্‌নে আমার টেবিল জুড়ে কাগজ থাকে ক'গজ,
তৈরি থাকে হস্তদুটো, চাঙ্গা থাকে মগজ।
কিন্তু যখন করতে বসি চিন্তা যথাসাধ্য,
অম্‌নি দাদা, মুস্‌ড়ে পড়ি, চিত্তে আসে জাড্য!
সূর্য্য হেরি, চন্দ্র হেরি এবং হেরি সর্ব্বে,
নিজের মাথায় গাঁট্টা মেরে 'সিগার' টানি জোর্‌সে,
চাই গগনে, চাই পবনে, স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল,
দি কেবলই চায়ে চুমুক (কারণ আমি 'চা-তাল')!
দৃষ্টি খেলাই উর্দ্ধে-অধে, ডাইনে এবং বামে,—
নতুনের নামগন্ধ তো নেই, থাম্‌কা মাথাই ঘামে!
তেম্‌নি ধারাই পড়্‌চে খোকা ক, খ, গ, ঘ, উঁয়া,
তেম্‌নি ধারাই শেয়াল হাকে হুক্কা-হুয়া-হুয়া!

*　　　*　　　*　　　*

তেমনি ধারাই স্বর্ণ চুরি কর্‌চে ভুলো-স্যাক্‌রা,
ছোক্‌রা-গুলো গোঁফ্‌ কামিয়ে সাজ্‌চে মেয়ে-ন্যাক্‌রা!
দুই দুকুনে চারই হবে বল্‌চে আজও নামতা,
একদর নয় মিছ্‌রি-মুড়ি, রৌপ্য এবং রাঙ্‌তা,
আজও 'নেটিভ' সাবান মাখে কর্‌তে সাদা চাম্‌ড়া,
উচ্ছে গাছে আম ফলেনা,—চাল্‌তা গাছে আম্‌ড়া!

গোঁসাইজীরা লুকিয়ে মারে রাম-চিঁড়িয়ার অণ্ড,
মাতালগুলো পথিক ধ'রে কামড়াতে চায় গণ্ড,
সত্য আজও অদৃশ্য হে, পষ্ট আজও মিথ্যে,
'ল্যাংটা-গোরা' দেখ্‌লে আজও তেম্‌নি কাঁপি চিত্তে,
বংশধারণ কর্‌তে ধনীর পোষ্য ছেলে আস্‌চে,
লুকিয়ে টেনে বাপের গুড়ুক্‌ তেম্‌নি মোনা কাশচে,
মাসিক পত্রে আজও নিত্য বেরোয় প্রত্নতত্ত্ব,
'ক্ষত্র' হয়ে নৃত্য করে মিত্র, বসু, দত্ত!
দার্শনিকের মুখটা আজও প্যাঁচার মত গোম্‌ড়া,
দেশের 'লিডার' বিলেত ছোটেন—চান্‌না যেতে সোম্‌ড়া!
'ভারট-মাটা'র নামে আজও চাইচে চাঁদা নেতা,
ঠক্‌গুলোকে আজও সবাই দিচ্চে নোটের কেতা,
চতুর্দ্দিকেই মাত্র হেরি ভীষণ প্রাচীনত্ব,
কোথায় সোনার পাথর বাটি,—কাঁঠালের আমসত্ত্ব?

*   *   *

'ক্রিটিক'-প্রধান বঙ্গদেশে বল্‌তে পারো কেউ হে,
প্রেমের ভাষায় বয়না কেন হালফ্যাসানের ঢেউ হে?
ঠানদিদিদের মতই দেখি 'ইয়ং'-যুগের 'লেডি,'
একই রকম পদ্ধতিতে 'লভ'-সাধনায় 'রেডি'!
বিরহে হই ভগ্ন-'হার্ট'ই—সত্যযুগের লক্ষণ!
মিলন-কালে তেমনি করি বদন-সুধা ভক্ষণ!

নব্য-ভাবের আলিঙ্গনে বাড়ায়না কেউ ঠ্যাং তো,
সেই সেকেলে হাত চালাতেই বাবুরা নন ক্ষ্যান্ত !
তিন-তিনবার টোপর প'রেও সব আধুনিক পুরুষ,
তৈরি আছে ফের চতুর্থীর করতে জুতো বুরুস !
'সুইট্' চোখে সেই সনাতন মন-দমানো নজ্‌রা !
'লভ্'-সাগরে আজও ভাসে সেই 'প্রিমিটিভ' বজ্‌রা !
আদ্দিকালের ফুলেল হাওয়া যেম্‌নি তোলে দমকা,
এম-এ-বি-এর আঁৎ-মাঝারে অম্‌নি লাগে চম্‌কা !
প্রাচীন কোকিল একঘেয়ে সেই ফুক্‌রে চলে 'কুহু,'
রসবতীর একেলে প্রাণ ডুক্‌রে বলে 'উহু' !
আজও মোরা প্রলাপ বকি জল্‌লে ফাগুন-'ফায়ার',
এ কথা যে মান্‌বে না সে প্রথম-শ্রেণীর 'লায়ার',
মান্ধাতারি পঞ্চশরের আজও সবাই শিষ্য,
কবির তবে কি দোষ আছে ? কবি তো নয় ভীষ্ম !
'রিভিউ'-লেখক ! বাজে কথায় মুখব্যথা যে মিছে,
সাম্‌নে যখন চন্দ্র-আনন, তাকাও কেন নীচে ?

*　　　　*　　　　*

শুনিস্‌নে রে, শুনিস্‌নে রে—ও কবি, তুই গান গা' !
প্রেম-ঝারারি ঠাণ্ডা জলে প্রাণ ক'রে তোল্ চাঙ্গা !
ক্রিটিকরা সব বল্‌চে কটু ? ভণ্ড ওরা গুণ্ড,
রূপ-সায়রে কমল চয়ন করবে হাতীর শুণ্ড ?

বিশ্বে আজও ছড়িয়ে পড়ে বিধুর হাসি, বঁধু !
আকাশ-ভরা পূর্ণিমা তো তেম্‌নি ঢালে মধু !
ঝর্ণা আজও ধর্ণা দিয়ে পড়্‌চে ধরার বুকে,
বিরহী শাঁখ মরেও গাহে সিন্ধু-গাথা মুখে,
ভ্রমর আজও কুসুম-সভায় হয়নি প্রেমে শ্রান্ত,
গগন-ধরার মিলন-মধুর আজও মাঠের প্রান্ত,
শ্যাম বনানীর নর্ম্ম-ছবি নদীর মর্ম্ম-তলে,
অবোধ পাখী, সেও প্রতিদিন 'বৌ কথা কও' বলে,
ক্ষুদ্র তৃণও রোজ সকালে চায় শিউলির স্নেহ,
কবিই কেবল রইবে বোবা ? কবি কি নয় কেহ ?
আঙুর-বাগে মানুষ যখন ফসল করে বপন,
কবি তখন দেখবে না কি লাল সিরাজীর স্বপন ?
তোমরা য'দিন বাস্‌বে ভালো, চাইবে ভালোবাসা,
মন নিয়ে ভাই ফেলবে বাজি, খেল্‌বে প্রেমের পাশা !
ভুরুর ধনুক বাঁকিয়ে ধ'রে ছুঁড়লে আঁখি-বাণে,
তোমরা য'দিন চোট্‌ খাবে গো প্রাণেরি মাঝখানে,
একটুখানি সবুলে আঁচল চম্‌কে যাবে তোমরা,
'মাথা-ঘষা'র গন্ধ পেলেই গাইবে মানস-ভোম্‌রা,
বক্‌বে সবাই আবোল-তাবোল বাড়্‌লে রসের মাত্রা,
অধর-পানে অধর য'দিন করবে তীর্থযাত্রা,
বিভোর হয়ে শুন্‌বে শ্রবণ মধুর পায়ে চুট্‌কী,
মাতবে হৃদয় দেখ্‌লে নাকে রস্‌কলির ঐ ফুট্‌কি,

দুধে-আল্‌তা গলায় দেখে কোঁকড়া-কালো অলক,
সমজদারের নেত্রে য'দিন পড়্‌বেনা আর পলক,
টোল্‌-খাওয়া তুই নধর গালে সরম দিলে জাগান্‌,
দৃষ্টিপথে সৃষ্টি হবে মিষ্টি গোলাপ-বাগান,
চরণ-ছাঁদে গমন-তালে কেমন কেমন মনটা,
অভিধানেও রইবে য'দিন চুম্বনালিঙ্গনটা,
যুক্ত-হৃদয়-সঙ্গমেতে মর্ত্তে পাবে স্বর্গ,
প্রেম-তটিনীর তটেই ত'দিন বাঁধ্‌বে কবি ঘর গো!
অশ্রুজলে পার্‌বে না সে প্রেমকে দিতে ভাসান,
কবি যে ভাই জ্যান্ত মানুষ, নয়তো নিসাড় পাষাণ!

'মর‍্যাল'

গুরুমশাই বেত ওঁচালে যায় না কবি পট্‌কে,
পাটিগণিত নয় তো প্রণয়, গুণ্‌বে কেন শট্‌কে,
তর্কনিধির ফর্‌মাজী প্রেম হয় না মুখরোচক,
প্রেম যখনি ঘুমিয়ে পড়ে, জাগেন সমালোচক!

মানবকের গীত

জীবন-সাগর,
বহে যায়,—বিষম ডাগর।
গভীর নির্ঘোষ তার,—সীমাহীন, অতন্দ্র, অতল !
যন্ত্রণার অশ্রুজলে নিশিদিন করে টলমল !
আমি তাহে এক ফোঁটা বারি,
কিছু না বিচারি,
ক্ষণিকের স্বপনেতে মগ্ন হয়ে
সবিস্ময়ে
বিশ্বকে নেহারি !
একটি পলকে দেখি সব,
দেখি আলো, দেখি ছায়া, শুনি কাণে অচিনের রব,
গাহি গান, করি আর্ত্তনাদ··· ··· ···
তারপরে চ'লে যাই, টেনে নেয় অসীমের ফাঁদ !
কেন আসি,
কাঁদি আর হাসি,
কেন গাই, ভালোবাসি,
কেন হা হা, বার বার মৃত্যু-স্রোতে ভাসি ?
আগে কবে এসেছিনু, কবে কার অমোঘ বিধানে,
সাধিলাম কিবা প্রয়োজন, দুদণ্ডের তরঙ্গ-শিথানে,

এতটুকু অবকাশে মোর,
কিবা আছে সার্থকতা? না-চাহিতে ক'রে আসে ঘোর!
আসি কভু শীতে,
কেঁপে কেঁপে, ভাসিতে ভাসিতে,
অসাড় হইয়া যায় হিমে-ভেজা প্রাণ,
ভুলে যাই গান!
তারপরে চ'লে যাই, না জমিতে মাধবীর তান,
না ফুটিতে ফুল-কুঁড়ি, জীবনের মহা অবসান!
ফুরাইয়া যায় পরমায়ু,
দক্ষিণের উপবনে না জাগিতে উচ্ছ্বসিত বায়ু!
ভালো ক'রে বুঝিবার আগে,
আত্মা ডোবে অন্ধকারে—বিশ্ব যবে চন্দ্রাতপে জ্যোৎস্না-রাতি জাগে!
... ...
মৃত্যু হ'তে কিছুতেই নাহি যদি ত্রাণ,
ওরে প্রাণ!
রাখ্‌ তবে বিরাগের গান।
পেয়েছিস্ মোটে তুই দু-দিনের ছুটি,
নিতে হবে লুটি,
যে মূহূর্ত্ত হাতে আছে, যত তার হাসি-সুর আলো!
যাকে বাসো ভালো,
যার প্রেম হৃদয় ভুলালো,
তারি আঁখি-তারা-প্রভা দিয়ে কর দূর মরমের কালো!

কল্পনার রঙিন সঞ্চয়,
কভু যদি সফলই হয়,—
হা নির্ব্বোধ,লাভ কি রে মিছামিছি ক'রে তারে অকারণে ক্ষয় ?
ওড়ে প্রজাপতি,
লঘু দুটি ডানা মেলি, মধুতেই রেখে স্থধু মতি।
ওই-মত হ'তে হবে
এই ভবে,
দশ দিন, বিশ দিন, যত দিন রবে।
ছাতে,
পূর্ণিমাতে,
ভাখ্‌ আজি, দখিনা যে মাতে !
টবে টবে কত চারা, কত ফুল ফুটে আছে তাতে।
হাসে চাঁদ,—অসীমের ভাবে-ভোলা কবি,
নীলিমাতে আঁকা যেন ছবি।
তারাদের আলো-ভরা বুক,
থেকে থেকে তালে তালে করে ধুকপুক,
রাখে বুঝি আশা,
পাবে ব'লে শ্যামলিত মধুজার যত ভালোবাসা !
ওই, দূরে বহে যায় নদী,
নিরবধি,
অশ্রুজল যন্ত্রে তার
বাজে শোন্‌ হাসি-রাগ—কান্না নহে, নহে হাহাকার !

এই চন্দ্রালোক,
নির্ব্বাপিত ক'রে দূরে, জ্বেলে ঘরে তেলের আলোক,
দুনিয়ার যত-সব প্রাচীন বালক,
পুঁথি খুলে,
মিথ্যা শত তর্ক তুলে,
করে খালি ব'সে ব'সে ভাষ্য-টীকা, ব্যর্থ কোলাহল,
চন্দ্র-সুধা ঝরে এত, তারা তবু তোলে হলাহল !
আয় !
দ্যাখ্ বেলা বয়ে যায়,
যৌবন যে মাগিছে বিদায় !
আয়, আয়, আয় !
পতঞ্জলি,
চারি যোগশাস্ত্র রচি কোন্ ভ্রান্তিদেবী-পদে দিয়েছে অঞ্জলি,
সাঙ্খ্যকার,
পঞ্চবিংশ তত্ত্ব নিয়ে বাক্য-গাণ্ডীবেতে কত তুলেছে টঙ্কার,
মায়ামুক্ত কেবা শিব,
মায়াযুক্ত কেবা জীব,
কেন মিথ্যা এ-জগৎ
স্বপ্নবৎ,—
কায়া কেন ছায়া,
সংসারে অসার কেন পুত্র-মিত্র-জায়া,
জেনে কিছু নাহি ফল,
শূন্যগর্ভ বাক্য শুনে মিছে করা মনকে বিকল,

মিছে করা আয়ু নাশ, মিছে করা হায় হায় হায়!
ওই শোন্, কাহারা সুধায়—
ওরে তোরা আয়, আয়, আয়!
যৌবনের ফুলেল বাগানে,
অন্তর-বিতানে,
তোমা-বই-জানেনাকো থাকে যদি হেন কোন প্রিয়া
তাকে নিয়া
বাহিরে পলায়ে এস, ঘরমুখো ভাবনা ভুলিয়া!
বুকে বুক,
মুখে দিয়ে মুখ,
ঢুলে-পড়া নয়নেতে রাখিয়া নয়ন,
অধর-কুসুম তোরা কর্ না চয়ন!
কন্দর্পের নৃত্যশালা,
মিহিন্ কাপড়ে আধা-ঢাকা ওই বুকে, বালা!
পেতে সেথা কাণ—
বিশ্ব-ছন্দে যতি শুনি দুপ্—দুপ্—দুপ্—
ওহো, অপরূপ!
সেই তালে সারা তনু-মন
অনুখন
করে আন্‌চান্!
... ...
কা মধুর চাঁদিনী রজনী,
খুঁজে আন্ কোথায় স্বজনী!

একটি ইঙ্গিত যার শত শত কবিতা হারায়,
একটি নিশ্বাস যার এনে দখিনায়
ভুবন ভরায়—
পুঁথি-টুথি সকলি উড়ায়!
ও-যার মানস-গেহে বিশ্ব হেরি নিত্য-নব—প্রেম-মহিমায়,
ডেকে আনো তায়।
ওরে তোরা আয়, আয়, আয়,
বেলা যায়-যায়!
সত্য নিজে হেথা আছে সৌন্দর্য্যের হইয়া ভাণ্ডারী,
জীবন-সাগরে সে যে বিচিত্র কাণ্ডারী!
কার লাগি সুগভীর প্রেমে,
চলে, নাহি থেমে—
যুগ হতে যুগান্তরে, না মানিয়া মরণ-ভ্রূকুটি,
জীবনের কলস্রোত ছুটি?
জগতের যাত্রা-পথে রূপরস লাগি
সে যে অনুরাগী।
ক্ষণিকের ভালোবাসা? তাও ভালো!
আন্ধিয়ারে তাও জ্বালে আলো!
মৃত্যুশাপ শিরে ধ'রে তাই মোরা হেথা এসে জুটি!
কান্না ভুলে তাই হাসি,
গাহি গান, ভালোবাসি—
বিন্দু হয়ে সিন্ধুনীরে প্রাণপণে তবু মোরা ভাসি আর ভাসি!

রূপ আছে স্বজনীর এলোচুলে, কপোলের টোলে, হাসি-হাসি মুখে
টলটল রসে-ভরা ওষ্ঠ-পিয়ালায় !
সেই সকাতরে-চেয়ে-থাকা দুটি চোখে, বস্ত্র-আড়ে উঁচু বুকে,
মোম-দিয়ে-ছাঁচে-গড়া সেই দুটি বাহু-ভঙ্গিমায়,
রেখা-আঁকা, চুম্বন-আস্পদ হেলানো গ্রীবায় ;
সেই তালে-তালে-ভেঙে-পড়া কোমরেতে, স্নান-ভেজা বসনের
ভাঁজে ভাঁজে ফুটে-ওঠা তনুর প্রভায় ;
আল্তা-রঙানো দুটি সুচপল মধু-চরণের
গতির লীলায় !
রূপ আছে প্রভাতের রবির আননে,
বসন্তের শ্যামল কাননে,
তন্দ্রাহারা চন্দ্রালোকে, ছন্দে-নাচা গন্ধফুলে, নদী, ঝরণায়,
ধ্যানমগ্ন, মেঘ-লগ্ন গিরির চূড়ায়—
প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় !
ওই জ্যোৎস্না-ধারা,
এই শব্দ,এই গন্ধ,এই স্পর্শ—যত ফুল, পাখী,বায়ু আর তারা,
উৎসবের সমারোহে তোমাদের চায়,—
ডাকে তারা, আয়, আয়, আয়—
বেলা যায়-যায় !
পুঁথিগত জ্ঞানের গোলাম !
ছেড়ে দাও অধীনেরে, তোমাদের চরণে প্রণাম !
এই বেলা উঠি,
কে-জানে কখন্ যাবে ফুরাইয়া জীবনের ছুটি !

দণ্ড-দুই বাঁচিব যখন,
কেন গো তখন
একদণ্ড উপভোগ করিবে না আমার এ ক্ষুধিত যৌবন ?
থামো তুমি নীতিবিদ্ !
কেন মিছে ব'কে ব'কে ভাঙো মোর
প্রেমরসে-একান্ত-বিভোর
প্রিয়া-বুকে-শুয়ে-থাকা, মৃত্যু-ভোলা আনন্দের নিদ্ ?
আমার এ দু-দিনের প্রাণ,
বিধাতার দান
আমারই তরে স্বধু। তাই নিয়ে তুমি কেন বাধাও ঝামেলা,
কথা কও মেলা ?
এখনি আসিতে পারে বিদায়ের বেলা,
মুক্তি দাও—মুক্তি দাও—ভুলে যাও মোরে,
দয়া ক'রে।

... ...

পূর্ণিমাতে,
ছাখ্ আজি দখিনা যে মাতে !
শোনো শোনো, ডাকে কারা—আয়, আয়, আয় !
জীবনের ছোট বেলা যায়, যায়, হায় !
আনো সখি, ত্বরা করি সুখের পিয়ালা,
ভুলি ঝালাফালা।
বোসো মোর পাশটিতে। কত খুঁজে এতটুকু পেয়েছি নিরালা।

চন্দ্রালোকে থাকো তুমি পূর্ণ করি আমার সুমুখ,
আমি দিই বিস্মৃতির পাত্রেতে চুমুক,
আর, দেখি তব মুখ।
আয়—আয়—আয়!
বেলা যায়-যায়!

বিশ্ব-পিয়ালার ধারা

মাতাল, মাতাল!
ওরে ঢাল্,
স্বজনীর অধর-মাখানো,
শীতকালে কোকিল-ডাকানো
জীবনের ধারা!
প্রাণপণে পান ক'রে আমি হই সারা,
ভেসে যাক্—তৃষ্ণাতে তাতল মোর বুকের চাতাল—
আমি যে মাতাল
একি তাপ, একি জ্বালা!
মায়া-ফুলে ঢাকা ওগো কণ্টকের মালা
কণ্ঠেতে পরিয়া
ইহলোকে কত নর আছে হাহা, জীবন্তে মরিয়া!
ছলনা-ডাকিনী
মোহিনীর রূপ ধরি গায় সদা সোহিনী-রাগিনী!

মুরলী-গুঞ্জনে-ভোলা
মৃগ-মত, ছন্দে দোলে অন্তরেতে আনন্দ-হিন্দোলা ;
অন্ধ হয়ে ছুটে আসে,—অন্ধকারে বন্ধ হয় শৃঙ্খলের ফাঁদে ;
কোথা যায় আকাশ-বাতাস—
অসীমের অবাধ উল্লাস !
কারাগারে হাহাকারে প্রাণ খালি কাঁদে, কাঁদে, কাঁদে !
(মানবের ভয়ার্ত্ত ক্রন্দন,
স্রষ্টা সেও করেনা শ্রবণ !)
নিজে কাঁদে, নিজে শোনে ;—পিঞ্জরের দ্বার,
চূর্ণ করে পঞ্জর তাহার।
যন্ত্রণার ষড়যন্ত্রে পুনর্ব্বার
শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনার ধ্বনিঝঞ্ঝা কী প্রচণ্ড করে তিরস্কার !

বিশ্বে তুমি আছ কি ঈশ্বর ?
থাকো যদি, নহ গো নিঃস্ব'র !
ধনী-জনে শিষ্য কর, তব বরে পায় তারা সুখ,
তাই তারা তব নামে সতত উৎসুক,
তাই তারা তোমাকেই মানে
ধ্যানে, জ্ঞানে, প্রাণে।
ফোটে ফুল,
বসন্তের অন্তঃপুরে গন্ধভারে করে ঢুল ঢুল—

দরিদ্রেরি হৃদয়-শোণিত,
গোলাপের সারা দেহ করেছে লোহিত !
কাঙালের অশ্রুনীর,
প্রমত্ত নীরধি-গর্ভে বিক্ষোভেতে হয়েছে অস্থির !
বজ্র ছাড়ে উন্মত্ত ফুৎকার,
বুভুক্ষু ভিক্ষুর প্রাণে যত দুঃখ রহি রহি করিছে উদ্গার !
হিমালয়,
দীনের হৃদয় ওযে হয়ে জড় শিলাময়
নিবেদিছে অনন্তের প্রতি,
বিক্ষুব্ধ চিত্তের যত নিস্তব্ধ মিনতি !

* * *

রে হৃদয় !
কেন কাঁপো—কেন কর ভয় ?
দাহ থেকে চাহ যদি ত্রাণ,
সুরা-পাত্রে কর মুক্তি-স্নান !
এ জগৎ ভুলে যাও,
নিরালাতে ব'সে ব'সে পিয়ালার রাঙা গান গাও আর গাও !
এ পিয়ালা গড়া কিসে নেই তার ঠিক—
মূর্ত্তি দিয়ে, কাব্য দিয়ে, সঙ্গীত কি রক্তাধরে—কিম্বা এ স্ফটিক
ভ'রে মোর চিত্ত-হ্রদ্ ,
শব্দে-গন্ধে-স্পর্শে ওহো ! টলমল করে খালি মদ আর মদ !

দ্রাক্ষারসে নাই শুধু সুরা—
ওস্তাদের সুপটু আঙুলে সুরে সুরে ঢালে সুরা ওই তানপূরা !
সুরা-ভরা পূর্ণিমার রূপ,
সুরা-ভরা প্রেয়সীর চুম্বন-প্রয়াসী কেঁপে-ওঠা মধু কণ্ঠকূপ।
মর্ম্মবধূ হয়েছে অধীরা,
রবীন্দ্রের কাব্য-গেহে পান ক'রে সুখে-দুখে কবিত্ব-মদিরা।
চারিভিতে—
বিহঙ্গের গীতে,
বনের সবুজে, ছোট তৃণফুলে, গিরি-দরী, নির্ঝরে, সরিতে—
আছে সুরা সুরসিকে মাতাল করিতে।
গেলে উপবনে,
মনে মনে
গন্ধময়ী সুরা ঝ'রে অগোচরে মত্ত ক'রে দেয় বিশ্বজ্ঞান।
পত্র-বীণে কি মর্ম্মর ওঠে শোনো বেজে—
শব্দময়ী সীধু সে যে !
স্পর্শময় মদ্য-ধারা সদ্য করি পান,
দেখি যবে, একখানি তনুলতা বুকে মোর নীরবে শয়ান।
পিয়ালা ভর্ দে মুঝে ! হয়ে থাকি আমি মাতোয়াল
মোর পেশা—
নেশা ভাই ! নেশা, খালি নেশা !
ভুলে গেছি বিলকুল্ ধরণীতে আছে কত শোক, তাপ, জ্বালা !
মরণ সে ডাক্ দেয় কাণে কাণে ঘন ঘন ঘন—
ভয় তবু পাইনা কখনো !

বোতলের মদে নয়—রূপ-মদে আমি নব ওমর খৈয়াম,
মরণে জীবন দেখি আমি তাই, ভালো লাগে তাই ধরাধাম !

*　　　*　　　*

জাগো রে মরণ-ভীত !
দুঃস্বপ্নের কোলে শুয়ে কে তোরা নিদ্রিত ?
এস গো গরিব !
জ্বালো ফের প্রাণের প্রদীপ ।
সন্ধ্যা হোলো ! মিছে ডাকো "কোথা তুমি ভগবান !"—
কোথা ভগবান ?
মরণের মহাসাগরের তীরে
ফিরে—ফিরে—ফিরে
প্রতিধ্বনি চমকিয়া জাগে ঘন-ঘোরে—উথলায় শূন্যতার বান !
আভিজাত্য-জাঁকে স্তব্ধ জগতের চির-অধীশ্বর—
শোনে না সে কাঙালের স্বর !
আমিও গরীব বটে,
তবু মোর হৃদি-তটে
নিশিদিন স্থলীলায়ে বহে কেন আনন্দের ঢেউ,
জানো তা কি কেউ ?
অহরহ করি মাত্‌লামি—
তাই সুখী আমি ।
ঈশ্বরের নহি মোসাহেব । দেয় নাই ইষ্টমন্ত্র সাধনের গুরু,
নরকের ভয়ে হৃদি করেনাকো তবু দুরু-দুরু !

দামাল ছেলের মত, হেসে -খেলে নেচে-গেয়ে যায় মোর কাল—
আমি যে মাতাল!
জাগরণে, স্বপনে, শয়নে,
মত্ততা যে মাখা দু নয়নে!
আসে যদি অমা,
রূপের চাঁদিনী মেখে বুকে মোর আছে প্রিয়তমা।
অধরে সরক—
চুমুকে চুমুকে তাই, করি সুখে আনন্দ পরখ।
এ সরক গড়া কিসে নেই তার ঠিক,
স্মৃতি দিয়ে, কাব্য দিয়ে, সঙ্গীত কি রক্তাধরে,—কিম্বা এ স্ফটিক!

শিরে তুলি
আলক্ষ্মীর পদধূলি,
অসম কাঁহুনী-ছন্দে ক্রমাগত কেটে যায় জীবনের তাল!
ওরে—ওরে কে হবি মাতাল?
আয়, আয়! শুষ্ক হয় জীবনের নদ,
ঢাল্, ঢাল্, ওরে ঢাল্ এইবেলা ঢাল্ তাতে পিরিতির মদ—
দুঃখ-শোকে চুবাইয়া কর্ ত্বরা বধ!
শোন্—শোন্ ডাকে ইহকাল!
ধরণীর প্রাণরস দুইহাতে লুটে,
আয়—আয় ছুটে

বিশ্বের যৌবন-কুঞ্জে, ছেড়ে তোর তমিস্র পাতাল—
যে-হবি মাতাল !
হেথা আছে প্রিয়া,
ঢুলুঢুলু দুটি চোখে সুরতের লাল নেশা নিয়া।
হেথা আছে সুর,
কুসুম-পরাগ-মাখা দখিনার মাদকতা দিয়ে পরিপূর।
হেথা আছে আলো,
তপনের সোমরস কণ্ঠ ভ'রে যত পারো ঢালো আর ঢালো !
পাত্রে যদি থাকে রে আসব,
ধরা-স্বর্গে আমি যে বাসব !
মাতাল ! মাতাল ! আমি তুমি সবাই মাতাল—
পিয়ালা ভর্ দে মুঝে—হো হো, মোরা মদের মরাল—
দুঃখ-শোকে ভাবিনা করাল !
দে রে, দে রে—একেবারে মাতাল ক'রে দে—
রূপ দিয়ে. সুর দিয়ে পিয়ালা ভ'রে দে—
—পিয়ালা ভ'রে দে !
এ পিয়ালা গড়া কিসে নেই তার ঠিক,
মৃত্তি দিয়ে, কাব্য দিয়ে, সঙ্গীত কি রক্তাধরে—কিম্বা এ স্ফটিক !

জীবনে

জীবনে আমি গো গেয়েচি অনেক
 সুখের গান,
আমার রাগিণী ছুঁয়েচে অসীমে
 তারার প্রাণ।
বীণাটি আমার সুরের স্বপন,
হৃদয়ে হৃদয়ে করেচে বপন,
কখন্ যে তার ছিঁড়ে গেছে তার·
 শোনে নি কাণ,
গানের সভায় ব'সে আছি আজ
 নীরব তান।

*

জীবনে আমি গো খেলেচি অনেক
 প্রেমের খেলা,
প্রাণের বাগানে যে রং যুটেচে,
 করি-নি হেলা।
চোখের চাহনি, ঠোঁটের কাঁপন,
এই নিয়ে দিন করিয়া যাপন,
এখন দেখি গো একা ব'সে আমি—
 গিয়েচে বেলা,

মরুর তটেতে ঠেকেচে আমার
আশার ভেলা।

*

জীবনে আমি গো দেখেচি অনেক
চাঁদের হাসি,
কুসুম-শয়নে ভুলেচি ধরার
আঁধার-ফাঁশী।
দিল থেকে মোর খুলে গেছে খিল,
দিয়েচে দখিনা, গেয়েচে কোকিল,
জানিনা কখন্ ঝ'রে গেল শীতে
কুসুম-রাশি,
হাসির শ্মশানে বাজিছে এখন
কাঁদন-বাঁশী।

ধরায় কেন

ধরায় কেন বাস্‌চে ভালো লোক ?
এই যে তারে দেখ্‌চি সুখে, এই যে আঁধার চোখ !
এই যে মিলন, বাহুর বাঁধন, এই যে কাঁদন, সজল শোক !

ধরায় কেন চাইচে সবাই সুখ ?
স্বর্ণমৃগ পালিয়ে যাবে, শূন্য হবে বুক !
দুঃখ-আশা করলে বরং হবে না তোর হতাশ মুখ !

ধরায় কেন জাগাও যৌবনে?
জন্ম থেকেই বরং জরার বিষের কৌটো নে!
ক্ষণেক-তরে কি লাভ দিয়ে বসন্তেরি মৌ মনে!

ধরায় কেন ফুটচে গোলাপ-ফুল?
কালোর পটে রঙের আলো, হায় রে বিধির ভুল!
একটু থাকে বধূর বুকে, একটু পরেই মাখ্‌বে ধূল!

ধরায় কেন উঠচে হাসির সুর?
ওগো পথিক, থামাও গান, সামনে শ্মশানপুর!
অন্ধকারের রাজ্য দিয়ে চলতে হবে অনেক দূর!

সেদিন

সেদিন যখন শ্যামের গলায় দোয়েল দেবে শীষ,
সেই সুরেতে মান-অভিমান যাবেই থেয়ে মিশ্‌,
তুমি তখন নিঝুম-রাতে হারিয়ে সকল দিশ্‌!

সেদিন যখন হাস্‌বে শশী মেঘের ফাঁকেতে,
জোছ্‌না এসে বাইডা হবে নদীর বাঁকেতে,
নজর তখন থাক্‌বে না গো আমার আঁখেতে!

সেদিন যখন চাঁদ্‌নী রাতে লাল সিরাজীর গান,
খুল্‌বে নতুন খেয়াল-খাতা, তুল্‌বে নতুন প্রাণ,
আমি তখন নিসাড় হয়ে, বধির দুটি কাণ!

সেদিন যখন বইবে বাতাস ফাগুন-জাগানে,
উস্‌কে যাবে রঙের শিখা ফুলের বাগানে,
আমি তখন রইব কোথায়, কেই-বা তা জানে!

সেদিন যখন রচ্‌বে মালা নরম দুটি হাত,
জাগ্‌বে দুটি ডাগর আঁখি সখার সাথে রাত,
আমি তখন নির্ব্বাসনে,—তিমির-তাতল আঁৎ!

সেদিন যখন তরুণ দেবে সখীর গালে চুম্‌,
পড়্‌বে যখন সাধ ক'রে ভাই, প্রাণ হারাবার ধুম,
আমায় তখন করবে কয়েদ চির-সজাগ ঘুম!

সেদিন যখন রূপের ঝরা ঝর্‌বে অনর্গল,
সবুজ হয়ে উঠ্‌বে যত অবুঝ বুকের তল,
আমার তরে দু-এক ফোঁটা ফেলো চোখের জল!

এবং ভেবো—'একটি মানুষ নাইকো ধরায় আজ,
দুখের দিনেও হাস্‌তে যে-জন পায়নি কভু লাজ,
জীবন নিয়ে ছেলেখেলাই ছিল যাহার কাজ!'

রূপ-সায়রের ঢেউ

দিচ্ছি চুমুক রাত্রি-দিবা জীবন-পিয়ালায়,
মনের ক্ষুধা রইল মনে, মিট্‌লনাকো হায়!
বিশ্ব বাঁশী নিত্য শোনায় লক্ষ রাগিণী,
ছন্দে তাহার নৃত্য করে চিত্ত-নাগিনী!

জাগর দুটি নয়ন-তারা জ্বালিয়ে রাখো ভাই,
যতই কালো আস্‌চে নেমে, ততই আলো চাই!
বন্ধুরা সব নিন্দা করে, মন্দ কথা কয়,
কারণ আমি তাদের ভুলে তোমার গাহি জয়!

গণ্ডী কেটে কান্না-ঘরে বন্দী রেখে মন,
বলেন ওঁরা জড়ের মতন থাকতে সারা-ক্ষণ!
অর্দ্ধজীবন অন্ধ হয়ে কাটল আমার দিন,
যৌবন মোর বন্‌ল বোকা সোনায় ভেবে টিন!

আচম্বিতে সাম্‌নে এলে অন্ধকারের চাঁদ!
উঠ্‌ল দুলে প্রাণের তলায় ঘুমিয়ে-থাকা সাধ!
এক পলকে পষ্ট হোলো মিথ্যা যত ভ্রম,
পড়্‌ল ধরা জীবন-তালে কোথায় আছে সম্‌!

প্রেম নাকি ভাই কথার কথা, অসার কামিনী,
নরক যাবে তার সাথে যে জাগ্‌বে যামিনী!
চক্ষু দুটি রুদ্ধ ক'রে শুদ্ধ মনেতে,
ভস্ম মেখে লম্বা চল শীঘ্র বনেতে!

বেঁচেও এ যে নরক-ভোগা ! কথার মুখে ছাই ;
তার চেয়ে সই ম'রেই আমি নরক যেতে চাই !
জ্যান্তে যদি স্বর্গ লুটি থাক্‌লে তোমার সাথ,
ভয় কি পরে মড়ার ওপর কর্‌লে খড়্গাঘাত !

তোমার আমার এই যে মিলন, নয় তা অপরের,
মধ্যে এসে অন্যে কেন টান্‌বে কথার জের ?
আমরা তো কেউ সাধচিনাকো সাধুর সাধে বাদ,
সেই-বা কেন হেথায় জুটে ঘটায় পরমাদ ?

দিনের বেলায় আজ্‌কে আষাঢ় ঢাল্‌লে চোখের জল,
রাত্রে এখন চন্দ্রাবলী ঝর্‌চে অজচ্ছল !
আলোক-ছায়ার মায়ার খেলায় আয় গো সজনী,
প্রেমের দোলায় দোদুল দুলি দিবস-রজনী !

শুন্‌ব আমি কেকার সুরে মেঘ্‌লা-বেলার গীত
তোমার বুকের তালে-তালে !—এম্‌নি আমার রীত্‌ !
একটা-দুটো বেভুল কোকিল ধর্‌বে প্রলাপ-তান,
কিন্নরীরা রামধনুকে ছুঁড়বে সুরের বাণ !

রূপনারাণের বাঁকের মুখে বাউল জোছনা,
তরীর ওপর আয় রে আমার কমল-লোচনা !
চল্‌ব ভেসে তীরেই রেখে সমাজ-কলরব,
পূর্ণিমাতে আজ যে সখি, চন্দ্রেরি উৎসব !

তারার নূপুর বাজ্‌চে শোনো—বাজ্‌চে শোনো গো !
নদীর প্রাণে সেই রাগিণীর ছন্দ গোণো গো !
ভাস্‌চে তরী—ভাস্‌চে যেন স্বপন-মরালী,
চাঁদের আলো ! আজ অকূলেই মনকে ভরালি !

ফুলের ফসল ফল্‌চে কোথায় গভীর বিজনে,
বেতারে তার আন্‌চে খবর সমীর-বীজনে।
গন্ধ দিয়েই গাঁথবে মালা সে কোন্ কুহকী,
সেই মালাতেই রূপটি তোমার উঠবে পুলকি !

নিয়ম-বাঁধা সংসারেতে নেইকো আমার টান,
একঘেয়ে সে জীবন-স্রোতে যায় যে ডুবে প্রাণ !
ঘরের কোণে জাগচে যত নরক-ভীতু চোখ,
বাইরে আছে কবির ভুবন, প্রেমের কল্পলোক।

হাতের লক্ষ্মী তুমি আমার, মাড়িয়ে যাবনা,
স্বর্গে গেলেও তোমার মতন দোস্‌রা পাবনা।
নৃত্য করেন উর্ব্বশী আর রম্ভা-মেনকাও,
দিব্যি তোমার ! চাইনা তাঁদের, স্পষ্ট জেনো তাও !

দুই তনুতে একটি হয়ে থাক্‌তে পারে যে,
রেমো-শ্রেমোর ফাল্‌তো কথার কি ধার ধারে সে ?
পাত্‌লা দুটি ঠোঁটের ঠোঙায় রূপের সুরা পাই,
মাতাল হয়ে মজায় আছি, আর বেশী কি চাই ?

আত্মহারা মত্ত যে-লোক মর্ত্ত্য-ভোলা গো,
তার কাণেতে নীতির মানা মিথ্যে তোলা গো !
তার সুরেতে যে-বোল ফোটে, বধূর গীতি সে,
নীতি তো তার প্রেমের নীতি—মধুর নীতি সে !

প্রেমের চেয়ে মস্ত সাধন কি আর আছে রে,
বেদ-বেদান্ত হার [illegible] যাক প্রেমের কাছে রে !
প্রেমের ভেতর সব [illegible] জাগিয়া,
তাই হয়েচি প্রেমে[illegible] [illegible]য়ার লাগিয়া !

কথার 'পরে [illegible] ল তবে আজ,
চাঁদ উঠেচে, ফুল [illegible] য় ফেলে সব সাজ !
তুলতুলে ঐ নরম [illegible] বে থাক্ মুখ,
এই দুনিয়া যার-খুসি [illegible] হকো আমার দুখ !

চিরন্তনী *

এই তো জীবন-নাট্যশালা—দীপ্তিভরা, লাস্য-ভরা,
ঊর্দ্ধে দোলে যবনিকা—নৃত্য-গীতি-হাস্য-হরা !
ফাগুন-হাওয়ার কাল ব'য়ে যায়, আয় তরুণী, আয় ছুটে আয়—
উড়িয়ে দে তোর মাথার কাপড়,—মিথ্যা লাজের দাস্য-করা !

* মানব-হৃদয়ে যে চিরন্তন হাহাকার লুকিয়ে আছে, ইরাণের কাব্য-কুঞ্জে একাধিক কবির বাঁশীতে তার প্রতিধ্বনি জেগে উঠেচে। "চিরন্তনী"র স্থানে স্থানে তারই অনুরণন আছে,—কিন্তু এ অনুরণন অনুকরণ নয়—এটা এসেচে আপনা-আপনি, স্বাভাবিক ভাবে,—কারণ এ হাহাকার কোন স্থান-কালে আবদ্ধ নয়, এ হচ্ছে চিরন্তন। জেনে-শুনেও তাই সেই শ্লোকগুলি বাদ দেওয়া হোলো না।

জীবন ? সে তো তারার আভা ! রাত ফুরুলেই মিলিয়ে যাবে !
তাইতো সখি, থাকবে যেটুক্ কেবল আলো বিলিয়ে যাবে !
কাঁদ্‌চে যারা কাঁদুক্ তারা, দীর্ঘশ্বাসে বুকের চারা
ব্যর্থ হয়ে নেতিয়ে প'ড়ে ধরার ধূলায় মিশিয়ে যাবে !

প্রহরগুলো যাচ্চে চ'লে, শোন্ দ্রুত ঐ চরণ-ধ্বনি !
মুখ তুলে চা' হিসেব ফেলে, [illegible] তোর মরণ-শনি !
এক-মিনিটের হের-ফেরে [illegible] [illegible]গিয়ে কোন্ টেরেতে—
এই ক্ষণিকের খে[illegible] [illegible] [illegible]কেবল পরশ-মণি।

বয় যদি ঝড় বহুক্ সখি, [illegible] [illegible] বাস্‌ব ভালো,
উঠ্‌লে আঁধি, তোমার [illegible] [illegible]শে তার নাশ্‌ব কালো।
ফুল-ফোটানোর দিনটি [illegible] বাসন্তিকার ছন্দ ফেলে,
অশ্রু-ধারা সৃষ্টি ক'রে [illegible] [illegible]র ভাস্‌বনা লো !

হইনি, হইনি, হইনি বুড়ো, ডাক্‌ব কেন ভগবানে ?
থামাও পথিক, থামাও তোমার রাম-প্রসাদী ভক্তি-গানে !
অন্ধ যারা চক্ষু-বোঁজা, ঈশ্বরেরি তারাই প্রজা,
যৌবন যার বুকের তলে, সে কেবলি প্রেমকে জানে !

কে জানো গো প্রেমের গাথা, শুনাও মোরে, শুনাও মোরে !
ইহকালের সুখের কথায় পরকালে ভুলাও ওরে !
কে কাহারে বাস্‌বে ভালো, শুন্‌লে প্রাণে হাস্‌বে আলো,
স্বর্গ-স্মৃতি মর্ত্ত্যে এলে বিস্মৃতি নেয় হরণ ক'রে !

হে পরমেশ, রাজ্যে তোমার পায়না সাধু ছিদ্রটি গো!
আমি কিন্তু যা দেখেচি চিত্ত তাতেই বিদ্রোহী গো!
মৌরসী নেয় কণ্টকী ফুল, ফুটেই ঝরে বস্‌রাই গুল,
স্বেচ্ছাচারের বিচার এ যে, নাচার হয়ে ঠিক্ কহি গো!

পঙ্গু কাঁদে, কাঙাল কাঁদে, খঞ্জ মুটে বইচে ঝাঁকা,
পাঁজ্‌রা তাদের গুঁড়িয়ে ভেঙে ছুট্‌চে ধনীর গাড়ীর চাকা!
কেউ হাসে ঐ সিংহাসনে, চিতার দাহ কারুর মনে,
ধনীর 'পরেই খুসি প্রভু, আছে যে তার ঘুসের টাকা!

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে স্বর্গধামেই থাকুন তিনি!
খাজ্‌না তাঁরে কেন দেব, তাঁর কাছে তো নইকো ঋণী!
দুঃখ যখন দন্ত ফোটায়, তখন প্রভু নন্‌তো সহায়,
দাবি-দাওয়া কর্‌তে আসেন মাত্র কেবল সুখের দিনই।

কেউ তোমাকে মান্‌তনা গো, মানে কেবল গুঁতোর ঠেলায়—
জাত্‌-পাপীও তপস্বী হয় জীবনের সেই সন্ধ্যে-বেলায়!
যম সে পাছে করে জবাই, সেই ভয়েতেই ভক্ত সবাই,
দায়ে প'ড়ে বলে 'হরি', সাপ নিয়ে আর কেই বা খেলায়?

কি ফল হোলো বিশ্বে ক'রে দুঃখ-শোকের ভবন হেন,
সুখের বাসা ধরায় পেতে করলেনাকো সৃজন কেন?
যৌবনেরি গৌরবেতে মেতে প্রেমের সৌরভেতে,
আস্‌ত-যেত মানুষগুলি—শরৎ-হাওয়ার স্বপন যেন!

কাঙাল-ধনী, অবল-সবল, শূদ্র-বামুন থাক্‌তনা হে !
আলোয়-ধোয়া নীলেতে কেউ কালোর কাঁদন আঁক্‌তনা হে !
বুকে-বাঁধা মুখখানি মোর, হঠাৎ কখন্ ছিঁড়্‌তনা ডোর,
'সব-পেয়েচি'র সেই দুনিয়ায় বেসুরে কেউ হাঁক্‌তনা হে !

বিশ্ব-চিতার ভস্ম-ধূমে ভাগ্যে তুমি আছ নারী !
তাইতো মরণ-কামড়েতেও বিষের জ্বালা সইতে পারি !
যখন পোড়া মন উপসী, এসে তখন হে রূপসী,
বুকের দহন দাও জুড়িয়ে উপুড় ক'রে প্রেমের ঝারি !

ভগবানের নিঠুর হাতে তৈরি তুমি নওগো আলি !
তাইতো তোমার ঐ প্রতিমা হয়নি আমার চোখের বালি।
মলয়-বায়ে কবির স্বপন, করেচে তোর তনু গঠন—
ফুলের মধু, চাঁদের সুধায় ভরিয়ে দেছে রূপের ডালি।

তোমার পানে তাকিয়ে সখি, ভগবানেও ভুলতে পারি,
তোমার নামের জয়-রাগিণী স্বর্গ-'পরেও তুল্‌তে পারি।
তোমার চোখের চাউনিতে হায়, আমিত্ব মোর হারিয়ে যে যায়,
তোমার বুকের পরশ পেলে সকল বাঁধন খুল্‌তে পারি।

এখান থেকে যাও হে জ্ঞানী, নিয়ে তোমার জ্ঞানের পুঁথি,
কেতাবে হায় লুকিয়ে আছে থুথ্‌ড়ে ঐ জরা-দূতী।
প্রেমের রসে রসিয়ে কারে, তোমার পুঁথি দিতে পারে ?
মনের বাগে ফোটায় কি সে শিউলি, গোলাপ, বকুল, যূথী ?

কুঞ্জে আমার গুরুমশাই ত্থান্‌না ত্থাখা কোনদিনই,
হেথায় স্বধু ফুলেল হাওয়া বাজায় বনে রিনিঝিনি ;
হেথায় স্বধু সবুজ প্রীতি, চাঁদের আলো, প্রাণের গীত,
হেথায় স্বধু প্রিয়ার সনে চল্‌চে আমার বিকিকিনি।

যাও গো সাধু, যাও গো জ্ঞানী, নিজের-গড়া জেলখানাতে,
শূন্যতারি হও-গে সেবক, গড্ডলিকার একটানাতে।
হৃদয়ে মোর সাকার প্রিয়া, জ্যান্ত দেবীর আকার নিয়া,
চাইনে যেতে মন্দিরেতে নিরাকারে মন-জানাতে।

মধুর দুটি কপোল-কূপে যৌবন মোর ডুবিয়ে দিছি,
আমার কাণে ঢুক্‌বে কেন পরকালের খিচিমিচি ?
ফুল ধরেচে প্রেমের লতায়, রাখিনে খোঁজ নরক কোথায়,
শুন্‌বনাকো যতই মোরে বানিয়ে পাপী কর ছিছি !

"বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে ?" কাজ কি রে তোর মাথাব্যথায় ?
দিন কেটে যায়, আস্‌চে জরা, কে ব'সে আর ও-সব খতায় ?
আজ্‌কে যখন আছিস্ বেঁচে, জীবন-সায়র ত্থাখ্‌রে সেঁচে,
শীতের আগে ফুল তুলে নে যৌবনেরি তনু-লতায় !

কেই বা পাপী, কেই বা সাধু—সবাই সমান মরণ-পারে,
স্বর্গ-নরক কে দেখেচে, সাক্ষ্য দিতে কেউ তো নারে !
ভীরুরা সব কল্পনাতে, অম্‌নি হাজার গল্প গাঁথে—
কিন্তু আমি হেল্‌বনাকো মিথ্যা ভয়ের তুচ্ছ ভারে !

যতই আঘাত কর আমায়, মচ্‌কে তবু পড়্‌বনা গো!
দুখের মারে, শোকের মারেও তোমায় স্বীকার করবনা গো!
মরণ-সাঁঝে যখন বিভু, জীবন-রবি নিভু-নিভু,
তখন নরক স্মরণ ক'রে চরণ তোমার ধরবনা গো!

যৌবন, তুই মুখ তুলে চা' নতুন ফুলের রেণু মেখে,
চাইনে আমি করতে দোহন সোনার কল্পধেনু থেকে।
ভুল্‌ব জীবন বিষাদ-করুণ, বাঁচ্‌ব য'দিন থাক্‌ব তরুণ—
অন্তরেরি ছন্দে উঠুক্ চঞ্চলতার বেণু ডেকে!

এ মোর প্রাণের বিপুল তোড়ে ভাসিয়ে দেব দুষ্ট জরা,
চিত্ত-দোলা নিত্য রবে পুষ্পমাসের নৃত্য-ভরা!
চুল পাকিয়ে বিত্ত খুঁজে, যার খুসি সে মরুক্ যুঝে,
আমি সুধুই ঝরিয়ে যাব জম্‌বে যত জীর্ণ-মরা।

আনন্দেতে রহ রে ভাই, কল্পরসে মগ্ন হয়ে,
কে জানে রে কখন্ যাবে সুখের শুভলগ্ন বয়ে!
রাখবি হৃদয়-কুম্ভ পেতে, ভর্‌বি গো তা চুম্বনেতে,
আজ বাদে কাল মর্‌বি ব'লে হোস্-নে কভু ভগ্ন ভয়ে!

মনের মানুষ নে খুজে মন, মনোভবের রঙ্গশালায়,
প্রেমের চাবি খুল্‌বে রে তোর মর্চ্চে-পড়া মর্ম্ম-তালায়!
প্রেম বিনা যে জীবন রাখে, পশুর অধম বলব তাকে,
মূর্ত্তিমন্ত নরক সে যে, সঙ্গ তাহার অঙ্গ জ্বালায়।

হে ভগবান, চেষ্টা ক'রে বস্‌তে গেছি জপাসনে—
সাধ হয়েছে ধর্‌ব তোমায় ধ্যানের টানে প্রাণের কোণে!
কিন্তু মানস-নয়ন দিয়ে তোমায় প্রভু দেখ্‌তে গিয়ে,
কেবল দেখি সখীর আঁখি ছড়িয়ে আছে বিভোর মনে!

সত্য যাহা সাম্‌নে জেগে, কেমন ক'রে ভুল্‌ব তাহা?
নেইকো তুমি, কিন্তু আছে মরুর দাহ, ঝড়ের হা-হা!
উর্দ্ধে, অধে যেদিকে চাই, শূন্য ছাড়া কিছু না পাই—
বেতার হ'লে হৃদয়-বীণা নামটি তোমার যায় কি গাহা?

তবু যদি থাকোই তুমি—চাইনে আমি তোমার ক্ষমা!
পূর্ণিমাকে যখন পাব, তখন কেন ভাব্‌ব অমা?
হে অজানা বিরাট ভীতি! ভয়-না-পাওয়া আমার রীতি,
যা হবার তা হবেই পরে না-হয় পাপের খাতায় জমা!

নিন্দুকেরা ব্যস্ত যখন নিয়ে আমার পাপের কথা,
সেই ফাঁকেতে পালিয়ে যাব মানসী মোর লুকিয়ে যথা।
বাজ্‌বে সুরে মন-বেয়ালা, ধর্‌ব পেতে প্রাণ-পেয়ালা,
শব্দ-পরশ-গন্ধ-রসে ভুল্‌ব যত ধরার ব্যথা।

বক্ষে প্রিয়ার স্বর্গ আছে, স্বর্গ আবার উর্দ্ধে কোথায়?
শূন্যে আছে শূন্য রে ভাই, ভুলনা মন, মিথ্যে কথায়।
প্রিয়ার হিয়ার কমল-বনে, আয় পিয়াসী, অমল মনে,
শ্যামের বাঁশীর না-শোনা তান গুঞ্জরিছে আজও তথায়।

ডাগর চোখের ভাব-গীতিকার অর্থ যে সই, বুঝ্‌তে পারে,
বাউল হয়ে দেয় সে সাঁতার তোমার হৃদয়-পারাবারে।
জিয়ায় যে এই জীবন-চারা—এ মোর হিয়ার শোণিত-ধারা,
পদ্ম-পায়ের অলক্তকই রক্ত-রঙে রাঙায় তারে।

মর্ম্ম-তালে বদ্ধ হয়ে কাব্য শত—ছন্দ শত,
প্রশ্বাসের ঐ অন্দরেতে চন্দনেরি গন্ধ কত!
ঈশ্বরেরি শিষ্য যে হায়, তোমায় ছেড়ে বনে সে যায়,
নন্দনে তার নেই আনন্দ, অন্তরে তার চন্দ গত।

আমার গেহে নেই দেবতা কঠিন-বোবা পাথর-গড়া,
ভক্তি-নদী রুদ্ধ বুকে, শুদ্ধ সেথায় শুষ্ক চড়া!
প্রস্তরের ঐ চরণ ধ'রে, শান্তি কি পাস্ বল্‌না মোরে,
অশ্রু নিয়ে নেত্র-কোণে, মিথ্যা তোদের মন্ত্র-পড়া!

সৃষ্ট যে তোর ইষ্টদেবী হত্যাকারীর কল্পনাতে—
রক্ত-ধারার আল্পনাতে—জল্লাদেরি জল্পনাতে!
কান্না নিয়ে আপন প্রাণে, পরকে মারিস্ মারণ-বাণে,
দেব্‌তা যেমন পূজাও তেমন, ধর্ম্ম আছে অল্প তাতে!

বেশ আছি ভাই! রূপের পূজায় দিন চ'লে যায় নাচের তালে,
আমার দেবী হন গো খুসি চুমো পেলেই রঙিন্ গালে!
তোমরা শিলায় লুটিয়ে মাথা, গাইছ পরকালের গাথা,
আমি আছি বিভোল সুখে জড়িয়ে ধরে ইহকালে!

আয় পালিয়ে, আয় পালিয়ে,—শশ্মানে ঐ উড়্‌চে ধোঁয়া !
মরণ-স্বপন জাগ্‌লে ও তোর শিউরে গায়ে উঠবে রোঁয়া !
দেখ্‌ব প্রিয়ার আনন-বিধু, করব গো পান অধর-শীধু,
অনেক মধু বধূর ঠোঁটে—মধুর কম্‌লালেবুর কোয়া !

সাজুক্ শ্যামে উপত্যকা—ঝরুক্ বুকে ঝর্‌ণাটি ওর,
হে প্রকৃতি জননী গো, আজ্‌কে আমি ধর্‌না দি তোর !
বাজুক্ তোমার আলোর বাঁশী, সাঁঝ-সকালে পাখীর হাসি,
তোমার কোলেই বসত আমার, করব যে ঘর-কর্‌নাটি মোর।

ঈশ্বরী যে নও গো তুমি, তাই হয়েচ জীবের মাতা !
জন্মদুখীর তরেও তোমার আছে স্নেহের আঁচল পাতা।
কষ্টে হাসি, তেষ্টাতে জল, শয়নে ঘাস, ক্ষুধাতে ফল,
অবসরে কাব্য শোনাও খুলে তোমার সবুজ খাতা।

দখিন হাওয়া, দখিন হাওয়া, আয়না অলখ্‌ পাখ্‌না মেলে,
কানন-বীণার শ্যামল তারে সুরের লীলা যাক্‌না খেলে !
নদীর কূলে মনের ভুলে, গাঁথ্‌ব মালা বনের ফুলে,
স্বর্গে আমি যাবনা তোর দোদুল-দোলার খ্যাল্‌না ফেলে !

পূর্ণিমার হে পূর্ণশশী, চূর্ণ কর অন্ধকারে,
কাতর আমি ধরার শিশু, কর্‌চি তোমায় বন্দনা রে।
অতীত্‌ কথা দাও ডুবিয়ে, জোছ্‌নাতে মন নাও ছুপিয়ে,
আমার হিয়ার নীল আকাশে যেওনা চাঁদ, অস্ত-পারে !

তুমিও এস নিরুপমা, কোল ঘেঁসে মোর স'রে এস,
শ্রান্ত প্রাণের রন্ধ্রগুলি ছন্দে তোমার ভ'রে এস।
কান্না আমি শুন্‌তে না চাই, চিন্তা-জাল আর বুন্‌তে না চাই,-
'আমি তোমার, তুমি আমার'—অন্য কথা হ'রে এস।

অমর প্রাণের গান

ও ভাই, বড় মিষ্টি লাগে শ্যামল ধরণী,
নীল-সায়রে দিচ্চে খেয়া নয়ন-তরণী,
কল্পলোকে যায় খুলে যায় স্বপন-সরণি!

ফুট্‌চে ফুলের মুখটি থেকে রঙিন হাসিটি,
দুল্‌চে ধরার গলায় নদীর মধুর ফাঁশিটি,
ডাক্‌চে সুদূর বন থেকে ঐ কোকিল-বাঁশিটি!

মন-কমলের দলগুলিকে মেলিয়ে দিলাম ভাই!
আয় রে তোরা আকাশ-বাতাস, আজ্‌কে তোদের চাই,
আন্‌ রে অরুণ-ঝর্ণা থেকে স্বর্ণেরি রোশ্‌নাই!

আজ প্রভাতের দীপ্তি ফোটে বিপুল পুলকে,
প্রমাণ করে—সব কালো নয় দ্যুলোক-ভূলোকে,
স্থায় ভুলিয়ে অমলতায় ধরার ধূলোকে।

সত্যি কথা ! জগৎটা নয় মাত্র ধূলো-সার,
চিন্তা মোদের নিত্য গড়ে অন্ধ কারাগার,
ভ্রান্তরা তাই ক্ষিপ্ত হয়ে কর্‌চে হাহাকার !

তোমার কাছে দুঃখ যাহা, আমার কাছে সুখ,
তোমার যাতে মন নাচে তায় আমার ভাঙে বুক,
আলোক-ছায়ায় কেউ কাঁদে আর কারুর হাসিমুখ

দুঃখ-তাপের জীর্ণ সেতু আয় রে পেরিয়ে,
গণ্ডী ছেড়ে আয় রে তোরা বাইরে বেরিয়ে,
শুন্‌তে পাবি, বাজ্‌চে কেমন ভূমার ভেরী এ !

ভূমার ভেরী বাজ্‌চে শোনো আকাশ-বাতাসে,
অশ্রুত কোন্ ছন্দ-ভরা বিরাট গাথা সে,
শুন্‌লে পতিত্ সরিয়ে ধূলো তুল্‌বে মাথা সে !

সেই সুরেতে সূর্য্য-শশীর তন্দ্রা ছুটে যায়,
গ্রহে গ্রহে আলোক জেলে খুঁজ্‌তে তারে চায়,
সেই সুরেতে সুর মিলিয়ে ভোরের পাখী গায় ।

বনস্পতির তুঙ্গশিরে, ঘাসের দোলাতে,
অলখ্-বীণার তন্ত্রী বাজে ক্লান্তি ভোলাতে,
অরূপ রতন পাচ্চে কাঙাল ভিক্ষা-ঝোলাতে ।

সেই সুরেতে বজ্র-ধ্রুপদ, সাগর-ভরা তান,
সপ্তলোকের বুক দুলিয়ে বইচে গানের বান,
নিঝর-প্রপাত জড়-শিলাতে জাগিয়ে তোলে প্রাণ !

শুন্‌চি আমি সেই রাগিণী মানস-পুরীতে,
গভীর তালে জাগ্‌চে বাণী হৃদয়-তুরীতে,
বন্ধ হ'লে সে সুর, জীবন পালায় তুরিতে।

এই দেহ ভাই বীণার মত, মৌন তাহা না,
বাজ্‌চে বেহাগ, ভৈরবী আর গৌরী, সাহানা,
আত্মা-তরীর চারধারেতে সুরের মোহানা।

দ্যাখ্‌না অলির ক্ষুদ্র জীবন পূর্ণ প্রেমের গীত,
দুদিন বাদে আস্‌বে বটে তুষার-মাঠের শীত,
নেইকো তবু গানে কামাই,—এম্‌নি যে তার রীত্‌ !

গান গেয়েই তো করচে নদী সাগরকে বরণ,
হাস্‌চে তবু সাম্‌নে যখন অনন্ত মরণ,
প্রেমিক জানে, নয়কো ভীরু প্রেমের আচরণ।

এই দুনিয়া বাস্‌বি ভালো এলেও ঝটিকা,
দুঃখ যদি দ্যায় তোকে ভাই বিষের বটিকা,
হজম ক'রে বল্‌বি হেসে সুখের কথিকা।

মরণ আসার আগেই কেন থাকবি হয়ে শব,
স্তব্ধ কেন, বিশ্বে যখন চন্দ্রেরি উৎসব,
কাঁদ্‌বি কেন, দখিন যবে তুল্‌বে গীতিরব !

কবির চোখে দেখ্‌বি ধরার কষ্ট-দুখে রে,
করবি খেলা আগুন নিয়ে আপন বুকে রে,
কৃচ্ছ্র-ব্রতের জয়-গীতিকা গাইবি মুখে রে !

মানুষ যে তুই—শক্তিসাধক, অখিল যে তোর ঘর,
সংঘাতে তুই শক্ত হবি, সংগ্রামে কি ডর ?
দিগ্বিজয়ের রক্ত-নিশান শূন্যে তুলে ধর্‌ !

মহর্ষি তুই—বিশ্বপ্রেমিক, রসাল চিত্তকোষ,
ধ্যানবলে তুই জগৎ গড়িস্‌, তুই তো ছোট নোস্‌,
রূপ-তপোবন এই বসুধায় আত্মাকে তোর তোষ্‌ !

ঐ যে তারার আলোক-অধর কাঁপ্‌চে অবিরাম,
মন্দাকিনীর কাণে কাণে জপ্‌চে নরের নাম,
বলচে—মানুষ যেথায় থাকে, সেই তো স্বরগ-ধাম !

তোর মহিমায় শুক্‌নো মাটির কঠিন এই ধরা,
প্রাণের ফসল প্রসব ক'রে সোনার পসরা,
মরুর ছায়ায় ফুলেল মায়ায় রচিস্‌ বসোরা !

ইঙ্গিতে তোর ঢুলিয়ে চামর পবন সেবাদাস,
চপলা জ্বায় সন্ধ্যাবাতি নিজেই বারোমাস,
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালেতে অবাধে তুই যাস্ !

বিজ্ঞানে তুই জরার মাঝে আনিস্ রে যৌবন,
পুরুষ বিনা গর্ভে নারীর সন্তানও সৃজন,
টাট্কা হ'লে মড়ার বুকেও ফেরাস্ ফের জীবন !

শূন্য দিয়ে কণ্ঠ যে তোর সিন্ধুপারে ধায়,
তুলির ছবি তোর যাদুতে বাক্য, গতি পায় !
খোদার নারী কৌশলে তোর পুরুষ ব'নে যায় !

বুদ্ধি দিয়ে করিস্ সফল ভাবের স্বপনে,
ভক্তি দিয়ে এক ক'রে নিস্ হিন্দু-যবনে,
যুক্তি দিয়ে চাস্ যেতে আজ চন্দ্র-তপনে !

পঞ্চভূতই বশ মেনেচে, কিসের ভাবনা,
মরণকেও না গোলাম ক'রে তৃপ্তি পাব না,
যমকে দেখে চম্কে উঠে থম্কে যাব না !

মানব আমি ! সৃষ্টিপ্রাতে দানব-জেতা গো,
জ্যান্ত আছি দীর্ঘ দ্বাপর, সত্য, ত্রেতা গো,
জীবন-সমর জয় ক'রে আজ জীবের নেতা গো !

মানুষ মহান্! সুন্দর আর সত্য, শিব সে,
সংসারে তার নয়কো জনম কাঁদতে বিবশে,
ইচ্ছা তাহার মূর্ত্তি ধরে রাত্রি-দিবসে!

আনন্দে তার অপূর্ব্ব কি অনন্তে প্রয়াণ,
সঙ্গীতে তার সৃষ্টি হ'ল স্বয়ং ভগবান,
নিজের হাতে তৈরি সুধাই কর্‌চে নিজে পান!

অতীত্ কালে ছিলাম আমি, আজও বিদ্যমান,
শুন্‌চি কাণে অনাগতের তরুণ, হৃদ্য গান,
মৃত্যু-ব্যাধের লক্ষ বাণেও হয়নি বিদ্ধ প্রাণ!

অদ্য আমার মিথ্যা যাহা, সত্য হবে কাল,
নিষ্ফলতা ধাক্কা দিলেও সাম্‌লে নেব টাল,
তুফান দেখেও শিশুর মত ছাড়বনাক হাল।

হে ভবিষ্যৎ! দোসর হবে সাম্য আমারি,
রাজা-প্রজার ভেদের মূলে, তাই তো ঘা মারি,
যোগ্য হলে পৈতা পাবে চামার-কামারই।

গড়্‌ব এমন রাজ্য নূতন বেদ ভাবেনি তা,
জীবন হবে সহজ, সরল, অমল কবিতা,
দুঃখ-শোকের নাশ্‌বে তিমির অমর সবিতা।

নিখিল জীবের স্রোত চলেচে—জাগ্‌চে কলরোল,
ভাব-দরিয়ার খুসির টানে মর্ম্ম যে পাগল,
অনন্ত এ সঙ্গীতে নেই ক্ষুদ্র সীমার বোল !

বিশ্ব-প্রাণের লীলায় বাজে ভূমার ভেরী আজ,
ওরে মানুষ, পর্ দেহে তোর কোণ-বিরাগীর সাজ,
ভোরের রবি মাথাতে তোর দেবে আলোর তাজ।

গণ্ডী তোকে করবে দুখী আশ না পুরিয়ে,
শোক দেবে তোর মনকে কবর নয়ন ঝুরিয়ে,
বসন্ত তোর অন্ধকারে যাবেই ফুরিয়ে।

ধর্ তবে গান অমর প্রাণের ভুবন-ভবনে,
অমৃতেরি রস ঢেলে দে জীবন-শ্রবণে,
মানবতার জয় র'টে যাক্ গগন-পবনে !

প্রণাম

চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারা !
আজ সকলে কর্‌চি নমস্কার।
নীলাকাশের জ্যোৎস্না-ধারা !
নাও গো প্রণাম—হে মোর চমৎকার !

মেঘের সখা হে হিমাচল !
হে প্রকৃতির অজর যোগীশ্বর !
ললাট তব তুষার-ধবল,
প্রণাম করে বিস্মিত নশ্বর !
অশ্রুত কোন্ শ্রুতির গাথা,
গাইছ সাগর, ভুবন-ভবনে,
তোমার তটে নুইয়ে মাথা,
স্তব্ধ আমি, মুগ্ধ শ্রবণে।
আলোক-ছায়ার স্বপ্ন-গেহ !
উপত্যকার ফুলকারী ঐ বুক,
কঠোর শিলার স্ফূর্ত্ত স্নেহ !
করুচি নতি ওগো নয়ন-সুখ !
মূর্ত্ত যেন বিশ্বপুলক !
সূর্য্যকরে জ্বলন্ত প্রপাত !
নির্জ্জনতার ভাবের শোলক !
আনন্দ মোর করুচে প্রণিপাত।
গহন-বনের মর্ম্মে মেতে,
নৃত্য করে নিত্য-সজীব জড় !
পত্র-বীণার কীর্ত্তনেতে
চিত্ত করে তৃপ্ত হয়ে গড়।
শরৎ-উষার মিষ্টি চাওয়া !
বিহগ-বাঁশীর গান জমানো তান !

ঘুম-ভাঙানো ভোরের হাওয়া !
        সবার পদেই নমিত মোর প্রাণ।
জল-কবরীর অলক খুলে,
        'জলতরঙ্গ' বাজাও তটিনী !
প্রণাম করি শ্যামল কূলে,
        মর্ত্তে তুমি স্বর্গ-নটিনী !
বিশ্ব-ভ্রূণের ধাত্রী-মাতা !
        মাটি,—জীবের প্রাণ-রসেরি সার !
কোল যে তোমার সদাই পাতা,
        ধরিত্রী গো, তোমায় নমস্কার !
ছোট্ট ঘাসের অনামা ফুল !
        শিরায় তোমার বাজচে অসীম সুর,
প্রণাম দিতে কর্‌বনা ভুল,
        তোমার রূপে ম্লান যে কোহিনূর !
এর মাঝেতে তুমি মানুষ !
        ছন্দে-লীলায় মহাকবিতা !
নওকো তুমি ক্ষণিক ফানুষ,—
        দীপ্তি-গতির অমর সবিতা !
সাস্ত দেহে বিশ্বপতি !
        মানুষ, তুমি জগৎ-সারথি !
নাও গো তুমি মোর প্রণতি,
        মানবতার করচি আরতি।

সচল-অচল রূপের নাটে
ক্ষুদ্র এবং শ্রেষ্ঠতম গো!
সবার পূজায় জীবন কাটে,
এই নিখিলে নমো নমঃ গো!

ইতি